NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ কৃষক আন্দোলনের ভবিষ্যত

পথ দুর্ঘটনায় স্কুলছাত্রীর মৃত্যু ৬

কলকাতা ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ৫ ফাল্গুন ১৪৩০ রবিবার সপ্তদশ বর্ষ ২৪৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 18.2.2024, Vol.17, Issue No. 247, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

সন্দেশখালিতে দ্রুত ১৪৪ ধারা প্রত্যাহারের ভাবনা

শাহজাহানকে গ্রেপ্তারের দায়িত্ব ইডির: ডিজি

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্দেশখালিতে ইডির উপর হামলার ঘটনায় মূল অভিযুক্ত শাহজাহান শেখ এখনও ‘পলাতক’। সেই ঘটনার দেড় মাস পরেও কেন তাঁকে গ্রেপ্তার করা গেল না, তা নিয়ে লাগাতার প্রশ্ন তুলছেন বিরোধীরা। এ নিয়ে এ বার মুখ খুললেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। এর দায় তিনি ইডির ঘাড়েই চাপালেন। পাশাপাশি সন্দেশখালিতে ১৪৪ ধারা কবের মধ্যে উঠতে পারে, তা নিয়ে পুলিশ প্রশাসনের পরিকল্পনার কথা জানালেন রাজীব। শনিবার সাংবাদিক বৈঠকে শাহজাহান প্রসঙ্গে রাজীব প্রশ্ন তোলেন, ইডিই তো শাহজাহানের বিরুদ্ধে তদন্ত করছিল। তারা কেন তাঁকে গ্রেপ্তার করছে না? এর পরেই ডিজির বক্তব্য, রাজ্য পুলিশ যখন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে, ইডিই সেই তদন্ত বন্ধ করিয়ে দিয়েছে। শাহজাহানের শাগরেদ উত্তম সর্দার ও শিবপ্রসাদ হাজরার বিরুদ্ধে শনিবার গণধর্ষণের ধারা যোগ করেছে পুলিশ। সে প্রসঙ্গেও রাজীব জানান, এক মহিলার গোপন জবানবন্দির ভিত্তিতে দু’জনের বিরুদ্ধে গণধর্ষণ ও খুনের চেষ্টার ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। সেই সঙ্গে ডিজির বক্তব্য, ‘৮ ফেব্রুয়ারির আগে আমাদের কাছে সন্দেশখালি থেকে কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি। তার পর থেকে আমাদের কাছে যা যা অভিযোগ এসেছে, সব কিছুই তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। সন্দেশখালির মহিলারা নির্ভয়ে পুলিশে কাছে গিয়ে নিজেদের বক্তব্য জানাতে পারেন।’

জ্ঞানপীঠ পাচ্ছেন গুলজার ও রামভদ্রাচার্য

মুম্বই, ১৭ ফেব্রুয়ারি: উর্দু ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য ৫৮তম জ্ঞানপীঠ পুরস্কারের জন্য মনোনীত হলেন গুলজার। ১৭ ফেব্রুয়ারি জ্ঞানপীঠ কমিটি থেকে এই খবর জানানো হয়েছে। গুলজার ছাড়াও দেশে সাহিত্য ক্ষেত্রের সর্বোচ্চ পুরস্কার দেওয়া হবে সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিত জগদগুরু রামভদ্রাচার্যকে। ১৯৩৪ সালের ১৮ অগস্ট জন্ম গুলজারের। হিন্দি ছবির সূত্রে গীতিকার ও চিত্রনাট্যকার হিসেবে পরিচয় তাঁর। যদিও প্রাথমিকভাবে উর্দু ও পঞ্জাবি ভাষায় কবি। একাধিক কাব্যগ্রন্থের প্রণেতা। সব মিলিয়ে ‘মেরা কুছ সামান’, ‘এক আকেলে ইস শহর মে’, ‘বিড়ি জ্বালাইলে’র স্রষ্টা আক্ষরিক অর্থেই একজন জীবন্ত কিংবদন্তি।

ইসরোর সফল উৎক্ষেপণ

শ্রীহরিকোটা, ১৭ ফেব্রুয়ারি: শনিবার বিকেল ঠিক ৫.৩৫ মিনিট। অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটা থেকে ইনস্যাট-৩ডিএস উপগ্রহ নিয়ে যাত্রা শুরু করল ইসরোর ‘নটি বয়’ বা ‘দুষ্টু ছেলে’। এখনও অবধি ১৫ বার মহাকাশে পাড়ি দিয়েছে জিএসএলভি রকেট। তবে তার মধ্যে ছ’বার যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য মহাকাশযাত্রা সফল হয়নি। এবার শেষ বারের পরীক্ষা সফল হয় কিনা সেই দিকে তাকিয়ে ইসরো। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা জানিয়েছে, স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ সফল হয়েছে। পৃথিবীর কক্ষপথে সেটিকে নিরাপদে বসালেই মুকুটে ফের নতুন পালক জুড়বে।

বিস্তারিত দেশের পাতায়

সন্দেশখালি কাণ্ডে গ্রেপ্তার শিবু হাজরা

রুজু গণধর্ষণের মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্দেশখালি কাণ্ডে গ্রেপ্তার শিবু হাজরা। উত্তম সর্দারের পর শনিবার গ্রেপ্তার করা হয় শিবুকে। গ্রামের মহিলারা একের পর এক বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছিল এই শিবুর বিরুদ্ধে। শনিবার বসিরহাট থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে শিবুকে। শাহজাহানের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হিসাবে পরিচিত শিবু হাজরার বিরুদ্ধে জমি কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ থেকে মহিলাদের শ্লীলতাহানির অভিযোগ পর্যন্ত ওঠে। এখানেই শেষ নয় গণধর্ষণের ধারাও যুক্ত হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।

অর্থাৎ, শেষপর্যন্ত সন্দেশখালি কাণ্ডে রুজু গণধর্ষণের মামলা। মহিলাদের উপর যৌন নির্যাতনের অভিযোগে সিলমোহর দিয়ে অবশেষে গণধর্ষণের ধারা যুক্ত করল পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, সন্দেশখালির ঘটনায় পরিপ্রেক্ষিতে বেশ কয়েকজন মহিলার আদালতের কাছে গোপন জবানবন্দি নেওয়া হয়েছিল তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এবার সন্দেশখালি মামলার তদন্তে যুক্ত হতে চলেছে ধর্ষণের ধারা। সন্দেশখালির ঘটনায় ২০ নম্বর মামলায় ৩৭৬ডি ও ৩০৭ গণধর্ষণ ও খুনের চেষ্টার মামলার ধারা যোগ করা হল এক মহিলার গোপন জবানবন্দির ভিত্তিতে। উত্তম সর্দার ও শিবু হাজরার বিরুদ্ধে এই মামলার ধারা যোগ করা হল। পাশাপাশি বসিরহাট জেলা পুলিশ সুপার জানান, সন্দেশখালিতে এখন পরিস্থিতি অনেকটাই শান্ত। শনিবার বিকেলে সাংবাদিক বৈঠক করে পুলিশ সুপার, হুসেন মেহেদি হাসান জানান, ‘গত কয়েকদিনের ঘটনায় বিভিন্ন মামলা রুজু করেছে। গত সাত দিনে আর কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা হয়নি। ওখানকার অবস্থা নিয়ন্ত্রণে। যথেষ্ট বাহিনী আছে।’ একটা অভিযোগ উঠে এসেছে, মহিলাদের যৌন নির্যাতন। আমরা বিভিন্ন মাধ্যমে বলেছি, যদি কারও কোনও অভিযোগ থাকে তাঁরা অভিযোগ জানাতে পারে। এক মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে গণধর্ষণের মামলা যুক্ত করা হল। ওই মহিলার গোপন জবানবন্দি নেওয়া হয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, এই শিবু হাজরার বিরুদ্ধেই সন্দেশখালির গ্রামের মহিলারা সাংঘাতিক সব অভিযোগ তুলেছিলেন। তাঁর লোকজনই গ্রামের মহিলাদের বিকেলের পর পার্টি অফিসে তুলে নিয়ে যেতেন বলে অভিযোগ ওঠে। নানা অসামাজিক কাজে শিবুর নাম যেমন জড়ায়, যৌন নির্যাতনের মত ঘটনাতেও নাম ওঠে শিবু হাজরার। এদিকে উত্তম সর্দার গ্রেপ্তার হলেও কেন শিবুকে গ্রেপ্তার করা যাচ্ছে না, তা নিয়ে ক্ষোভ বেড়েই চলেছিল সন্দেশখালিতে। এই আবহে শনিবার গ্রেপ্তার করা হয় শিবুকে। অন্যদিকে, তৃণমূলের তত্ব খারিজ করে পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয় বহিরাগতদের আনা হয়নি। এদিন পুলিশ সুপার আরও জানান, পুলিশের তরফে কিছু লুকনোর চেষ্টা হচ্ছে না। তিনি জানিয়ে দেন, শান্তি ভঙ্গ করলে কড়া শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। আপাতত সন্দেশখালির পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আছে বলে দাবি পুলিশের। তবে পুলিশ সুপার এদিন আরও জানান, যদিও কোনও মহিলার নির্দিষ্ট কোনও অভিযোগ থাকে তাহলে, তাঁরা নির্দ্বিধায় এসে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানতে পারেন। সন্দেশখালি এলাকায় মহিলাদের উপর যৌন নির্যাতন হয়েছিল কিনা, সে বিষয়ে বিতর্ক চলছে দীর্ঘদিন ধরে। বিরোধীদের দাবি, মহিলারা যখন নিজে থেকে এগিয়ে এসে তাঁদের উপর অত্যাচারের কথা জানাচ্ছেন, সেখানে তাঁদের অভিযোগকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না সরকারের তরফে। রাজ্যের শাসক দল, এর আগে দাবি জানিয়েছেন, ওখানে অনেক মহিলাকে সাজিয়ে নানা রকম অভিযোগ তোলা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষের বক্তব্য, মহিলাদের সঙ্গে যদি খুব অন্যায়জনক কাজ হয়ে থাকে, তাহলে এলাকার সিপিএম বা বিজেপি নেতারা কেন এতদিন মুখ খুললেন না। মহিলারা ভয়ে এগিয়ে না আসলেও বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্যরা কেন নিশ্চুপ ছিলেন তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন কুণাল। ভোটের আগে ইস্যু তৈরি করা হচ্ছে বলে দাবি ছিল তৃণমূলের।

৩রা মার্চ সন্দেশখালিতে বৈঠকে দুই মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১৮ ফেব্রুয়ারি সন্দেশখালিতে সভা করছে না তৃণমূল। বদলে সেদিন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী। দলীয় সূত্রে খবর, উচ্চমাধ্যমিক চলাকালীন সভা করবে না রাজ্যের শাসকদল। পরীক্ষা শেষের পর সন্দেশখালিতে ৩ মার্চ সভা করতে পারে তারা। চলতি সপ্তাহের শুরুর দিকে এলাকায় গিয়েছিল তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। সেদিনই প্রতিনিধি দলে থাকা মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক জানিয়েছিলেন, ১৮ ফেব্রুয়ারি সন্দেশখালিতে সভা করবে তৃণমূল। কিন্তু পরবর্তী সময় সেই সিদ্ধান্ত বদল হয়। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন রাজ্যের কোথাও কোনও সভা করবে না বলে আগেই জানিয়েছিল তৃণমূল। তাই সন্দেশখালির সভার দিন বদল করে ৩ মার্চ করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। রবিবার সন্দেশখালি যাচ্ছেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী-পার্থ ভৌমিক ও সুজিত বসু। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করবেন। কথা বলবেন সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে। সূত্রের খবর, ৩ মার্চের সভায় থাকবে উত্তর ২৪ পরগনার প্রথম সারির তৃণমূল নেতারা। থাকতে পারেন সুজিত বসু, পার্থ ভৌমিক, কাকলি ঘোষ দস্তিদাররা।

সন্দেশখালিতে রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: মায়ের কোল থেকে শিশুকে ছুড়ে ফেলার অভিযোগ খতিয়ে দেখতে থমথমে সন্দেশখালিতে যায় রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন। শনিবার ৪ সদস্যের প্রতিনিধি দল উপদ্রুত এলাকায় যায়। ঘুরে ঘুরে গ্রামগুলির পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। শিশুর অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে বলেই দাবি সুদেষ্ণা রায়ের। শনিবার নদী পেরিয়ে সন্দেশখালিতে যান রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন তুলিকা দাস, পরামর্শদাতা সুদেষ্ণা রায়-সহ মোট ৪ প্রতিনিধি। গত ১০ ফেব্রুয়ারি সন্দেশখালিতে শিশুকে মায়ের কোল থেকে ছুড়ে ফেলার অভিযোগ ওঠে। শিশুর মায়ের দাবি, ওই রাতে পুলিশের পোশাক পরে বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী তাঁর বাড়িতে হামলা চালায়। জানলা ভেঙে দেওয়া হয়। হুমকিও দেওয়া হয়। মায়ের কোল থেকে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয় সন্তানকে। আতঙ্কে কার্যত গৃহবন্দি গোটা পরিবার। তাই চিকিৎসকের কাছে শিশুকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। এই অভিযোগ খতিয়ে দেখতে সাতুলিয়া গ্রামে রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের প্রতিনিধিরা। এদিকে, মায়ের কোল থেকে শিশুকে ছুড়ে ফেলার অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশকে চিঠিও দিয়েছে কমিশন। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে বলেও জানান রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের পরামর্শদাতা সুদেষ্ণা রায়।

সন্দেশখালি বিতর্কের মধ্যেই রাজ্য পুলিশে একগুচ্ছ বদল

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য পুলিশের নতুন এডিজি দক্ষিণবঙ্গ হলেন সুপ্রতিম সরকার। শুক্রবারই সুপ্রতিম সরকারকে তিন দিনের জন্য সন্দেশখালি বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছিল। এরপর শনিবার নবান্নের তরফে জানানো হয়, এডিজি ট্রাফিক পদ থেকে এডিজি দক্ষিণবঙ্গ পদে বদলি করা হল সুপ্রতিম সরকারকে। সন্দেশখালি কাণ্ডে যখন তোলপাড় চারদিক তাঁর মধ্যে রুটিন বদলি বলে মন্তব্য নবান্নর। অপরদিকে বর্তমান বারাসত্রত রেঞ্জের ডিআইজি সুমিত সরকারকেও বদলি করা হয়। নতুন বারাসত রেঞ্জের ডিআইজি হলেন ভাস্কর মুখোপাধ্যায়। একইসঙ্গে মোট ৩৯ জন আইপিএস পদে রদবদল ঘটানো হয় এদিন।

এর পাশাপাশি আর যাদের বদলি করা হয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছেন, এডিজি পশ্চিমাঞ্চল ত্রিপুরারী অর্থাবকে স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স-এর এডিজি পদে এবং ওই পদে থাকা অশোক কুমার প্রসাদকে এডিজি পশ্চিমাঞ্চল পদে, আইজি বাঁকুড়া রেঞ্জ ভরতলাল মিনাকে আইজি আর্থিক দুর্নীতি দমন্স শাখার ডিরেক্টর পদে, আইজি স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স দীপ নারায়ণ গোস্বামীকে আইজি মালদা রেঞ্জে, আইজি এডমিনিস্ট্রেশন সিসারাম ঝাজারিয়াকে আইজি বাঁকুড়া পদে, যুগ্ম পুলিশ কমিশনার কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের ধ্রুবজ্যোতি দে’ কে পদোন্নতি দিয়ে কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ পদে, যুগ্ম পুলিশ কমিশনার সদর কলকাতা পুলিশের সন্তোষ পাণ্ডেকে পদোন্নতি দিয়ে কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার তিন পদে এবং কলকাতা পুলিশের এসটিএফের যুগ্ম পুলিশ কমিশনার ভি সোলেমান নেশা কুমারকে অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার চতুর্থ কলকাতা পুলিশে এবং যুগ্ম পুলিশ কমিশনার অশেষ বিশ্বাসকে পদোন্নতি দিয়ে কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার পঞ্চম পদে এবং ডিআইজি বারাসাত রেঞ্জ সুমিত কুমারকে ডিআইজি সিকিউরিটি পদে, ডিআইজি রেল বদনা ধরুন চন্দ্রকে বিধাননগর কমিশনারেটের যুগ্ম পুলিশ কমিশনার সদর পদে, কলকাতা পুলিশের যুগ্ম পুলিশ কমিশনার অর্গানাইজেশন সৈয়দ ওয়াকার রাজাকে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের যুগ্ম পুলিশ কমিশনার পদে, ডিআইজি টেলিকমিউনিকেশন পদে থাকা রাথড অমিত কুমার ভরতকে ডিআইজি ট্রাফিক ও পথ নিরাপত্তা পদেবদলি করা হয়েছে।

জল্পনা উস্কে দিল্লির পথে সপুত্র কমল নাথ!

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি: মহারাষ্ট্রের পর এ বার কি মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেসে ধস নামতে চলছে? শনিবার এই জল্পনা উস্কে দিলেন সে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কমল নাথের পুত্র তথা কংগ্রেস সাংসদ নকুল নাথ। নিজের এক্স হ্যান্ডল থেকে ‘কংগ্রেস’ পরিচয় মুছে দিয়েছেন তিনি। চলতি সপ্তাহেই কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক চহ্বান। এ বার সপুত্র কমলও সেই পথ অনুসরণ করতে পারেন বলে জল্পনা মধ্যপ্রদেশ রাজনীতিতে। শনিবার বিকেলেই দিল্লির উদ্দেশে রওনা হন কমল। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, মধ্যপ্রদেশের ১২ জন কংগ্রেস বিধায়কও তাঁর সঙ্গে রয়েছেন। ঘটনাচক্রে, শুক্রবারই মধ্যপ্রদেশ বিজেপির সভাপতি বিডি শর্মা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, লোকসভা ভোটের আগে কংগ্রেস ছেড়ে বেশ কয়েক জন নেতা তাঁদের দলে যোগ দিতে পারেন। গত সপ্তাহে মধ্যপ্রদেশে দীনেশ আহিরওয়ার, রাকেশ কাটারের মতো প্রভাবশালী নেতার দল ছেড়েছেন। কমল দল ছাড়লে ভোটের আগে কংগ্রেসের কাছে তা বড় ধাক্কা হবে নিশ্চিত ভাবেই।

কলকাতা পুরনিগমে ১১২ কোটির ঘাটতি বাজেট পেশ

মানুষকে সুষ্ঠু পরিষেবা দেওয়াই লক্ষ্য: ফিরহাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা পুরনিগমের বাজেট পেশ হল শনিবার। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ১১২ কোটি টাকার ঘাটতি বাজেট পেশ হল কলকাতা পুরনিগমে। মেয়র ফিরহাদ হাকিম এই ঘাটতি বাজেট পেশ করেন। গত ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ১৪৬ কোটি টাকার ঘাটতি বাজেট পেশ করেছিলেন। এবার তা কমে দাঁড়িয়েছে ১১২ কোটিতে। অন্যদিকে, আগামী বিধানসভা এবং পুরভোটকে মাথায় রেখে পানীয় জল পরিষেবাকে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হল এবারের বাজেটে। জল সরবরাহ পরিষেবায় সবচেয়ে বেশি জোর দিয়ে ৭০০ কোটি টাকার প্রকল্প শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এবারের অর্থবর্ষে মেয়র ফিরহাদ হাকিম নিজের বাজেটে আয় দেখিয়েছেন ৫ হাজার ৫৪ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা। ব্যয় দেখিয়েছেন ৫ হাজার ১৬৬ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা। গতবার ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের পুর বাজেটে সম্ভাব্য আয় দেখানো হয়েছিল ৪ হাজার ৫৪০ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা। কিন্তু আয় হয় ৩ হাজার ৮৭১ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা। এরই রেশ টেনে শনিবার বাজেট পেশ করতে গিয়ে প্রায় ৬৭০ কোটি টাকা কম আয় জানান মেয়র। এদিকে শনিবার অসুস্থতা নিয়েও পুরসভায় আসেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। শুক্রবার বিধানসভায় গুরুত্বপূর্ণ বিল পেশের জন্য হাতে স্যালাইনের চ্যানেল-সহ, ডাক্তার-নার্সদের নিয়েই ঘণ্টাখানেকের জন্য বিধানসভায় এসেছিলেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। শনিবারও সেই অবস্থাতেই এলেন পুরসভায়। অসুস্থতার জন্য বাজেটের প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠা পড়ে শোনান মেয়র। সকলকে বুঝিয়ে দেন গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোও। মেয়র পারিষদ ও কাউন্সিলরদের সঙ্গে বাজেট সংক্রান্ত বৈঠক করেন। এদিন এরপর দুপুরে বাজেট পেশ করেন।

তবে এদিন ঘাটতি বাজেট নিয়ে মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানান, ‘এই ঘাটতি বাজেট তো আজ হয়নি। অনেকদিন ধরে চলছে। প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা হয়ে গিয়েছিল। আমরা তা কিছুটা কমাতে পেরেছি। এই ব্যবধান ধীরে ধীরে আরও কমবে। আমি তো আর ম্যাজিক জানি না। আজ বলব কাল কমে যাবে।’ সঙ্গে এও জানান, বাজেট ঘাটতি হলেও কলকাতা পুরসভার লক্ষ্য হল সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দেওয়া। তবে এদিন পেনশন পাওয়ার ব্যাপারে যে কোনও সমস্যা হবে না সে ব্যাপারেও মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে আশ্বস্ত করতে দেখা যায়।

এদিকে পুরনিগমের এই ঘাটতি বাজেট নিয়ে সোচ্চার বিজেপি। কলকাতার বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষ বলেন, ‘নাগরিক পরিষেবার কোনও সমস্যা হবে না বলছেন মেয়র। কিন্তু উনি তো টাকা ছাপাতে পারবেন না। টাকা আসবে কোথা থেকে?’

মন্ত্রিত্ব হারানোর পরই জামিনের আবেদন করলেন জ্যোতিপ্রিয়

নিজস্ব প্রতিবেদন: মন্ত্রিত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে শুক্রবার। এরপরই শনিবার রেশন দুর্নীতি মামলায় জামিন চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। বিশেষ ইডি আদালতে এই আবেদন জানানো হয় বলে সূত্রে খবর। আদালত সূত্রে খবর, শনিবার মূলত দু’টি কারণ দেখিয়ে জামিন চেয়ে আবেদন করেন তিনি। আদালত সূত্রে এও খবর, একদিকে যেমন তাঁর আইনজীবী অসুস্থতার কারণ দর্শিয়েছেন, তেমনই রেশন দুর্নীতি মামলায় তাঁর মক্কেলের যোগ অস্বীকার করে আদালতে জানান। আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি জামিনের আবেদনের শুনানি রয়েছে।

এর আগে একাধিকবার জ্যোতিপ্রিয়র আইনজীবী আদালতে জানিয়েছিলেন, তিনি অসুস্থ। তাই তাঁর চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন কোনও সরকারি হাসপাতাল। কিন্তু একবারও জামিনের আবেদন করা হয়নি। এই প্রথম জামিনের আবেদন করলেন তিনি। প্রসঙ্গত, রেশন দুর্নীতি মামলায় গত ২৭ অক্টোবর রাজ্যের মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক গ্রেপ্তার করে ইডি। তাঁর বাড়িতে গিয়ে প্রায় ২১ ঘণ্টা ধরে তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদের পর রাত ৩ টে ২০ মিনিট নাগাদ তাঁকে গ্রেপ্তার করে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে যান ইডি আধিকারিকরা। সম্প্রতি এই মামলায় বাকিবুর রহমান নামে এক রেশন ডিলার গ্রেপ্তার হওয়ার পরই জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের নাম সামনে আসে।

এদিকে রেশন দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হওয়ার প্রায় সাড়ে তিন মাস পর মন্ত্রিসভা থেকে জ্যোতিপ্রিয়কে বরখাস্ত করেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সংবিধানের ১৬৬ (৩) অনুচ্ছেদ মেনেই রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে বন দপ্তর এবং পাবলিক এন্টারপ্রাইজ এবং শিল্প পুনর্গঠন দপ্তরের মন্ত্রিত্ব পদ থেকে অব্যাহতি দেন।

তামিলনাড়ুর বাজি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে মৃত ৯

চেন্নাই, ১৭ ফেব্রুয়ারি: তামিলনাড়ুতে বিরুধুনগর জেলায় বাজি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ৯ জন শ্রমিকের। আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। পুলিশ ও দমকল বাহিনীর সদস্যরা তাঁদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করেছে। উদ্ধারকাজের পাশপাশি বিস্ফোরণের কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে স্থানীয় প্রশাসন। স্থানীয়দের দাবি, বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে গোটা এলাকা ভূমিকম্পের মতো কেঁপে ওঠে। মূল কারখানাটি ছাড়াও লাগোয়া চারটি বাড়ি ধ্বংস্তূপে পরিণত হয়েছে। খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল ও পুলিশ। উদ্ধারকারীরা জানিয়েছেন, ঘটনাস্থলেই আগুনে পুড়ে মৃত্যু হয়েছে ওই সময় বাজি কারখানায় থাকা ৭ জন শ্রমিকের। চিকিৎধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে বাকি ২ জনের। অন্য আহতরা মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। ফলে মৃতের সংখ্যা বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ভেম্বাকোট্টাই এলাকার ওই বাজি কারখানার মালিক বিজয় নামের এক ব্যক্তি। তিনি জীবিত আছেন কিনা তা এখনও স্পষ্ট নয়। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, কারখানার কেমিক্যাল মিক্সিং রুমে বিস্ফোরণ ঘটেছিল। কীভাবে বিস্ফোরণ ঘটল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। উল্লেখ্য, গত বছরই তামিলনাড়ুর কৃষ্ণগীরি এলাকায় বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে ৮ জনের মৃত্যু হয়েছিল।

শেষ হল রাজ্য বিধানসভার বাজেট অধিবেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার শেষ হল হল রাজ্য বিধানসভার বাজেট অধিবেশন। ১২ দিনের এই অধিবেশনে ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরের বাজেট পেশের পাশাপাশি একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিল পাশ হয়েছে। শুরু থেকেই সন্দেশখালি-সহ নানা সাম্প্রতিক ইস্যুতে শাসক বিরোধী দ্বন্দ্বে বিধানসভা অধিবেশন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী-সহ ছয় বিজেপি বিধায়ককে সাসপেন্ড হতে হয়। অধিবেশনের শেষ লগ্নেও অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ তৃণমূল কংগ্রেসের পরিষদীয় নেতারা বিরোধীদের আচরণের সমালোচনা করেন। শনিবার অধিবেশনের শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপক প্রস্তাবে অধ্যক্ষ বলেন, 'বিরোধীদলের রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা থাকতেই পারে। কিন্তু বিধানসভার মর্যাদার কথা বিরোধীদের মাথায় রাখা উচিত। শৃঙ্খলা বজায় রাখা উচিত। সভার কাজ ব্যাহত করাটা কার্যত নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

এবার পুরো বাজেট অধিবেশনে তৃণমূল ও বিজেপি বিধায়কদের মধ্যে গোলমালে দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সহ ৬ বিজেপি বিধায়ককে সাসপেন্ড করেছিলেন অধ্যক্ষ। গত দুদিন অধিবেশনে যোগ দেননি বিজেপি বিধায়করা। সাসপেনশন তুলে নেওয়ার জন্য অধ্যক্ষের কাছে

অনুরোধ জানিয়েছিলেন বিজেপির মুখ্য সচেতক মনোজ টিগ্গা। এই প্রসঙ্গে অধ্যক্ষ বলেন, 'বিজেপি পরিষদীয় দল যদি এই নিয়ে নিয়ম মেনে প্রস্তাব আনতেন তাহলে আমি সবার মতামত নিতাম। কিন্তু ওঁরা বিধানসভায় কেন গত দুদিন থাকলেন না জানি না।' অধ্যক্ষের বক্তব্য, বিধানসভায় বিরোধীদের বেশি সুযোগ দেওয়া হয়। বিধানসভার বিরোধীদের জন্য। তিনি আরো বলেন, 'বিধানসভায় বিরোধীরা থাকবে না এটা বাঞ্ছনীয় নয়। আশা করবো পরের অধিবেশনে বিরোধীদের দায়িত্বশীল আচরণ করবে।' এদিন বিধানসভার বাজেট অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি ঘোষণা করেন অধ্যক্ষ। লোকসভা ভোটের জন্য পরিবেশন মুলতুবি করা হল বলে জানিয়েছেন তিনি। পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, বিরোধীরা সভায় না থেকে বাইরে গিয়ে হইচই করতে বেশি পছন্দ করেন। বিধানসভাকে কদর্য রূপ দিচ্ছে বিরোধীরা। সরকারপক্ষের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষও বিরোধীদের আচরণ দুঃখজনক বলে মন্তব্য করেন। যদিও অধিবেশনের শেষ দিনে আজ বিরোধী কোনও সদস্যই বিধানসভায় উপস্থিত ছিলেন না।অধিবেশনের শেষে মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের ধনধান্যে পুষ্পে ভরা গানটিতে সকলে গলা মেলান। এর পরে অধ্যক্ষ অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৫/০২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২২২০ নং এফিডেভিট বলে Suvendu Ganguly ও Shubhendu Ganguly S/o. Bhutnath Ganguly সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম-পদবী

আমি কানাই সরকার পিতা- ঁ কেশব সরকার ঠিকানা ঘূর্ণী কুমোর পাড়া পোষ্ট ঘূর্ণী পি.এস. কোতয়ালী জেলা-নদীয়া পঃবঃ ৬/২/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টে এফিডেভিটে কানাই সরকার ও কানাই লাল সরকার উভয়ে একই ব্যক্তি। আমার আসল নাম পাশপোর্টে আছে কানাই সরকার।

বিজ্ঞপ্তি

জেলা- নদীয়া, মোকাম নবদ্বীপের অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত
ম্যাট স্যুট নং ১৭১/২০২২
দরখাস্তকারী -রিয়া সেন,
-বনাম-
প্রতিপক্ষ -খোকন শীল,
বরাবর- খোকন শীল, পিতা-অমল শীল, সাং-ঠাকুরপুকুর, আনন্দনগর রোড, কোলকাতা- ৭০০ ০৬৩।
এতদ্বারা আপনাকে এই বিজ্ঞপ্তি দিয়া জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারী রিয়া সেন, স্বামী- খোকন শীল, পিতা-রঞ্জিৎ কুমার সেন, সাং-মাথাপুর রোড, শ্যামনগর, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, হিন্দু বিবাহ আইনের ১৩ ধারা মতে এক বিবাহ রদ রহিত ও বাতিলের প্রার্থনায় অত্র আদালতে দরখাস্ত করিয়াছেন। আপনার কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে অত্র আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।
অদ্য ইংরাজী তারিখে আমার স্বাক্ষর যুক্ত মতে দেওয়া হইল
আদেশানুসারে
Pratim Chowdhury
Bench Clerk
Addl. District & Sessions
Judge Nabadwip, Nadia
05/02/2024

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**
এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬
হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪
নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৮ ই ফেব্রুয়ারি, ৫ই ফাল্গুন । রবি বার। মহানবমী তিথি। জন্মে বৃষ রাশি, অষ্টত্তরী রবির মহাদশা, বিংশোত্তরী চন্দ্রর মহাদশা, মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : পারিবারিক জীবনে কিছু হতাশা সহ সতর্কতা অবলম্বন। যে বান্ধবকে বিশ্বাস করে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তার থেকে বিরূপ মন্তব্যে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। শ্বশুর বাড়ির দুই সদস্য আজ উপকারে আসবে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার কথা। ঋণ বিষয় বৃথা তর্ক বিবাদ। শিবাষ্টক মন্ত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : শুভ। যদি ধৈর্য ধরতে পারেন তবে, বিবাদের পরিণতি আপনার পক্ষে আসবে। যে সন্তানকে নিয়ে বিব্রত ছিলেন আজ তার মুখ থেকে সত্যতা জানতে পারবেন। ঋণ গ্রহণে বাধা। ব্যাংক ইন্সুরেন্স সম্পর্কিত বিষয় সতর্ক থাকা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারিদের উন্নতি কিছু যোগ তৈরী হবে। শ্রী শ্রী চন্ডীপাঠে শুভ।

মিথুন রাশি : প্রেমিক কে বিশ্বাস করে - সর্বস্ব দিয়েছেন, আজ তার আজ তার মুখ থেকে ঐ শব্দগুলি শুনবেন-ভেবেছিলেন কি? হঠাৎ ভুল বোঝাবুঝি, দাম্পত্যে বিবাদ। কেমন যেন প্রেমহীন দুনিয়া। প্রেমে বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের জন্যে দুশ্চিন্তা। যারা কর্ম প্রার্থী তাদের গুরুজনের উপদেশ অমৃত কাজে আসবে। মহাকালী জয়ন্তী মন্ত্র পাঠ।

কর্কট রাশি : পুরাতন বান্ধব দের থেকে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্যে দুশ্চিন্তা। বিবাহ বিষয় আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যোটক বিচার মেলেনি - দাম্পত্যে মঙ্গল দ্বারা মাঙ্গলিক। এ বিবাহে শান্তি কোথায়? সন্তানের বিদ্যালয় কিছু বিতর্ক। এক ছাত্রীর মায়ের দ্বারা বিবাদ ।আদ্যাস্ত্রত পাঠ শুভ।

সিংহ রাশি : নতুন উদ্যমে আবার, জমি - জমা - কৃষি জমিতে তে লাভ প্রাপ্তি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সামান্য আয় বৃদ্ধি। অসৎ বান্ধবকে আর ছলনাময়ী নারীকে চিনে নিন।পথের সাথী করে লগ্নী করতে চলেছেন, যে ব্যক্তি মদতদাতা তার কাছে সংকল্প প্রকাশ করা উচিত নয়। শিবশক্তি মন্ত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : বানিজ্যে শুভ। বিশেষত সাংবাদিক- লেখক - মুদ্রণযন্ত্র বিষয়ক সম্পর্ক যুক্ত তাদের তাদের অর্থ প্রাপ্তি ও সৌভাগ্য যোগ। কিছু বিষয়ে মুখ না খোলাতে সম্মান প্রাপ্তি। নিশ্চুপ ও হাসি, আজ কর্মযোগে শুভ। শিবতান্ডব স্রোত্র পাঠ করুন শুভ ।

তুলা রাশি : কর্ম সংকল্প গোপনে রাখা ভালো ।তিনি কি আপনার মনন শক্তিকে শ্রদ্ধা করেন? তিনি কি সত্যি আপনার আপনজন? তবে বৃথা তর্ক বিবাদ কেনো? বিদ্যালয় যে সমস্যা চলছে, সন্তানের কারণে - তার সমাধান করবেন আপনার প্রতিবেশী স্বজন। আদ্যাস্রোত পাঠে শান্তি।

বৃশ্চিক রাশি : আজ লগ্নিকরা অর্থ দ্বারা শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রতিবেশী তো সর্বদাই আপনার সঙ্গ চান। কিন্তু আপনি তাদের থেকে কেনো দূরে থাকছেন? বিবাহে মাঙ্গলিক দোষ, বিবাদ নিশ্চিত। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন - তিনিকি সত্যি আপনার আপনজন? শনিমন্ত্র পাঠ করুন।

ধনু রাশি : কর্মে উন্নতি র সুযোগ আছে। বানিজ্যিক শুভ। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। উচ্চবিদ্যা না বিদেশ যাত্রা করে যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চান-সুবর্ণ সুযোগ ।আজ সৌভাগ্য প্রতিবেশীর ঈর্ষা আপনাকে আরো জেদী করে তুলবে। গণেশ সঙ্কট নাশিনস্ত্রত্র পাঠ।

মকর রাশি : সুস্থতা বৃদ্ধি হবে। ধনলাভ। পরিবারে সতর্ক থাকা শুভ। বিত্তের সঠিক লগ্নিতে বুদ্ধির প্রয়োজন। সন্তানের কথায় সায় দিলে-বিতর্ক বাড়বে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যের দেওয়া পরামর্শের দ্বারা লাভ প্রাপ্তি । কালিমন্ত্র জপে শান্তি

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। কোনো আপন জনের রূঢ় বাক্য মনে কষ্ট দেবে। অযথা বিবাদ বিতর্ক। যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। অলংকার দ্রব্যের বানিজ্যে ধনলাভ। গৌরী মন্ত্র পাঠে শুভ।

মীন রাশি : বাড়ির পরিবেশে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে বিতর্ক। প্রতিবেশীর দুঃখ প্রাপ্তি। মন দিয়ে ভালোবেসেও মন পেলেন কি ? বৃথা ব্যায় বৃদ্ধি। দুর্গা মন্ত্র জপ করুন। বিদ্যার্থী দের সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

(আজ শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকুল চন্দ্র র তিরোধান তিথী। মহানন্দানবমী।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

কেন্দ্রের বাঁধা নিয়মে প্রকল্পের আওতায় আসতে পারছেন না আইসিডিএস কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রীয় বাজেটে ঢাকঢোল পিটিয়ে আইসিডিএস কর্মীদের আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের আওতায় আনার কথা ঘোষণা করেছে মোদি সরকার। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের বেঁধে দেওয়া নিয়মের কারণেই ওই প্রকল্পের আওতায় আসতে পারছেন না করা হলেও পদ্ধতিগত জটিলতার কারণে তারা ওই প্রকল্পের আওতায় আসতে পারছেন না আইসিডিএস কর্মীরা। কেন্দ্রের এই ঘোষণা আসলে আগাগোড়া ভাঁওতা বাজি বলে দাবি করেছেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য অভিযোগ করেছেন। শনিবার বিধানসভায় অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জুরি প্রস্তাবের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি কেন্দ্র ও রাজ্য বাজেটের তুলনা টানেন। সেখানে আয়ুষ্মান প্রকল্পের এই সীমাবদ্ধতার কথা তুলে ধরে অর্থমন্ত্রী বলেন, স্মার্ট ফোন থাকলে কেন্দ্রের আয়ুষ্মান প্রকল্পের সুযোগ পাওয়া যায় না। আবার প্রকল্পের কাজ সুচারুভাবে পরিচালনা করার জন্য কেন্দ্রের সরকারই আইসিডিএস কর্মীদের স্মার্ট ফোন ব্যবহার করতে হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই স্ব-বিরোধী নীতির ফলে আইসিডিএস কর্মীরা আয়ুষ্মান প্রকল্পের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ফলে অনেক বিজেপি শাসিত রাজ্য তাদের জন্য আলাদা প্রকল্প তৈরীর পথে হাঁটছে। তিনি বলেন, 'যে কথা ২০১৬ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভেবেছিলেন। এখন বাধ্য হয়ে সবাইকে সেই পথে হাঁটতে হচ্ছে।' উল্লেখ্য, রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের সুযোগ এরাজ্যের আইসিডিএস কর্মীরা পান। সেকারণে কেন্দ্রের আয়ুষ্মান প্রকল্প নিতে আগেই অস্বীকার করেছে রাজ্য।

এদিকে বিরোধীদের সমালোচনা জবাব দিয়ে অর্থমন্ত্রী জানান, লক্ষীর ভান্ডারের মতো প্রকল্পের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের হাতে নগদ যোগান বাড়ানো গিয়েছে। সেকারণে রাজ্যের অভ্যন্তরীণ গড় উৎপাদনও চার গুণের বেশি বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। অন্যদিকে, অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার কারণে রাজস্ব আদায় বেড়েছে ১০ গুণ। পঞ্চদশ অর্থ কমিশন রাজ্যের ঋণ নেওয়ার সীমা গড় অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ভিত্তিতে আরও দশমিক পাঁচ শতাংশ বাড়ানোর অনুমতি দিয়েছে। অর্থমন্ত্রী জানান, আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় না রাখলে কখনোই তারা এই অনুমোদন দিত না। তিনি জানান, রাজ্য সরকার নিজেদের নির্ধারিত পরিধির মধ্যে থেকেই ঋণ দিচ্ছে। বিরোধীদের জবাব দিতে গিয়ে চন্দ্রিমা বলেন, রাজ্য সরকার শুধু আবগারি শুল্কের ওপর ভিত্তি করে রাজস্ব আদায় বাড়াচ্ছে একথাও ঠিক নয়। উত্তর প্রদেশ, কর্নাটকের মতো বিজেপি শাসিত রাজ্য এমনকী পঞ্জাবেও এ রাজ্য থেকে আবগারি শুল্কের পরিমাণ অনেক বেশি বলে অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন।

রবিবার হাওড়া বিভাগে একাধিক ট্রেন বাতিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়া বিভাগের বেলুড় স্টেশনে রেল লাইনের রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ১৮ তারিখ রবিবার একাধিক লোকাল ট্রেন বাতিল করল রেল।

রবিবার বাতিল থাকা ট্রেনের তালিকা

বর্ধমান থেকে ৩৬৮১২, ৩৬৮১৪, ৩৬৮১৬ (হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইন)

বর্ধমান থেকে ৩৭৮১৮ (মেইন লাইন)

ব্যান্ডেল থেকে ৩৭২১২, ৩৭২১৪, ৩৭২১৬, ৩৭২১৮

তারকেশ্বর থেকে ৩৭৩১২, ৩৭৩১৪, ৩৭৩১৬

সিঙ্গুর থেকে ৩৭৩০৪

হাওড়া থেকে ৩৬৮১১,

৩৬৮১৩, ৩৬৮১৫, ৩৭২১১, ৩৭২১৩, ৩৭২১৫, ৩৭২১৯, ৩৭৩০৯, ৩৭৩১১, ৩৭৩১৩, ৩৭৩০৩, ৩৭৩৭১, ৩৭৮১৭

এছাড়াও ০৩০৫১ আপ হাওড়া-বর্ধমান কর্ড ঘুরপথে চলবে।

১২৩৪৬ গৌহাটি , হাওড়া সরাইঘাট এক্সপ্রেস (রবিবার দুপুরে ৩ টা ৩৮ মিনিটে বর্ধমান আসবে) , ট্রেনটি বর্ধমান , ব্যান্ডেল , হাওড়া হয়ে চলবে। যাত্রীদের অসুবিধার জন্য পূর্ব রেল দুঃখ প্রকাশ করেছে।

সাঁকরাইল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক থেকে ১০০ কেজির বেশি গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: পিঁয়াজের গাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণে গাঁজা উদ্ধার করে সাঁকরাইল থানার পুলিশ। ধূলাগড় সাঁকরাইল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে শুক্রবার গভীর রাতে পিঁয়াজের গাড়ি ঢোকে। পার্কের পাশেই সবজি মান্ডি থাকা সত্ত্বেও ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে ছোট হাতি গাড়ি থেকে থেকে পিঁয়াজ খালি করা হচ্ছিল। পার্কের নিরাপত্তা রক্ষীর সন্দেহ হয়। সেই খবর পুলিশকে দেওয়া হলে হাতে নাতে পাকড়াও হয় বস্তা ভর্তি গাঁজা । ড্রাইভার খালাসি সহ ৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের নাম বিনোদ কুমার (২৬) বাড়ি নিউটাউন, সলমান মোল্লা (২৪) সরিষা ডায়মন্ডহারবার, বিশ্বনাথ দাস (৪৯) বিজরপুর, উড়িষ্যা, গোরা খান (২৯) সরিষা ডায়মন্ডহারবার, সংগ্রাম পান্ডা (২৬) কেন্দুপাড়া, উড়িষ্যা।

তাদের হেপাজতে নিয়ে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আধিকারিকরা জানতে পারেন , ওডিশা থেকে এই গাঁজা ভর্তি গাড়ি নিয়ে আসা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া গাঁজার পরিমাণ প্রায় ১০৩ কেজি। যদিও এই ঘটনার সঙ্গে আর কারা যুক্ত আছে তাই নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে সাঁকরাইল থানার পুলিশ।

হাওড়াতে সরস্বতী পুজোর খাওয়া দাওয়াকে কেন্দ্র করে অশান্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়া বি গার্ডেনে স্বর্ণময় রোড এলাকায় সরস্বতী ঠাকুর পুজো পর ভোগ খাওয়ানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে অশান্তি। সূত্রের খবর শুক্রবার রাতে পুজার খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা হয়েছিল। সেই সময় অন্য একটি ক্লাবের বেশ কিছু ছেলেরা এসে সেখানে তাণ্ডব চালায়, তাদের চেয়ার ভেঙে দেয়। খাবারও ফেলে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে দুটি ক্লাবের ছেলেদের মধ্যে ঝামেলা হয়। তারা গাড়ি করে পালানোর সময় এই ক্লাবের অনুষ্ঠানে ভাঙচুর চালায় ও পালিয়ে যায়।

ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন কর্মরত বি গার্ডেন থানা পুলিশ আধিকারিকরা, তারা নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে ও স্থানীয় সিসিটিভির ফুটেজ সংগ্রহ করে অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছেন। যদিও এলাকার মানুষের

অভিযোগ, যখন অনুষ্ঠান চলছিল রাস্তার দু'ধারে ছোট থেকে বড় সকলে ভোগ খেতে বসেছিলেন তাঁরা, সেই সময় জোর করে গাড়ি চালিয়ে আসে ওই যুবকের দল। তারা এসে টেবিল ভাঙচুর করে। ঘটনার কথা জানতে পেরে অনেক পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে।

আইপিএলের আগে চমক, কেকেআরের ছেড়ে দেওয়া লিটনের কাছে নারাইন-রাসেল

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি কলকাতা নাইট রাইডার্সের গত কয়েক বছরের ভরসা সুনীল নারাইন এবং আন্দ্রে রাসেল। আইপিএলের আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজরে অভিজ্ঞ দুই অলরাউন্ডার পৌঁছে গেলেন বাংলাদেশে। কেকেআরের বাতিল লিটন দাসের দলের হয়ে বিপিএল খেলবেন তাঁরা।

ইংল্যান্ডের মঈন আলি এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজরে জনসন চার্লস ছিলেন আগে থেকেই। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স দলের শক্তি আরও বৃদ্ধি করল নারাইন এবং রাসেলকে নিয়ে। কেকেআরের দুই ক্রিকেটার শনিবার চট্টগ্রামে দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। আগামী সোমবার বিপিএলের ম্যাচে সিলেট স্ট্রাইকার্সের মুখোমুখি হবে কুমিল্লা। সেই ম্যাচে কেকেআরের ছেড়ে দেওয়া লিটনের দলের হয়ে মাঠে নামতে পারেন নারাইন এবং রাসেল।

নারাইন এর আগে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির টি-টোয়েন্টি লিগে খেলছিলেন। সেখানে ১০টি

ম্যাচ খেলে ৭টি উইকেট নিয়েছেন নারাইন। অন্য দিকে, রাসেল গিয়েছিলেন জাতীয় দলের হয়ে অস্ট্রেলিয়া সফরে। পার্থে টি-টোয়েন্টি সিরিজরে শেষ ম্যাচে ২৯ বলে ৭১ রানের ইনিংস খেলেছিলেন। এ বারই প্রথম নয়। গত বছর বিপিএলেও লিটনের নেতৃত্বে কুমিল্লার হয়ে খেলেছিলেন নারাইন এবং রাসেল।

এ বারের বিপিএলে এখনও পর্যন্ত ন'টি ম্যাচ খেলে সাতটিতে জয় পেয়েছে কুমিল্লা। তবে সেমিফাইনালে জায়গা নিশ্চিত হয়নি। আর ২ পয়েন্ট পেলেই শেষ চারে জায়গা পাকা হয়ে যাবে তাদের। প্রতিযোগিতার এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে নারাইন এবং রাসেলের মতো ক্রিকেটারেরা যোগ দেওয়ায় খুশি কুমিল্লা কর্তৃপক্ষ।

অমৃত ভারতের হাত ধরে রূপ বদল হতে চলেছে বালি স্টেশনের

আগামিদিনে এমনই রূপ পেতে চলেছে বালি স্টেশন ভবন।

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: বালি স্টেশন পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশনের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন যেখানে হাওড়া- বর্ধমান শাখার মেন ও কর্ড লাইনের সংযোগ স্থাপন করেছে। যার দরুন এই স্টেশন দিয়ে প্রত্যেকদিন বহুসংখ্যক যাত্রী যাতায়াত করেন। এছাড়াও এই স্টেশন থেকে বাবা কল্যাণেশ্বর মন্দির ছাড়াও বেলুর মঠও দর্শন করা যায়। বর্তমান স্টেশন ভবনটি শতাধিক বছরের পুরানো।

এই স্টেশনটিকে 'অমৃত ভারত যোজনার'-এর আওতায় আমূল সংস্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যার দরুন এই স্টেশনটি সংস্কারের জন্য ৬.৪৬ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে।

বর্তমানে স্টেশনটির আমূল সংস্কারের কাজ দ্রুত গতিতে চলছে। যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখে একদিকে যেমন স্টেশনটির ৪নং প্ল্যাটফর্মের নতুন শেড তৈরির কাজ চলছে অপরদিকে তেমনি ১নং প্ল্যাটফর্মে কোটা পালিশের মাধ্যমে ঝাঁ-চকচকে প্ল্যাটফর্মের মেঝে তৈরী হচ্ছে। এই নতুন রূপের বালি স্টেশনে যাত্রীরা যাতে স্বচ্ছন্দ্যে গাড়ি পার্কিং করতে পারেন, তারও ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এর ফলে যাত্রীরা সহজেই তাঁদের নিজস্ব গাড়ি পার্কিং করে ট্রেনে যাতায়াত করতে পারবেন।

এই স্টেশন সংস্কারের কাজ ৩১শে মার্চ, ২০২৪ এর মধ্যে শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে।

পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র বলেন, 'বালি স্টেশনটি সবদিক দিয়ে আধুনিক হয়ে উঠবে। এবং যাত্রী পরিষেবায় বড় ভূমিকা নেবে।'

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ৫ ফাল্গুন ১৪৩০ রবিবার

বাংলার বাড়ি প্রকল্পে বড় পদক্ষেপ রাজ্যের, এবার বাড়ি তৈরি করবে কেএমডিএ-ও

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শহরাঞ্চলের আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য সুখবর। রাজ্য সরকারের 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের পাশাপাশি এবার থেকে বাড়ি তৈরি করবে কেএমডিএ বা কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটিও। শনিবার রাজ্য বিধানসভায় এই বিল পেশ করলেন কলকাতার মেয়র তথা রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।

কেন্দ্রের আবাস যোজনা নিয়ে যখন রাজ্য-কেন্দ্র দ্বৈরথ অব্যাহত তার মাঝেই বাংলার বাড়ি প্রকল্পে বড় পদক্ষেপের পথে হাঁটতে চলেছে রাজ্য। আরও বেশি মানুষকে বাংলার বাড়ি প্রকল্পের আওতায় আনতে এবার থেকে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের পাশাপাশি কাজ করবে কেএমডিএ। শনিবার রাজ্য বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের শেষ দিনে এই বিল পেশ করলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী তথা কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

এই প্রকল্পে কেন কেএমডিএ-কে যুক্ত করা হল তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন মন্ত্রী। এই শহরের অধিকাংশ মানুষ ঠিকাপ্রজা সত্ত্ব পেয়ে বাস করছেন। তাদের ছোট ফ্ল্যাট তৈরি করে দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন ফিরহাদ হাকিম। এই সংশোধনীর আগে পর্যন্ত জমির দলিল হস্তান্তরের সমস্যা ছিল। তা মিটল বলেও এদিন জানিয়েছেন মন্ত্রী।

রেশন দুর্নীতির টাকা গিয়েছে কাপড়ের ব্যবসাতেও !

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রেশন দুর্নীতির টাকা কোন কোন খাতে কাজে লাগিয়ে তা সাদা করার চেষ্টা হয়েছে বা বিদেশে পাচার হয়েছে তারই তদন্ত চলছে। তাতেই ইডির ধারণা, শুধু সোনার ব্যবসা নয়, কাপড়ের ব্যবসার মাধ্যমেও রেশন দুর্নীতির টাকা বিদেশে পাচার হয়েছে।

ইডির হাতে ধৃত ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ দাসের মাধ্যমেই বাংলাদেশে এই টাকা পাচার হয়েছে কি না, তা নিয়ে তদন্ত চলছে। ইডির দাবি, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক আলাদাভাবে এমন কয়েকজন ব্যবসায়ী, যাঁদের আন্তর্জাতিক ব্যবসা ও বিদেশে অন্যান্য সংস্থা রয়েছে, তাঁদের রেশন বণ্টন দুর্নীতির টাকা পাচারের জন্য বেছে নিয়েছিলেন। এরকম আরও অন্তত চারজন ব্যবসায়ীর মাধ্যমে টাকা পাচার হয়েছে।

ধারণা ইডির

রেশন বণ্টন দুর্নীতিতে ধৃত বিশ্বজিৎ দাসকে শুক্রবার ব্যাঙ্কশালের বিশেষ ইডি আদালতে তোলা হয়। আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তাঁকে ইডি হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেন বিচারক। ইডির দাবি, বাংলাদেশে কাপড়ের ব্যবসা রয়েছে বিশ্বজিতের। ঢাকায় একটি নামী কাপড় বিপণির মালিক এই ব্যবসায়ী। সেই সূত্র ধরে কাপড় কেনাবেচার মাধ্যমেও রেশন বণ্টন দুর্নীতির টাকা দেশ থেকে দেশান্তরে যেতে পারে। পাচারের টাকা বাংলাদেশ থেকে দুবাই হয়ে কলকাতায় এসে পৌঁছয়। দুবাইয়ে বিশ্বজিতের তিনটি সংস্থার মধ্যে সোনা লেনদেনের কারবারের সংস্থাও রয়েছে। রেশনের চাল ও গম থেকে হাতিয়ে নেওয়া বিপুল টাকা সোনার মাধ্যমেও পাচার হয়েছে বিদেশে। বিশ্বজিতের ফোরেক্স সংস্থার মাধ্যমেও দুর্নীতির প্রায় সাড়ে তিনশো কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রায় পরিণত হয়েছে। এই টাকা পাচার হয়েছে হাওলায়। এই ব্যাপারে কয়েকজন হাওলা কারবারিরও সন্ধান চালাচ্ছেন ইডির গোয়েন্দারা। এদিন আদালতে বিশ্বজিতের আইনজীবী জানান, এই গ্রেপ্তারি বেআইনি। গ্রেপ্তারির পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ম অনুযায়ী, আমদানি রপ্তানির ব্যবসায় বাংলাদেশের টাকা মধ্য প্রাচ্য হয়েই কলকাতায় আসে। ২০০৪ সাল পর্যন্ত বিশ্বজিৎ শংকর আঢ্যর কর্মচারী থাকার পর ছেড়ে দেন। শঙ্করের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নেই। দুর্নীতির কিছুই তিনি জানেন না। আদালতে দেওয়া নথিতে শংকর আঢ্য ছাড়াও অন্য সাক্ষীর নাম 'পি টু' হিসাবে নির্ধারিত করা হয়েছে। তাঁর বয়ানের ভিত্তিতে বিশ্বজিৎ দাসকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অথচ সে বললেই তা কি বিশ্বাস করতে হবে? পিএমএলএ আইনে 'প্রোটেক্টেড সাক্ষী'র কথা বলা নেই।

বিশ্বজিৎ ফোরেক্সের ব্যবসা করেন। তিনি কেন দুর্নীতি করবেন? ইডির আইনজীবী আদালতে জানান, তাঁরা যে সাক্ষীর নামই খোলসা করেছেন, তাঁকে অন্য ব্যক্তিরা প্রভাবিত করেছেন। তিনি সাক্ষ্য দিতে চান না বলে আবেদন জানিয়েছেন। তাই এখন সাক্ষীদের ছদ্মনাম দেওয়া হচ্ছে।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শনিবার সকালে হাসপাতাল থেকে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। সুকান্ত বেসরকারি হাসপাতাল থেকে ছুটি পাওয়ার কিছুক্ষণ আগেই বিজেপির জাতীয় অধিবেশনে যোগ দিতে কলকাতা থেকে দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেন দিলীপ ঘোষ এবং শমীক ভট্টাচার্যরা।

গত বুধবার সন্দেশখালিতে যাওয়ার পথে বাধা পায় বিজেপির প্রতিনিধি দল। নতুন করে ১৪৪ধারা জারি হওয়ায় টাকির হোটেলে আটকে দেওয়া হয় সুকান্ত মজুমদারকে। তবে কার্যত পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে হোটেলের অন্য গেট দিয়ে সরস্বতী প্রতিমা হাতে বেরিয়ে পড়েন সুকান্ত। ইছামতীর পাড়ে প্রতিমা রেখে শুরু হয় পুজো। কিন্তু এর পরই পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পুলিশের গাড়ির বনেটের উপর উঠে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি রাজ্য সভাপতি। গাড়িও এগোতে পিছতে শুরু করেন পুলিশকর্মীরা। প্রবল ঝাঁকুনিতে মাটিতে পড়ে যান সুকান্ত। যদিও বিজেপির দাবি, পুলিশই ফেলে দেয়

তাঁকে। এরপরই সংজ্ঞা হারান সুকান্ত। পুলিশের গাড়িতে করে তাঁকে বসিরহাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। ওই বেসরকারি হাসপাতালে নিউরো ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিটে ভর্তি ছিলেন তিনি। তাঁর সিটি স্ক্যান করা হয় পেটে, বুকে, মাথায়, ঘাড়ে ও স্পাইনাল কর্ডে। পাশাপাশি স্যালাইন, অক্সিজেন এবং পেন কিলার দেওয়া হয়। দীর্ঘক্ষণ তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি। তবে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই তাঁর শারীরিক অবস্থা উন্নতি হতে শুরু করে। শুক্রবার সুকান্তকে দেখতে ওই বেসরকারি হাসপাতালে যান মিঠুন চক্রবর্তী এবং সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। এরপরের দিনই ছুটি মিলল সুকান্তর।

খড়দার রাসখোলা গঙ্গার ঘাট থেকে ব্যবসায়ীর মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শুক্রবার সন্ধের পর থেকে নিখোঁজ ছিলেন টিটাগড় পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের মিলনগড় এলাকার বাসিন্দা তাপস সেনগুপ্ত ওরফে বাবুয়া (৫৪)। শনিবার সকালে খড়দার রাসখোলা গঙ্গার ঘাটের কাছে তাঁর মৃতদেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে খড়দা থানার পুলিশ পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, ইদানিং ধার-দেনায় জর্জড়িত হয়ে পড়েছিলেন পেশায় 'নির্মাণ' ব্যবসায়ী বাবুয়া। তার জেরেই গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে বাবুয়া আত্মঘাতী হয়েছেন। অন্য দিকে টিটাগড় পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শ্যামা পারভিন বলেন, ফেসবুকে তিনি দেখেছেন তাঁর ওয়ার্ডের বাসিন্দা বাবুয়া দা নিখোঁজ। পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে তিনি জানতে পারেন বাবুয়া দা অর্থনৈতিক সমস্যার কারনে মানসিক

অবসাদে ভুগছিলেন। এদিন সকালে রাসখোলা গঙ্গার ঘাট থেকে পুলিশ তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। গোটা ঘটনার তদন্তে খড়দা থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, একদা সিপিএমের সক্রিয় কর্মী ছিলেন নির্মাণ ব্যবসায়ী বাবুয়া। প্রায় দু'বছর আগে টিটাগড় টাটাগেটে তৃণমূলের জেলা কার্যালয়ে অনুষ্ঠানিকভাবে লাল ঝান্ডা ছেড়ে ঘাসফুলে তিনি যোগ দিয়েছিলেন।

নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে খাদ্য ও উদ্যান পালন দপ্তরের বিশেষ উৎসব। সবজি নিয়ে উৎসবে বিক্রেতারা। ছবি: অদিতি সাহা

শিয়ালদহে সমস্ত ট্রেন ১২ বগির করার ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: যাত্রীদের প্রবল ভিড় সামাল দিতে শিয়ালদহ উত্তর ও মেন শাখায় সমস্ত ট্রেন ১২ বগির করা হবে। তারই কাজ শুরু হচ্ছে আজ, রবিবার থেকে। প্রথম ধাপে শিয়ালদহ স্টেশনের ১, ২, ৩, ৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মগুলির উন্নয়ণ ও সম্প্রসারণের কাজ শুরু হবে। পাশাপাশি আরও কিছু স্টেশনের দৈর্ঘ্যও বাড়ানোর প্রয়োজন। তার কাজও চলবে সমান তালে, জানিয়েছে পূর্ব রেল।

উত্তর শাখায় ১৮৬টি আপ ট্রেনের মধ্যে ৮৮টি বারো বগির চলে। ১৮৮টি ডাউন ট্রেনের মধ্যে ৮৮টি ১২ কোচের ট্রেন চলে। সব ট্রেন যাতে ১২ কোচের হয়,

সেজন্যই এই পদক্ষেপ বলে রেল জানিয়েছে। শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় প্রায় সব ট্রেনই ১২ বগির। উত্তর শাখায় অধিকাংশ ট্রেনই ৯ কামরার হওয়ায় যাত্রীদের সমস্যা হয়। সব ট্রেন যাতে ১২কোচের হয়, সেজন্যই এই পদক্ষেপ বলে রেল জানিয়েছে।

সরস্বতী পুজোর ভাসানে যেতে দেননি মা, অভিমানে 'আত্মহত্যা'!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সরস্বতী পুজোর ভাসানে যেতে দেননি মা। বলেছিলেন সামনেই পরীক্ষা। সরস্বতী পুজোয় ছাড় মিলেছে সারা দিন। এবার বই নিয়ে বোস।

তাতেই অভিমানে আত্মঘাতী হল নবনালান্দা স্কুলের নবমের ছাত্রী। ঘর থেকে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের পর পরিবারের দাবি মেয়ে আত্মহত্যা করেছে। ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ঘটনাটি বেহালার। পুলিশ সূত্রে খবর, নবনালান্দার এই ছাত্রীর নাম সৃজনী দালাল। জানা গিয়েছে, সরস্বতী পুজোয় বন্ধুদের সঙ্গেই আনন্দ, হুল্লোড় করেছিল সে। কিন্তু পরের দিন পাড়ার সরস্বতী পুজোর ভাসানেও যেতে চেয়েছিল মেয়ে। কিন্তু তখন বকাবকি করেন মা। পড়তে বসার কথা বলেছিলেন। তাতেই চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে নবনালান্দা স্কুলের দশম শ্রেণির ওই ছাত্রী।

পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বেহালা বাসিন্দা দশম শ্রেণির ছাত্রী সৃজনী গত পরশু দিন পাড়ার সরস্বতী পুজোতে ছিল। বাড়ির লোক জানাচ্ছে, সারাদিন বন্ধুদের সঙ্গে বাইরেই ছিল সে। রাতে বাড়ি ফেরে। কিন্তু সেদিন আর তাঁরা কিছু বলেননি। পরের রাতেও পাড়ার সরস্বতী পুজোর ভাষণে যেতে চেয়েছিল সৃজনী। কিন্তু তার মা বকাবকি করেন ও ভাসানে যেতে দেননি। কারণ, সামনেই পরীক্ষা। তাই পড়তে বসতে বলেছিলেন। শুক্রবার দুপুরে মা ডাকলে সাড়া পাননি। গিয়ে দেখেন ঘরে দরজা বন্ধ রয়েছে। সন্দেহ হলে দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে দেখেন সিলিং ফ্যানে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছে সৃজনী। তড়িঘড়ি তাকে বিদ্যাসাগর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। ইতিমধ্যে বেহালা থানার পুলিশের তরফ থেকে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলার রজু হয়েছে।

বরানগরে চারতলার আবাসন থেকে 'মরণঝাঁপ' মহিলার!

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বরানগরে এক মহিলার অস্বাভাবিক মৃত্যু হল। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, আবাসনের চার তলা থেকে পড়ে মৃত্যু। কীভাবে মৃত্যু খতিয়ে দেখছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে অনুমান আত্মঘাতী হয়েছেন মহিলা। মৃতার নাম সবিতা ঘোষ (৪৫)।

শুক্রবার সন্ধেয় ঘটনাটি ঘটেছে বরানগর পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের আমবাগান এলাকায়। পুলিশের দাবি, মানসিক অবসাদে ওই মহিলা আবাসনের চারতলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সন্তোষপুরের বাসিন্দা সবিতা ঘোষ বরানগর আমবাগান এলাকায় দিদি সরস্বতী দাসের বাড়িতে বেড়াতে

এসেছিলেন। সবিতা দেবী বহুদিন ধরে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। এদিন আচমকা ভারী কিছু পড়ার আওয়াজ পেয়ে মৃতের দিদি ও অন্যান্য আবাসিকরা ছুটে আসেন। দেখেন, রক্তাক্ত অবস্থায় নীচে পড়ে রয়েছেন সবিতা। তৎক্ষনাৎ তাঁকে উদ্ধার করে কলকাতার আরআরশজি কর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ঠিকা শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: একটি নির্মীয়মাণ বহুতলে কাজ করার সময় মৃত্যু হল এক ঠিকা শ্রমিকের। প্রাথমিকভাবে অনুমান, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। শনিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে ব্যারাকপুর মসজিদ মোড়ে। মৃত শ্রমিকের নাম শিবু বেরা (৩৯)। তাঁর বাড়ি নীলগঞ্জে। ঘটনাস্থলে কর্মরত অন্যান্য শ্রমিকরা জানান, মোটরটি কোনওভাবে বডি কারেন্ট হয়ে গিয়েছিল। সেই মোটর ধরতেই শিবু বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। তাঁকে ব্যারাকপুর বিএন বসু মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ধরা পড়েছে দুই অনুগামী

আইনজীবী মারফৎ ফের আগাম জামিনের আবেদন শাহজাহানের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অনুগামী উত্তম সর্দার ও শিবু হাজরা ধরা পড়েছে। তবে পুলিশের অলক্ষে মূল অভিযুক্ত আড়াল থেকেই আগাম জামিনের আবেদন চেয়ে আবেদন করে যাচ্ছেন। এখনও অধরা সন্দেশখালির দাপুটে তৃণমূল নেতা শাহজাহান শেখ। একাধিকবার আইনজীবী মারফৎ আদালতের কাছে একাধিক আবেদন জানিয়েছেন শাহজাহান। তার রকমসকম দেখে ইডির আইনজীবী তাঁকে বাংলার লাদেন বলেও কটাক্ষ করেছেন।

সেই শেখ শাহজাহান আগাম জামিন চেয়ে বারাসত আদালতের দ্বারস্থ। সশরীরে নয়। আইনজীবী মারফৎ আগাম জামিন চেয়ে আবেদন করেছেন তৃণমূল নেতা শাহাজান শেখ। গত ৫ জানুয়ারি তাঁর বাড়িতে তল্লাশি অভিযানের সময়ে ইডি আধিকারিকদের ওপর হামলার ঘটনায় আধিকারিকদের দায়ের করা মামলায় আগাম জামিনের আবেদন জানালেন শেখ শাহজাহান। ২৬ ফেব্রুয়ারি বারাসত আদালতে এই মামলার শুনানি। ঘটনার ৪৪ দিন পার হয়েছে। তার দুই 'হাত' উত্তম ও শিবু ধরা পড়লেও, এখনও অধরা শেখ শাহজাহান।

তার মধ্যে আরও একবার আগাম জামিনের আবেদন জানালেন

শেখ শাহজাহান। এর আগে রক্ষাকবচ চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন শেখ শাহজাহান। তিনি আদালতে আর্জি জানিয়েছিলেন, '২ দিনের রক্ষাকবচ দিন, আজই হাজিরা দেব'। কিন্তু তাতে স্বস্তি মেলেনি শাহজাহানের। সেই মামলায় ইডি-র তরফ থেকে সওয়াল করা হয়েছিল, এত ভয় পাচ্ছেন কেন? এ তো, 'ঠাকুর ঘরে কে, আমি কলা খাইনি' মন্তব্য করেন ইডি-র আইনজীবী। মেলেনি আগাম জামিনও।

৫ জানুয়ারি রেশন দুর্নীতি মামলায় শেখ শাহজাহানের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছিলেন ইডি আধিকারিকরা। সে সময়ে শাহজাহানের বাড়ির দরজা তালা ভাঙতে গিয়ে গ্রামবাসীদের হামলার মুখে পড়তে হয় আধিকারিকদের। অভিযোগ ওঠে, হাজার হাজার গ্রামবাসী লাঠি, বাঁশ, লোহার রড নিয়ে তেড়ে এসেছিলেন তাঁদের দিকে। কলাবাগান দিয়ে দৌড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছিলেন সিআরপিএফের সদস্যরা। দুই ইডি আধিকারিকের মাথাও ফেটে যায়। সেখান ইডি-র ল্যাপটপ লুঠেরও অভিযোগ ওঠে।

আগামী সপ্তাহ থেকে পাকাপাকি শীত বিদায় !

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দু'দিনের জন্য সামান্য শীতের আমেজ ফিরছে। তবে সেটাই শেষ। আগামী সপ্তাহেই দক্ষিণবঙ্গ থেকে পাকাপাকি বিদায় নেবে শীত এমনটাই জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর।

রবিবার সকালে কুয়াশার সম্ভাবনা। মালদহ ও দুই দিনাজপুরে ঘন কুয়াশার সতর্কতা। আগামী ১ দিনে তাপমাত্রা এক থেকে দুই ডিগ্রি কমবে দক্ষিণবঙ্গে। পশ্চিমের জেলাগুলিতে আরও কিছুদিন শীতের আমেজ। তবে দক্ষিণবঙ্গে আগামী সপ্তাহ থেকেই বসন্তের আবহাওয়া বাংলায়। সকাল-সন্ধ্যা হালকা শীতের আমেজ আর দিনের বেলায় উষ্ণতার ছোঁয়া। আগামী সপ্তাহে ক্রমশ চড়বে পারদ। ফলে কার্যত শীতের বিদায় পর্ব শুরু আগামী সপ্তাহ থেকেই। কলকাতার আবহাওয়া সম্পর্কে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস

দু'দিন পর দিন ও রাতের তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করবে। পরবর্তী তিন দিনে অন্তত দুই থেকে তিন ডিগ্রি তাপমাত্রা বাড়তে পারে বলে অনুমান আবহাওয়াবিদদের। বঙ্গোপসাগরে বিপরীত ঘূর্ণাবর্তের জেরে উপকূলের জেলাগুলিতে আগামী সপ্তাহে হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা।

এদিকে কলকাতায় শনিবার সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৮.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রা। শুক্রবার বিকেলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৮.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। বাতাসে জলীয় বাষ্পের সর্বোচ্চ পরিমাণ ৬০ থেকে ৯৫ শতাংশ। আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা শহরে তাপমাত্রা থাকবে ১৮ থেকে ২৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ফের সোম মঙ্গলবার থেকে আবার ঊর্ধ্বমুখী হবে তাপমাত্রা। রাতের তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং দিনের তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে থাকবে কলকাতায়। আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। সোমবার থেকে আবহাওয়ার পরিবর্তন। বঙ্গোপসাগরে বিপরীত ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে উপকূলের তিন জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং উত্তর ২৪ পরগনা জেলার কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা।

তবে উত্তরবঙ্গে এখনও কিছুটা শীতের আমেজ। ১৮ ফেব্রুয়ারি, রবিবার পর্যন্ত শুষ্ক আবহাওয়া উত্তরবঙ্গে। ২০ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার থেকে ফের দার্জিলিং ও কালিম্পং-এর পার্বত্য এলাকায় আবহাওয়া পরিবর্তনের সম্ভাবনা। সঙ্গে রয়েছে হালকা থেকে মাঝারি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস।

সম্পাদকীয়

‘অন্নদাতাদের’ চরম দুর্দশার মধ্যে রেখে উৎপাদন বৃদ্ধির পথে একপাও এগনো সম্ভব নয়

ইন্দিরা জমানা অস্তগামী হওয়ার প্রায় তিন দশক বাদে ক্ষমতায় এলেন নরেন্দ্র মোদি। তিনি প্রথমেই খারিজ করে দিলেন অসাম্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের দর্শন। সওয়াল করলেন গরিবকে নিয়ে লোক দেখানো মাতামাতির বিরুদ্ধেও। অর্থাৎ মোদিযুগে এসে যুগপৎ খারিজ হয়ে গেল নেহরু ও ইন্দিরার রাষ্ট্রভাবনা। মোদিতন্ত্রে শুধুই জায়গা পেল ‘উন্নয়ন’। তিনি খোয়াব দেখালেন ‘উন্নয়নশীল’ ভারত শীঘ্রই ‘উন্নত’ দেশগুলোর পংক্তিতে গিয়ে বসবে! এমন উন্নয়নচিন্তা;শুধু জিডিপি বৃদ্ধি সর্বস্ব; কিছু ঝাঁ চকচকে রাস্তা, ব্রিজ, ফ্লাইওভার, মেট্রোরেল, বহুতল বিল্ডিং আর শপিংমল-মাল্টিপ্লেক্সে ভরা কিছু নগর, উপনগরীতেই আচ্ছন্ন। সেখানে নিয়ন্ত্রণে সরকারের হাত একেবারেই খাটো এবং সাধনা কেবলই বেসরকারিকরণের চূড়ান্ত দৌরাত্ম্যের। পিছিয়ে পড়া মানুষজন উদ্বৃত্ত বা ছাঁট জাতীয় প্রসাদ নিশ্চয় কিছু পাবে, এবং তাদের খুশি থাকতে হবে সেটুকু নিয়েই। তার মধ্যে সামাজিক সুরক্ষার দাবিগুলো যে সমস্ত প্রকারে উপেক্ষিত হবে তা বলাই বাহুল্য। তার মানে এটাই দাঁড়ায় যে; জিডিপির বিপুল বৃদ্ধিতেও প্রকৃত উন্নয়ন অধরাই থেকে যাবে। কারণ গরিব ও মধ্যবিত্তের আনুপাতিক ভাগ তাতে সামান্যই। এই ধারার বৃদ্ধিতে ধনীদের সঙ্গে বাকিদের ব্যবধান আরও চওড়া হতে থাকে। পরিণামে একটা সময় জনমানসে অসন্তোষ বাড়ে এবং চরম আকার নিতেও দেরি হয় না। কে না জানে, উৎপাদনের আসল কারিগর পুঁজি নয়, সমাজের একেবারে নিচুতলার কোটি কোটি মানুষ। তারা বিরূপ হলে উৎপাদনে ধাক্কা লাগাটাই স্বাভাবিক। আর তখনই কমে আসে জোগান। বাড়তে থাকে জিনিসপত্রের দাম। একটা সময় সবই হয়ে ওঠে অগ্নিমূল্য। এমন সমস্যা ভারতের মতো বিপুল জনসংখ্যার দেশে প্রকট হয়ে পড়ে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি। কোনও সন্দেহ নেই, ভারত আজ এই ‘ভিসিয়াস সার্কেল’-এর মধ্যে পড়ে গিয়েছে। কিন্তু ‘অমৃতকাল’-এ দাঁড়িয়ে মোদি সরকারের পক্ষে তা মেনে নেওয়া সত্যিই কঠিন। তাই সংসদে দাঁড়িয়ে স্বয়ং অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনকে দাবি করতে হয়েছে ‘সব ঠিক হ্যায়’! তবে জিনিসের দাম নিয়ে কোথাও যদি কোনও বিচ্ছিন্ন সমস্যা হয়ে থাকে তার দায় কেন্দ্রের নয়, রাজ্য সরকারগুলোর (শুধু মুখ ফুটে আলাদা করে ‘সিঙ্গল ইঞ্জিন’ সরকারগুলোর নাম নেননি তিনি)! অবশ্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই তত্ত্ব আগেই খারিজ করে দিয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পর্যবেক্ষণেই এবার সিলমোহর দিলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা। ভি অনন্ত নাগেশ্বরণের বক্তব্য, মূল্যবৃদ্ধি বাগে আসেনি। এজন্য তিনি দায়ী করেছেন উৎপাদনের স্বল্পতাকে। বিশেষত, খাদ্যপণ্যের চাহিদার সঙ্গে তার জোগান পাল্লা দিতে পারছে না। উৎপাদন বৃদ্ধির উপায় নিয়েই সরকারকে ভাবার পরামর্শ দিয়েছেন এই অর্থনীতিবিদ। ‘অন্নদাতাদের’ চরম দুর্দশার মধ্যে রেখে দিয়ে যে উৎপাদন বৃদ্ধির পথে একপাও এগনো সম্ভব নয়, তা এই সরকারকে কে বোঝাবে? ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি) চেয়ে এখনও মার খেতে হচ্ছে কৃষকদের!

জন্মদিন

আজকের দিন

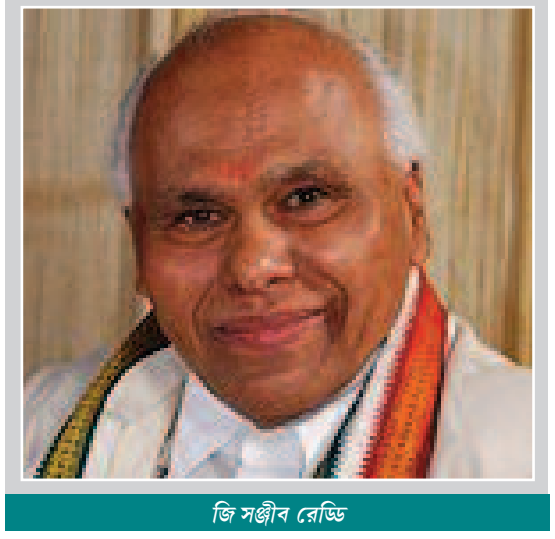

জি সঞ্জীব রেড্ডি

১৮৯৪ *বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী রফি আহমেদ কিদওয়াইয়ের জন্মদিন।*
১৯৩০ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জি সঞ্জীব রেড্ডির জন্মদিন।*
২০০২ *বিশিষ্ট শুটার মানু ভাকেরের জন্মদিন।*

ভাইরাসের সন্ধানে

বিশ্ব রঞ্জন গোস্বামী

ভাইরাস আজ এক বিশেষ পরিচিত শব্দ বিশেষ করে বগত কোভিড-১৯ এর সংক্রননের পর থেকে।বিভিন্ন রোগের পরজীবী হিসাবে ভাইরাস মানুষ বা অন্য জীব দেহে সংক্রামিত হয় ও রোগের সৃষ্টি করে। কিন্তু মজার ব্যাপার এই বিভিন্ন ভাইরাসগুলি তাদের পোষকের সাথে সূক্ষভাবে সুরক্ষিত, তবে তাদের মিউটেশনগুলি এমন স্ট্রেন বা জাত তৈরি করতে পারে যা কোন প্রানী থেকে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পরতে পারে। বোল্ডার ইউনিভার্সিটি অফ কলোরাডোর বায়োফ্রন্টিয়ার্স ইনস্টিটিউটের একজন ভাইরোলজিস্ট সারা সোয়ার,উনি ব্যাখ্যা করেছেন যে কিভাবে নানা প্রানীদের ভাইরাস মানুষকে সংক্রামিত করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় ও তিনি এই উদ্বেগের প্রতি বিশেষ আলোকপাত করেছেন।

প্রানী ভাইরাস কিভাবে মানুষকে সংক্রামিত করে?

বেশিরভাগ প্রানীর ভাইরাস মানুষকে সংক্রামিত করতে পারে না। আবার আমরা অনেক সময়েই নানারকম ভাইরাসের সংস্পর্শে আসি ও তাদের বেশির ভাগই সরাসরি আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারে না। তবু আমরা প্রানী ভাইরাস দ্বারা সংক্রামিত ও রোগের শিকার হই। তাহলে প্রানী ভাইরাস কিভাবে মানুষকে সংক্রামিত করে?আমাদের ক্ষতি করার জন্য একটি ভাইরাসকে আমাদের কোষের ভিতরে একটি পথ ধরে চলতে হয়,তাই এটি তাদের নিজের থেকে আরও কিছু তৈরি করার জন্য আমাদের কোষকে একটি আধার বা কারখানা হিসাবে ব্যবহার করতে পারে। এটি করার জন্য প্রানী ভাইরাসগুলিকে বেশ কয়েকটি কৌশল অবলম্বন করতে হয়।প্রথমত,ভাইরাসদের আমাদের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার বা ইমিউন সিস্টেমের সমস্ত দিক এড়াতে হবে। এটা কিন্তু কোন সহজ কাজ নয়!দ্বিতীয়ত, তাদের আমাদের কোষে প্রতিলিপি তৈরি করা দরকার। কিন্তু এটি খুব বিরল যে একটি ভাইরাস যা একটি প্রানী পোষকের নির্বাচনী চাপের অধীনে বিকশিত হচ্ছে এবং তা কেবল একজন মানুষের মধ্যে হঠাৎ করে বিকশিত হতে সক্ষম হবে।

প্রানী ভাইরাস সাধারনত কি মানুষের কোষে প্রতিলিপি তৈরি করতে পারে?

ভাইরাসগুলি নিজেদের প্রতিলিপি তৈরি করতে শত শত পোষক বা হোস্ট প্রোটিনের সাথে যোগাযোগ করে। প্রানী ভাইরাস এই প্রোটিনের প্রানী সংস্করন ব্যবহার করার জন্য অভিযোজিত হয়,তবে তা মানুষের সংস্করন নয়।যাহোক, বিরল দৃষ্টান্তে যে কোন প্রানীর ভাইরাস মানুষের কোষে এমনকি দূর্বলভাবে হলেও প্রতিলিপি তৈরি করতে পারে।এটি কিন্তু বেশ উদ্বেগের বিষয় যে মূহুর্তে আপনার শরীরে একটি ভাইরাস প্রতিলিপি তৈরি করতে সক্ষম হবে তার মানে আপনার কাছে একটি ভাইরাস রয়েছে যা বিবর্তিত হতে পারে। ভাইরাসগুলি তাদের জিনোম অনুলিপি তৈরি করে এমন ত্রুটিগুলি বিবর্তনের পথে এগিয়ে নেয়ার জন্য।একটি প্রতিলিপিকারী প্রানীর ভাইরাসে মিউটেশন হতে পারে যা এটি সেই মানব কোষকে প্রতিলিপি তৈরির জন্য ব্যবহার করতে বা মানব প্রতিরক্ষা এড়াতে আরও কার্যকর ভূনিকা পালন করে। একবার প্রানীর ভাইরাস মানুষের মধ্যে থাকলে প্রাকৃতিক নির্বাচন মিউটেশনের পক্ষে কাজ করবে যা ভাইরাসকে সফল করে। কিছু প্রানী ভাইরাস মানুষের মধ্যে প্রতিলিপি তৈরি করতে অনেক বার মিউটেশন ঘটাতে পারে ও রুপান্তরিত হতে পারে।

প্রানীর ভাইরাস মানুষের শরীরে ঝাঁপিয়ে পড়ার কাছাকাছি কিনা তা কি করে বোঝা যাবে?

কোন ভাইরাসগুলি মানুষের মধ্যে বিকাশ লাভ করতে সক্ষম হওয়া থেকে এক চুল দুরে তা বোঝার জন্য বা ভাইরাসটির কতকগুলো বাধা অতিক্রম করতে হবে। আবার কতকগুলি ভাইরাল প্রতিলিপি গঠনের পদক্ষেপগুলি মানুষের মধ্যে কাজ করছে না এবং কিছু ক্ষেত্রে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার ব্লক সক্রিয়।উদাহরনস্বরুপ আমরা প্রথমে দেখতে পারি যে ভাইরাস প্রবেশ লাভের জন্য মানব কোষে একটি রিসেপ্টর নিযুক্ত করতে পারে কিনা তার একটি উপায় হল প্রানী পোষকের কাছে থেকে একটি সেল লাইন নেওয়া, ভাইরাসটি যে রিসেপ্টটি ব্যবহার করে তা ছিটকে দেওয়া এবং এটিকে মানুষের সংস্করন দিয়ে প্রতিস্থাপন করা।যদি দেখা যায় ভাইরাসটি এখনও স্বাভাবিক স্তরে প্রতিলিপি করতে পারে, তার মানে এটি মানুষের রিসেপ্টরকে ঠিকভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম। আমরা যদি প্রত্যাশিত প্রতিলিপির ৫০ শতাংশ পাই তবে এটি মানব সংস্করন ও এই ভাইরাসের জন্য কাজ করে,তবে এটি আদর্শ নয়।আবার যদি আমরা কোন প্রতিলিপি দেখতে না পাই তার মানে ভাইরাসটি এখনও কোন রিসেপ্টর ব্যবহার করতে পারে না। দেখতে হবে প্রতিটি প্রোটিনের সাথে সেই প্রক্রিয়াটি পুনরাবৃত্তি করতে পারে কিনা যা এই ভাইরাসটি অবশ্যই প্রতিটি কাজের জন্য গুরুত্বপূর্ন হতে পারে,একটি সময়ে তাদের প্রতিস্থাপন করে।

বানরজাতীয় বা প্রাইমেটদের সংক্রামিত ভাইরাস বিশেষ আগ্রহের বিষয়। প্রাইমেটরা আমাদের মত একটি শারীরবৃত্তীয় পরিবেশ প্রদান করে, তাই আমরা প্রাইমেট ভাইরাসগুলিকে বারবার মানুষের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখি। জিকা ভাইরাস,এইচআইভি,বা ডেঙ্গু ভাইরাস সবই প্রাইমেটদের থেকে এসেছে।বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি সিমিয়ান আর্টেরিভাইরাস নামক ভাইরাসের একটি পরিবার নিয়ে গবেষনা করছেন,যার সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়।এই ভাইরাসগুলির সিমিয়ান ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাসগুলির সাথে অদ্ভুত মিল রয়েছে যা এইচআইভি ও এইডস মহামারীর জন্ম দিয়েছে। এইচআইভির মত এই সিমিয়ান আর্টেরিভাইরাসগুলি মানুষের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লে অত্যন্ত প্রানঘাতী হতে পারে।

আমাদের এই সম্পর্কে কি করা উচিত?

আমাদের মানুষের মধ্যে আর্টেরিভাইরাস সংক্রমনের জন্য পর্যবেক্ষন করা দরকার যা আগে কখনও করা হয়নি। উদাহরণস্বরুপ বিজ্ঞানীরা আফ্রিকার অঞ্চলের লোকেদের রক্ত পরীক্ষা চালাতে পারেন। যেখানে প্রাইমেটরা স্থানীয়ভাবে আর্টেরিভাইরাস দ্বারা সংক্রামিত হয় কিনা,কারও কাছে অ্যান্টিবডি আছে কিনা, যদি তা করা হয় তবে এটি পূর্ববর্তী সংক্রমনের বিষয়ে অনেক তথ্য জানা যেতে পারে। দূর্ভাগ্যক্রমে এই ভাইরাসগুলির জন্য এখনো কোন অ্যান্টিবডি পরীক্ষা নেই ও আরোও গবেষনা দরকার।

কৃষক আন্দোলনের ভবিষ্যত

তন্ময় কবিরাজ

১৮৫৭ সালে যখন মহাবিদ্রোহ হয়েছিল তখন তার আঁচ উত্তরপ্রদেশ, বিহার, বাংলায় পড়লেও পাঞ্জাবে কিন্তু সেই ঝড় সেভাবে আছড়ে পড়েনি। আজ পাঞ্জাব হরিয়ানার কৃষকরা দিল্লি চলো বলে প্রতিবাদ করলেও বাংলার কৃষকরা কিন্তু নীরব। আরো ভালো করে বললে, পূর্ব ভারত চুপ যদিও এখানেই নতুন করে সবুজ বিপ্লবের সম্ভাবনা রয়েছে বলে অনেক আগেই তার ঘোষণা হয়ে গেছে। আন্দোলনের যা শর্ত তাতে পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলো ওই সব প্রতিবাদী কৃষকদের পাশে দাঁড়ানোর দরকার ছিল। এমএসপির জন্য সরকারি প্রতিশ্রুতির দাবি, কৃষি ঋণ মকুব, স্বামীনাথন কমিটির প্রস্তাব বাস্তবায়িত করার দাবি। জাতীয়তাবোধ বা সংহতির বোধ থাকলে ছবিটা অন্য রকম কিছু হতো। আসলে ভারতের গনতন্ত্রের আঞ্চলিক দলগুলির প্রাধান্য এতোটাই যে আঞ্চলিক দলের মদত ছাড়া কেউ রাস্তায় নামবে না। চেতনা বা বিবেক শুধু আদর্শবাদের কথার মত শুনতে ভালো লাগে। কেন্দ্র সরকার এটা ভালো করে জানে বলেই কৃষিমন্ত্রী অর্জুন

মুন্ডা ছাড়া কেউ তেমন মুখ খুলছে না। তিনি তাঁর বক্তব্যে সরকারের অবস্থান বুঝিয়ে দিয়েছেন, ‘সমস্ত স্টকহোল্ডারদের সঙ্গে কথা না বলে এখনই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে না।’ মোদি সরকারের রাজনীতির এটাই নিয়ম, সমস্যার সময় নীরব থাকো। সময়ের হাতেই ছেড়ে দাও। মণিপুরের সময়ও দেখা গেছে, দেশে বিদেশে চাপ, পার্লামেন্ট মুলতবি হওয়া সত্বেও মোদি কিন্তু নীরব।তাই এতো ঠান্ডার মধ্যেও প্রশাসন যখন ড্রোনে টিয়ার গ্যাস, জল কামান দিয়ে কৃষকদের আটকানোর চেষ্টা করছে, মোদি তখন আবু ধাবিতে বসে হিন্দু মন্দিরের উদ্বোধন করছেন। এ যেন শাহাজানের রাজত্বকাল! উন্নয়নে ফানুসে মানুষের আর্তনাদ! মোদি নিজে বিতর্কের জন্ম দেন, নিজের মতো করে সংবিধান, ইতিহাসের ব্যাখা দেন কিন্তু বিরোধিদের প্রতিবাদে তিনি বা তাঁর দল কোনো মন্তব্য করে আন্দোলনকে আরোও সক্রিয় হবার সুযোগ দেননা। বিরোধিরা যতোই চিৎকার করুক, মোদি জানেন, এক পক্ষ চুপ থাকলে আর এক পক্ষ এমনিতেই চুপ হয়ে যাবে। তিনি গান্ধীবাদীর মত অতি সহনশীল নন, বরং প্রতিক্রিয়াহীন উদাসীন ঢঙে বিরোধিদের সব অভিযোগ উড়িয়ে দিতে পারেন। মন্তব্য করে কাউকে গুরুত্ব দিতে তিনি একদম চান না। বিরোধিরা যতোই চিৎকার করুক, ভোটের আগে তার কোনো প্রভাব পড়বে না। তাই কৃষক আন্দোলনের সাফল্য কতটা হবে তার উত্তর সময় দেবে। বিরোধিদের অনেকে পাঞ্জাব যাবার কথা বলে শুধু কৃষকদের পাশে থাকতে চায় তাই নয়, একই সঙ্গে বিরোধী শক্তিগুলোর মধ্যে তারা নিজেকে ফার্স্ট পারসন প্রমাণ করে বাকি বিরোধী দলগুলোর উপর চাপ তৈরি করতে চায়। একশো দিনের কাজের বকেয়া টাকা দাবিতে কেন্দ্রের কাছে আবেদন করে রাহুল গান্ধী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন গলাতে চাইলেও, তিনি তা এখনও করতে পারেননি। রাহুল গান্ধী ন্যায় আদর্শের ভাববাদী রাজনীতি করতে গিয়ে কংগ্রেস দলেরই ক্ষতি করছেন। কংগ্রেস নিজেকে এমন জায়গায় নিয়ে গেছে যে কেউ আর গুরুত্ব দিচ্ছে না। এর জন্য দায়ী কংগ্রেস নিজে। রাহুল গান্ধীর অনেক সাফল্য,বিশেষ করে দক্ষিণে কংগ্রেস দল বিজেপির মত প্রচার করে জনমত তৈরি করতে পারেনি। তাই দিল্লীতে আপ বলছে তারা কংগ্রেসকে মাত্র একটা আসন ছাড়তে রাজি। উত্তর প্রদেশেও এখনও আসন রফা হয়নি। সোনিয়া গান্ধী রাজ্যসভায় যাবার পরে তাঁর আসনে প্রিয়াঙ্কা না অন্য কেউ সেটাও খোলসা করেনি কংগ্রেস। সবাই কংগ্রেসকে ছাপিয়ে নিজেরা বড়ো হতে চাইছে, যেটা দেশ বা ভারতীয় গনতন্ত্রের পক্ষে সুখকর নয় কারণ, আঞ্চলিক দলগুলোর বর্তমান যা অবস্থা তাতে সামনের লোকসভা ভোটে কেউ নিজের রাজ্য বাদে ভিন রাজ্যে বিশেষ সুবিধা করতে পারবে না। কংগ্রেস থাকলে সর্ব ভারতীয় ক্ষেত্রে ঐক্য বজায় থাকবে। না হলে গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতে তৈরি হবে।এই সহজ সত্যটা সবাই বুঝতে পারলেও দেউলিয়া রাজনীতির স্বার্থে সবাই চুপ করে আছে। শুধু রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বেড়ালে হবে না, মানুষের আবেগকে জুড়ে দিতে হবে তবেই ন্যায় যাত্রা সফল হবে।বামদল গুলোর সক্রিয় মনোভাব চোখে পড়ছে না। কৃষক স্বার্থ এখানে বিষয় নয়, কৃষক আন্দোলনকে ইস্যু করে নিজেদের ভোট বাড়াতে হবে। মোদি সরকার এবারের বাজেটে কৃষি কল্যান প্রকল্পে ১.২৭লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে।সরকার কৃষিতে স্থায়ী সমাধানের পরিবর্তে রাজনীতির চমক জারি রাখছে, যা পাঞ্জাব হরিয়ানার কৃষক বুঝতে পারায় আগুনটা সেখান থেকেই বারবার জ্বলছে। সবুজ বিপ্লবের পরে ফলন বাড়লেও জমির উপর চাপ বাড়ে। মোদি রাম মন্দির স্থাপনের মাধ্যমে সারা ভারতে যে আবেগ তৈরি করেছেন, বিরোধীরা কৃষক আন্দোলনকে সেই জায়গায় নিয়ে যেতে পারবে না। কারন, রাম মন্দিরের নেপথ্যে ছিল মোদীর ভোট অস্ত্র আর ইগোর লড়াই। কৃষক আন্দোলনকেও বিরোধিরা অস্ত্র করতে পারতো যদি তারা একজোট হতে পারত।বিরোধিদের অসংহতির ফায়দা তুলবে বিজেপি।বিরোধিরা একত্রিত হবার পরিবর্তে একে অপরকে টক্কর দিতেই ব্যস্ত।তাই নিজ রাজ্য ছেড়ে অন্য রাজ্যে ফায়দা তুলতে চাইছে।রাজনৈতিক ভরসা ছেড়ে কৃষক আন্দোলনকে সফল হতে হলে কৃষকদেরকেই একজোট হতে হবে। ২০২০ সালের কৃষক আন্দোলনেও ঐক্যের ছবি দেখা যায়নি। এবারও দেখা যাবে না। দিল্লিতে নির্ভয়া কান্ডের পরে সারা দেশে যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল তাতে ফৌজদারি আইনের অনেকাংশ সংশোধিত হয়েছিল। ভারতে কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস দেখলে বোঝা যায়, সেগুলো মূল আন্দোলনের সমান্তরালে হাঁটতে পারেনি। বরং মূল আন্দোলনের একটি কারন হয়েই থেকে গেছে। কৃষক আন্দোলন তখনই সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে যখন রাজনীতি বা ধর্ম জুড়ে গেছে। ভারতের ইতিহাস রাজনৈতিক আন্দোলনকে যে গুরুত্ব দিয়েছে, কৃষক অর্থনীতিকে ততটা প্রাধান্য দেয়নি।সরকার দয়া দাক্ষিণ্য করে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বা কিছু সামাজিক প্রকল্প ঘোষণা করে আন্দোলনের আগুনে জল ঢেলে দিয়েছে। কৃষক আন্দোলনের আইরনি এটাই, কৃষক আন্দোলনকে হাতিয়ার করে অনেক সময় বিভিন্ন মতবাদ আদর্শ যেমন রাজনীতিতে জন্ম হয়েছে, তেমনি কিছু নেতা কৃষক আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়ে রাতারাতি সেলিব্রেটি হয়ে সক্রিয় রাজনীতিতে নাম লিখিয়েছে।সংবিধানের ৪৮নং ধারায় রাষ্ট্রকে কৃষিতে নজর দেবার কথা বলা হয়েছে। ভারতীয় অর্থনীতিতে কৃষির অবদান ১৭শতাংশ। প্রথম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনাতে কৃষিতে জোর দেওয়া হয়। ১৯৭০আগে ভারত সে ভাবে কৃষিতে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারেনি। কৃষিতে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী। কৃষি ভারতের ৫০শতাংশ কর্মসংস্থান,১৫, শতাংশ জিডিপি।জমি বন্টন, সারের দাম বৃদ্ধি, প্রযুক্তি, বাজার মূল্য, কৃষি ঋণ - এসব সমস্যার সমাধান না করে মানুষের নজর ঘোরাতে চরণ সিং বা স্বামিনাথনকে ভারত রত্ন দেওয়ার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবেই। মাদার টেরেসা তাঁর ‘নোবেল লেকচার’ প্রবন্ধে বলেছিলেন, ঘরের মানুষ অসুখী রেখে বাইরের মানুষকে সুখী করা যায় না। শেক্সপিয়ারের ক্ষ্মআস ইউ লাইক ইটক্ষ্ম নাটকে শাসক অলিভার বারবার হত্যা করতে চেয়েছে প্রজা অরল্যান্ডোকে।কেউ চাইবে না তার প্রতিযোগী বাড়ুক। তাই শাসকের ভয়ে প্রজা চলে যায় ফরেস্ট অফ আর্দেনে। শাসকের মানসিকতার পরিবর্তন হবে না, যদিও শেক্সপিয়ারের নাটকে অলিভারের বিবেক জাগরিত হয়েছিল। কেনেডি বলেছিলেন, অর্থনীতিতে কৃষকই এক মাত্র ব্যক্তি।

ছোট দলের বড় কাজ প্রশংসাযোগ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: সম্প্রতি হাওড়া ভোলাগিরি কলা মন্দির মঞ্চে মঞ্চস্থ হল হাওড়া নাট্যজনের দুঃসাহসিক প্রযোজনা ‘স্বচ্ছকাঁটা’। নাটকের বিষয় বস্তুর মূল সূত্রটি উপসাগরীয় যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে অস্ট্রেলিয়ার নাট্যকার এলেক্স ব্রাউন এর ‘তেল আভিভ ডিস্কো বম্বিং’ শীর্ষক ৫ মিনিট সময়সীমার অণু নাটক থেকে সংগৃহীত। কিন্তু নাট্যকার সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় এই মূল উপাদানকে সম্পূর্ণ দেশীয় ভাবনায় জাড়িত রেখে একটি স্বতন্ত্র স্বকীয় নাট্য নির্মাণ করেছেন। এই নাটক প্রবলভাবে সমকালীন আজকের সময় দাঁড়িয়ে এইরকম একটি নাটক নির্বাচন করার জন্য নির্দেশক অজয় সাউ অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখেন। এটা সত্যি যে বর্তমান সংবাদপত্রগুলোতে যা পড়ি তা হয়তো খানিকটা সত্যি খানিকটা সত্যির মতো এই ক্ষ্মমতোক্ষ্ম অংশ টুকুতে ইয়োলো জার্নালিজমের ছোঁয়া থাকতে পারে। পত্রের নিরপেক্ষতা আজ প্রশ্নের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন সংবাদপত্র বিভিন্ন শ্রেণির পৃষ্ঠপোষ-পোষকতা করে। যার ফলে সংবাদপত্র নির্ভীক সত্যি কথা বলে এটাও এই পরিস্থিতিতে ‘ওই বোধ হয়’ শ্রেণীভুক্ত! যার ফলে নির্ভীকভাবে সত্যিটা আজ অস্বচ্ছ থেকে যায়। তবুও আমাদের সমাজের শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত বা শিক্ষানুরাগী মানুষ যারা আজও সকালে চায়ের চুমুক দিতে দিতে সংবাদপত্রের অক্ষরগুলো মস্তিষ্কে প্রক্ষেপণ করার চেষ্টায় বিরত হই না। এবার ফিরে আসি নাটকের প্রযোজনার কথায় তরুণী সাংবাদিক পৌলোমি সেনের চরিত্রে মৌসুমী সাউ এর অভিনয় বাচনভঙ্গি মঞ্চে বিচরণ এক কথায় মুগ্ধ করেছে দর্শকদের। দৈনিক সকালের পত্রিকার নিউজ এডিটর ড. বাসুদেব ভট্টাচার্য বাস্তবে পেশায় একজন অধ্যাপক হলেও নাটকে তার চরিত্রে ফুটে উঠেছে সত্যিকারের এক নিউজ এডিটর। ড.বাসুদেব ভট্টাচার্যের সংলাপ উচ্চারণ এক কথায় মুগ্ধ করেছে। নাটকের চরমসীমা যাকে আমরা ‘ক্লাইম্যাক্স’ বলে থাকি সেই রকম গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় কিভাবে একজন উচ্চপদস্থ আধিকারিক নিজের সাথে লড়াই করতে করতে ভেঙে পড়েছেন অংশুমান সান্যাল এর চরিত্রে বাসুদেববাবু যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন। ড্রাইভারের চরিত্রে বিপ্লব মন্ডল আর একটু যত্নশীল হওয়া উচিত। অজয় সাউ এর মঞ্চ, আবহ ও নিপুন নির্দেশনায় নাটকটি অন্য মাত্রায় এনে দিয়েছে।

সুশান্ত বাগের আলো যথাযথ । নাটক ‘গতিশীল জীবন্ত বিষয়’ বর্তমান সময়কে নাটকের মাধ্যমে তুলে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছে হাওড়া নাট্যজন নাটকের বিষয়ে নির্বাচন ও সংলাপ রচনায় নাট্যকার সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় অনবদ্য এই ধরনের একটি দুঃসাহসিক প্রযোজনা করার জন্য অজয় সাউকে ধন্যবাদ। আগামী দিনে আরও সুনিপুণভাবে দর্শকের মনোরঞ্জন দেওয়ার বিষয়ে হাওড়া নাট্যজন প্রয়াসী হবে এবং বাংলার মঞ্চকে সমৃদ্ধ করতে ‘স্বচ্ছ কাঁটা’ দিশারী হবে এই আশা রাখতে পারি।

পুস্তক পরিচয়

সাবধান কেউ আছে ওখানে

সত্যব্রত কবিরাজ

ভৌতিক ঘটনার বিষয়ে সকলেরই একটা ভয়মিশ্রিত অতিআগ্রহ থাকে। বাঁটুল দি গ্রেট যেভাবে ভূতেদের শায়েস্তা করে সেটা অবশ্য অন্যদের ক্ষেত্রে খাটে না। কারণ বাঁটুল ভূতেদের দেখতে পায়। কিন্তু অন্যরা ভূতেদের আলো আঁধারীতে যা দেখে সেটা না দেখারই সামিল বা চোখের ভুল বলে বিরেচনা করাই যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন যুক্তিবাদী মানুষজন। তবে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও ভূতের বাসায় গিয়ে হাজির হয়েছিলেন বলে তাঁর জীবনী থেকে জানা যায়। সোদপুরের কাছে গঙ্গার ধারে এক মন্দিরের পাশে এক ভবনে থাকার সময় ঠাকুরের উপস্থিতি ভূতেরা সহ্য করতে পারছিল না। এজন্য ঠাকুর তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে সে স্থান ত্যাগ করেছিলেন। তবে ভূতের অস্তিত্ব আছে বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে, যাবেই তা বলা যায় না, কারণ বিজ্ঞান নির্ভর জগতে তাদের অস্তিত্বের প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত বিশ্বাস করা বা করানো মুস্কিল।

এখানে ‘সাবধান কেউ আছে ওখানে’ গল্পপুস্তিকার লেখক দীপক রায় একজন ইঞ্জিনিয়ার হয়ে জাহাজে জাহাজে কাজ করার সুবাদে এমন অনেক ঘটনার মুখোমুখি হয়েছেন যেগুলির পিছনে কোনও যুক্তি নেই কিন্তু তিনি সে সব হাঙ্গামার মধ্যে পড়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। লেখক তাঁর কাজের সুবাদে জাহাজে জাহাজে নানান দেশে ঘুরেছেন। জাহাজেই তিনি ভৌতিক ঘটনার কবলে পড়েছেন সেগুলিকে তাঁর নিজের মতো করে তুলে ধরেছেন। লেখার মধ্যে সাবলীলতা খুব একটা না থাকলেও সুখপাঠ্য। ভূতের অস্তিত্ব তিনি প্রতিষ্ঠা করেই ছেড়েছেন।

এপ্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত উপন্যাসের শ্রীকান্তর গভীররাতে ভূতের অস্তিত্বহীনতার প্রমাণে বন গমন এবং রাজলদীর দূত হিসেবে প্রতিনিধি প্রেরণের কাহিনি সকলের স্মরণ আছে নিশ্চই। সেখানে শরৎচন্দ্র ভূতের অনুভবের যে বর্ণনা করেছেন তা অনন্য এবং অনবদ্য। জমিদারের সভায় পরের সন্ধ্যায় তার বর্ণনা দেওয়ার মুন্সিয়ানা শরৎচন্দ্রের পক্ষেই সম্ভব।

আলোচ্য গ্রন্থটিতে তিনটি গল্প রয়েছে। ‘ সাবধান কেউ আছে ওখানে’; ‘আন্দামানের জাহাজে পিশাচের হানা’; ‘নিশীথের গুঞ্জন’।

সাবধান কেউ আছে ওখানে
লেখক : দীপক রায়
প্রকাশনা : আনন্দ প্রকাশন
মূল্য : ১৮০ টাকা।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

পরীক্ষা শেষ হতেই প্রেমিকের সঙ্গে পালাল নাবালিকা, উদ্ধার করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আলাপ পুরাতন মালদার এক যুবকের সঙ্গে। এরপরই পরীক্ষা শেষ হতেই কলকাতা থেকে পুরাতন মালদা প্রেমিকের বাড়িতে পালিয়ে এল এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। পরিবারের অভিযোগের পরিপেক্ষিতে কলকাতা পুলিশের হস্তক্ষেপে এবং মালদা পুলিশের সহযোগিতায় শনিবার ওই ছাত্রীকে উদ্ধার করা হয় পুরাতন মালদা থানার মঙ্গলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বলাতুলি এলাকা থেকে। আর এই ঘটনাকে ঘিরেই সংশ্লিষ্ট এলাকায় তুমুল চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। উদ্ধার হওয়া ওই নাবালিকা মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে আদালতের নির্দেশ মেনেই পরিবারে হাতে তুলে দেওয়ার কথা জানিয়েছে পুরাতন মালদা থানার

পুলিশ। পাশাপাশি অভিযুক্ত প্রেমিককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ ওই স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কলকাতার টালিগঞ্জের বাসিন্দা ওই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। তিন বছর আগে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে পুরাতন মালদা থানার মঙ্গলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চলের বলাতুলি এলাকায় ৩৩ বছর বয়সি এক যুবক বিশ্বজিৎ বর্মনের সঙ্গে পরিচয় হয়। তাদের মধ্যে প্রণয়ের সম্পর্ক তৈরি হয়। মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হতেই বিশ্বজিতের হাত ধরে মালদায় পালিয়ে আসে ওই ছাত্রী। এদিকে মেয়ের খোঁজ না পেয়ে কলকাতা পুলিশের দ্বারস্থ হন নিখোঁজ ছাত্রীর পরিবারের লোকেরা। কলকাতা পুলিশের তদন্তকারী দল নিখোঁজ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সামাজিক মাধ্যম খতিয়ে দেখার পর জানতে পারে ঘটনার পিছনের মালদার যোগসূত্র রয়েছে। এরপর মালদা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে কলকাতা পুলিশ। পুরাতন মালদা পুলিশের তৎপরতায় অবশেষে নিখোঁজ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী উদ্ধার হয়।

আরামবাগে চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগে রোগীর মৃত্যু, ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আবারও চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগে রোগীর মৃত্যু ঘিরে হাসপাতাল চত্বর উত্তপ্ত হয়ে উঠল। ঘটনাটি ঘটেছে, আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজে ও হাসপাতালে। রাতে ইমার্জেন্সি বিভাগে ভাঙচুর চালানো হয়। পরিবারের সদস্যরা চিকিৎসার গাফিলতি ও দুর্ব্যবহারের অভিযোগ তুলেছেন। মৃতের নাম মহুয়া বিবি (৫০)। বাড়ি পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের হোরপুরে। পরিস্থিতি সামলাতে বিশাল পুলিশ বাহিনী নামানো হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। হাসপাতালে চিকিৎসার গাফিলতিতে বারবার মৃত্যুর অভিযোগ ঘিরে প্রশ্ন উঠছে। অসুস্থ মহুয়া বিবিকে শুক্রবার সন্ধ্যায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকরা এগারোটার সময় মৃত্যুর কথা জানায়। এরপরেই পরিবারের সদস্যরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। ইমার্জেন্সি বিভাগে ভাঙচুর চালানো হয়। পরিস্থিতি সামলাতে বিশাল পুলিশ বাহিনী ছুটে আসে। পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করেন, রোগীর অবস্থা খারাপ হতে থাকলে চিকিৎসক ও নার্সদের বিভাগে দেখা পাওয়া যায়নি। বিনা চিকিৎসায় ওই প্রৌঢ়া মারা যান। নাতনি পায়েল খান বলেন, আমার নানী সন্ধেবেলায় বাড়িতে বমি করেন। টোটো করে সন্ধে সাতটার সময় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। একজন নার্স ইঞ্জেকশন দেন। এরপরেই নানী বুকে জ্বালা করছে বলে জানান। চিকিৎসকদের ডাকার জন্য বিভাগে থাকা নার্সদের বারবার আবেদন করা হয়। কিন্তু কোনও চিকিৎসক আসেনি। এরপরে নার্সদেরও আর দেখা যায়নি। নানী বিনা চিকিৎসায় চোখের সামনে মারা গেলেন। নামী হাসপাতালে নিয়ে এসেও যদি চিকিৎসা পরিষেবা না মেলে তাহলে আমরা কোথায় যাব। এই মৃত্যু আমরা কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। স্বামী সবুর আলি খান বলেন, চিকিৎসা কর্মী ও নার্সরা আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। চিকিৎসা না পেয়ে আমার স্ত্রী মারা গেলেন। তারপরেও দেখলাম

সন্দেশখালিতে শুরু জনসংযোগ কর্মসূচির নতুন পর্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: বিরোধীরা লোকসভা নির্বাচনের আগে সন্দেশখালি নিয়ে বাজার গরম করতে চাইছে। চাইছে নতুন করে উত্তেজনা ছড়াতে। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে রাজ্য সরকার মানুষের স্বার্থে নীরবে কাজ করে চলেছে। তারই এক পদক্ষেপ হিসেবে রবিবার থেকে সন্দেশখালি ১ ও সন্দেশখালি ২ ব্লকে সমস্যা সমাধান জনসংযোগ কর্মসূচির নতুন পর্যায় শুরু হচ্ছে। ১৮ থেকে ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই ৫ দিন ধরে চলবে একাধিক ক্যাম্প। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের তরফে এই অভিনব উদ্যোগের ফলে এলাকার সাধারণ মানুষ নানা জনহিতকর প্রকল্পের সুবিধার আবেদন সহ তাদের জমি সংক্রান্ত সমস্যার অভিযোগ বা সেই সংক্রান্ত সমাধানের আবেদন এই বিশেষ শিবিরগুলিতে জমা দিতে পারবেন। প্রশাসনের এই উদ্যোগের ফলে সন্দেশখালির মানুষ বিশেষ উপকৃত হবেন। রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সন্দেশখালির মানুষ।

ইংরেজবাজারের পৃথক এলাকায় দুটি খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ইংরেজবাজারে পৃথক দুটি এলাকায় নৃশংসভাবে খুন হলেন দু'জন। শনিবার সাতসকালে এই জোড়া খুনের ঘটনাকে ঘিরেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এলিন সকালে আমবাগান থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় মৃতদেহ। ঘটনাটি ঘটেছে ইংরেজবাজার থানার পাতালচন্ডী এলাকার। মৃত ব্যক্তির নাম সুর রহমান (৪৮)। তার বাড়ি কালিয়াচক থানার সুজাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চামাগ্রাম বাগানবাড়ি এলাকায়। অন্যদিকে ইংরেজবাজার শহরের কুলিপাড়া এলাকায় ভাইকে খুনের অভিযোগ উঠেছে দাদার বিরুদ্ধে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথম ঘটনাটি ঘটেছে ইংরেজবাজারের পাতালচন্ডী এলাকায়। পুকুর পাহারার কাজ করতেন তিনি। শনিবার সকালে পুকুরের পাশে আম বাগান ওই ব্যক্তির রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। গলা কেটে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। মৃতের শরীরে ধারালো অস্ত্রে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তবে কি কারণে এই খুন তা এখনো জানা যায়নি। এই ঘটনায় দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়ে মৃতদেহ ভ্যানে নিয়ে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে বিক্ষোভ স্থানীয় গ্রামবাসীরা। পরে পুলিশি আশ্বাসে অবরোধ উঠে যায়। মৃতের মেয়ে আলিমা খাতুন জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন থেকে পুকুরে নৈশ্য প্রহরির কাজ করতেন তার বাবা। এদিন রাতেও তিনি পুকুর পাহারায় ছিলেন। শনিবার সকালে তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। কারও সঙ্গে বাবার কোনও বিবাদ ছিল না। অন্যদিকে একইদিনে ইংরেজবাজারের কুলিপাড়া এলাকায় ভাইকে খুনের অভিযোগ উঠেছে দাদার বিরুদ্ধে। মৃতের নাম চন্দু পাসোয়ান (২১)। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বড় ভাই বিকাশ পাসোয়ান শুক্রবার রাতে মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফেরে।সেই সময় পাপন পাসোয়ান নামে আরেক ভাইয়ের সঙ্গে বিকাশের বিবাদ বাঁধে। দুই ভাইকে ছাড়াতে যায় চন্দু। অভিযোগ, সেই সময় বিকাশ চন্দুকে চাকু মারে। এদিকে একই দিনে ইংরেজবাজারের জোড়া খুন হওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দুইটি মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কুলিপাড়া এলাকায় এই খুনের ঘটনায় বিকাশ সহ পরিবারের তিন সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। জেলা পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, দুইটি জায়গাতে ইংরেবাজার থানার পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। ময়নাতদন্তে মৃতদেহ দুটি পাঠানো হয়েছে। তবে কি কারণে খুন তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

প্রায় ৫৫১ বছর ধরে নির্দিষ্ট জায়গায় শতাধিক গ্রাম্য পরিবারের মাঠ রান্না আরামবাগে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: প্রায় ৫৫১ বছর ধরে হুগলির আরামবাগের গৌরহাটির পৈশাড়া গ্রামে একটি নির্দিষ্ট জায়গা চলে আসছে মাঠ রান্না। এই বছরও ব্যতিক্রম হল না। ফাল্গুনী মাসের যে কোনও শনিবার অথবা মঙ্গলবারে ভারতের প্রাচীন দেব-দেবীদের মধ্য অন্যতম শীতলার আরাধনাকে কেন্দ্র করে এই মাঠ রান্না হয়ে থাকে। স্থানীয় মানুষের দাবি,প্রায় পাঁচ শতাধিক বছর ধরে রীতি মেনে এই পুজো ও মাঠের রান্না হচ্ছে। গ্রামের প্রতিটি পরিবার এই দিন এক জায়গায় জোড়ো হয় এবং একই জায়গায় রান্না করে খাওয়া দাওয়া করে। রীতি অনুযায়ী একই জায়গায় কয়েক হাজার মানুষ এক সঙ্গে মাঠে বসে খাওয়া দাওয়া করে বলে এই অনুষ্ঠানের নাম দেওয়া হয়েছে মাঠ রান্না। তবে গুটি বসন্ত, জলাতঙ্ক, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি রোগ থেকে বাঁচতেই মা শীতলার আরাধনা করা হয়। উল্লেখ্য যাঁরা মনে করেন, শীতলা নিতান্তই গ্রামের অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের আরাধ্য স্থানীয় দেবদেবীর এক জন। তাঁদের হয়তো জানা নেই, তিনি গোটা ভারতেই পূজিত হন। কেবল দক্ষিণ ভারতের কিছু এলাকায় তাঁর পুজো হয় না। কারণ সেখানে সর্বার্থসাধিকা দেবী মারিয়াম্মার রাজত্ব। স্কন্দপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের মতো কয়েকটি প্রাচীন পুরাণে শীতলার কথা আছে। সেখানে তাঁকে গুটিবসন্তের (স্মল পক্স) নিয়ন্তা হিসেবে দেখানো হয়েছে। যজ্ঞের আগুন থেকে তাঁর উদ্ভব, এবং ভগবান ব্রহ্মা কেবল তাঁকে নয়, তাঁর সহচর জ্বরাসুরকেও পুজো করার জন্য মানবজাতিকে উপদেশ দিয়েছিলেন।

পঞ্জাব এণ্ড সিংধ বৈংক | Punjab & Sind Bank (A Govt. of India Undertaking) | Where service is a way of life

পরিশিষ্ট ৪ [রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যশোর রোড শাখা
৩০, যশোর রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৮,
ফোন নং ০৩৩ ২৫২৯ ৩৪৬৯; ই-মেইল আইডি: kl373@psb.co.in

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী **পাঞ্জাব এন্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক** -এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এক্ট ২০০২ (২০০২ এর ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে তাঁর উপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে ০৪.০৫.২০২২ **তারিখে** একটি **দাবি বিজ্ঞপ্তি** জারি করে **ঋণগ্রহীতা: শ্রী অনুপ জাশ এবং শ্রীমতী মিঠু জাশ এবং সৌমেন জাশ (জামিনদার)** -কে আহ্বান জানিয়ে নোটিশে উল্লিখিত অর্থ **১৩,৬৫,৪৪০.৫৫ টাকা** (তেরো লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার চারশো চল্লিশ টাকা পঞ্চান্ন পয়সা মাত্র) উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ জনগণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলস-এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এক্ট ২০০২ এর সেকশন ১৩ এর সাব সেকশন (৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর ন্যস্ত অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন **১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪** তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেনের জন্য **১৩,৬৫,৪৪০.৫৫ টাকা** এবং তদুপরি সুদ **পাঞ্জাব এন্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক** -এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।
সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণ : আবাসিক ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার ফ্ল্যাট নং ১বি প্রথম ফ্লোরে, 'শ্যামলী অ্যাপার্টমেন্ট' এর উত্তর-পশ্চিম দিকে হোল্ডিং নং. ২৯০, এন.এস.সি. বোস রোড, মৌজা - উখিলা পাইকপাড়ায় অবস্থিত, ৬২০ বর্গফুট পরিমাপের জমির উপর নির্মিত যার সি.এস. প্লট নং ২১৯৩, আর.এস. খতিয়ান নং ৪৩৯, জেএল নং ৫৬, পোস্ট- নরেন্দ্রপুর, থানা- সোনারপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ওয়ার্ড নং ২৪, কলকাতা - ৭০০১০৩, রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার অধীনে **শ্রী অনুপ জাশ এবং শ্রীমতী মিঠু জাশ -এর নামে** এআরএ-১ কলকাতাতে রেজিস্ট্রেশন। **সীমানা:** উত্তরে- ডাবর ইন্ডিয়া লিমিটেড, দক্ষিণে ১০'ফুট প্রশস্ত রোড, পূর্বে- এন.এস.সি. বোস রোড, পশ্চিমে- ডাবর ইন্ডিয়া লিমিটেড।

তারিখ : ১৬.০২.২০২৪ **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান : কলকাতা **পাঞ্জাব এন্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক**

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | Union Bank of India | A Government of India Undertaking

রিজিওনাল অফিস, দুর্গাপুর
বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি-২৩, সিটি সেন্টার,
দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩২১৬, ফোন : ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২

প্রতি,

দাবি নোটিশ

মেসার্স আনওয়ারুল ট্রেডার্স, স্বত্বা : মহ আনওয়ারুল হক
রেলপাড়, কুরেশি মহল্লা,আসানসোল : ৭১৩৩০২
মহ আইনুল হক
ওকে রোড, জিকরা মসজিদের নিকট,রেলপাড়, আসানসোল : ৭১৩৩০২
আরশাদ হোসেন
রেলপাড়, কুরেশি মহল্লা, আসানসোল : ৭১৩৩০২

বিষয় : **মেসার্স আনওয়ারুল ট্রেডার্স কর্তৃক রহমানিয়া হাই স্কুল শাখা থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধাদি সম্পর্কিত জামিন দ্বারা উশুলের উদ্যোগ।**
মাননীয় মহাশয়,
এতদ্বারা আপনাদের অবগত করা হচ্ছে যে, রহমানিয়া হাই স্কুল শাখা থেকে গৃহীত ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেট শ্রেণিভুক্ত হয়েছে **২৫.০১.২০২৪ তারিখ** থেকে বকেয়া/সুদ আদায় না দেওয়ার কারণে। বকেয়া পরিমাণ ১৫,১৩,৯৪০.০০ (পনেরো লাখ তেরো হাজার নয়শো চল্লিশ টাকা) টাকা এবং চুক্তি মোতাবেক সুদ ৩০.০১.২০২৪ পর্যন্ত।

এ/সি প্রকৃতি	সীমা (টাকা)	আর/এল ও/এস (টাকা)	মোট বকেয়া (টা) ৩০.০১.২০২৪ অনুযায়ী
ওসিসিজিএন	১৫,০০,০০০.০০	১৪,৮৬,৫০০.০০	১৫,১৩,৯৪০.০০

একাধিকবার তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও আপনারা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে আপনাদের দায়বদ্ধতা পালনে ব্যর্থ হয়েছেন।
সুতরাং আপনাদের ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অবসিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) সংস্থান অধীনে বকেয়া পরিমাণ ১৫,১৩,৯৪০.০০ (পনেরো লাখ তেরো হাজার এবং নয়শো চল্লিশ টাকা) টাকা এবং ৩০.০১.২০২৪ পর্যন্ত চুক্তি মোতাবেক সুদ, মাস অন্তর, ঋণের নিয়ম এবং শর্তাদি অনুযায়ী আপনাদের সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে,সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের অনুকূলে প্রদত্ত জামিন সম্পত্তি মারফত উশুলের ব্যবস্থা করতে বাধ্য হবে উক্ত আইন অধীনে।

জামিন সম্পদের বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি তদস্থিত একতলা বসবাসের ভবন অবস্থিত ওকে রোড, জিকরা মসজিদের নিকট,রেলপাড়,আসানসোল অনুযায়ী মহ আইনুল হকের নামে সম্পত্তি,উল্লেখ্য দলিল নং : ১৫২৮, আরএস প্লট নং ১৩৯৩১, আরএস খতিয়ান নং ৭৪৩০, জেএল নং ২০, ওয়ার্ড নং ২৮, পরিমাণ ১ কাঠা ১২ ছটাক (১২৬০ বর্গফুট), **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ০৩ ফুট এবং ১ শ্রী আজাদের সম্পত্তি, দক্ষিণে : ২ ফুট -৬ ফুট চলার পথ এবং মহ সামসুদ্দিন এর ভবন, পূর্বে : আজিজ মল্লিক এর ভবন, পশ্চিমে : মহ আসলামের প্লট।
ক) অনুগ্রহ করে অবগত হোন আপনারা ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া আদায়দানে ব্যর্থ হয়েছেন এবং ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট আইন অধীনে জামিনদত্ত সম্পত্তির বিনিময়ে সমুদয় বকেয়া উশুলের ব্যবস্থা করা হবে এবং যাবতীয় বকেয়া এতদসত্ত্বেও আদায় না হলে সংশ্লিষ্ট আদালত/ ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল অধীনে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
খ) আপনাদের অনুরোধ করা হচ্ছে উক্ত আইনের ধারা ১৩(১৩) অধীনে এই নোটিশ পাওয়ার পর ব্যাঙ্কের অনুমতি ব্যতীত সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি কোনওভাবেই বিক্রি বা লেনদেন না করতে সতর্ক করা হচ্ছে। এই সতর্কতা লঙ্ঘন করলে আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় শাস্তি পেতে হবে।
গ) অনুগ্রহ করে অবগত হোন সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩(৮) ধারা অধীনে নির্ধারিত সময়ে বকেয়া পরিশোধের মাধ্যমে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।
আপনাদের বিশ্বস্ত

তারিখ : ১৮.০২.২০২৪ **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান : দুর্গাপুর **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া**

बैंक ऑफ़ इंडिया | Bank of India BOI | Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধাননগর সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর
জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - IV [রুল -৮(১)দ্রষ্টব্য]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (প্রতিষ্ঠানের নাম)** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে ১৩(২) ধারা অধীনে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণকে বকেয়া পরিশোধের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন, কোনরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,**-এর সমুদয় বকেয়া, প্রযোজ্য সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক, চার্জ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ক) ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তি/জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত	ক) দখলের তারিখ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১	ক) ঋণগ্রহীতা : শ্রী অরিন্দম চ্যাটার্জি খ) শাখা : বার্ণপুর	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি (ফ্ল্যাট) অবস্থিত শান্তিনগর বার্নপুর, ''গণপতি এনক্লেভ'',ব্লক বি, ৫মতল, ফ্ল্যাট নং ৪-সি, থানা : হিরাপুর, জেএল নং ২১, মৌজা : নরসিংহবাঁধ,আসানসোল পুরসভা অধীন, আরএস প্লট নং ১৯৮৪, আরএস খতিয়ান নং ৭৭৮ (৭৭৯/১), এরিয়া ৯৩০ বর্গফুট, থানা : হিরাপুর, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, পিনকোড : ৭১৩৩২৫। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : বাঁশি কুশওয়াহ এর ভবন, দক্ষিণে : সড়ক এবং রাজ নারায়ণ কুর্মি, রাম রঞ্জন সিদ্ধান্ত, ত্রিশূল শর্মা, গোপী চাঁদ সিং, প্রেমল শাউ এবং রাম সিং এর ভবন, পূর্বে : রাখ হরি দত্ত এবং প্রদীপ দাশগুপ্ত, প্রহ্লাদ মন্ডল এবং অন্যান্যর ভবন, পশ্চিমে : ধরম নাথ শাউ এবং অশোক গোপের ভবন।	ক) ১৬.০২.২০২৪ খ) ১১.১২.২০২৩ গ) ২৬,৭০,৬২৬.৯৯ টাকা (ছাব্বিশ লাখ সত্তর হাজার ছশো ছাব্বিশ টাকা এবং নিরানব্বই পয়সা) টাকা পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ
২	ক) ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতি শিখা তেওয়ারি এবং শ্রী সুমন তেওয়ারি খ) শাখা : উখরা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি স্বত্বদলিল নং ৭৯১/২০১৯, সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত মূল **স্বত্ব দলিল নং ৭৯১-২০১৯,** এডিএসআর রানিগঞ্জ অনুযায়ী শ্রীমতি শিখা তেওয়ারির নামে অবস্থিত আরএস এবং এলআর প্লট নং ১৬৪৬, এলআর খতিয়ান নং ৫০১৬, বর্তমানে ৫৯৮১ জেএল নং ১৮, মৌজা : উখরা, থানা : অন্ডাল, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, পরিমাণ ২.১১ কাঠা জমি এবং তদস্থিত একতলা বসবাসের ভবন নির্মাণ পরিমাণ ৬০০ বর্গফুট এবং সমুদয় ফিটিংস, ফিক্সচার, বৈদ্যুতিক পরিষেবা ব্যবস্থা সংযোগ, সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ অংশ। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ৬ ফুট চওড়া সড়ক,দক্ষিণে : শ্রী মিলন এর ভবন, পূর্বে : হরবচন সিং এর ভবন, পশ্চিমে : সিন্ধু বার্নওয়ালের ভবন।	ক) ১৩.০২.২০২৪ খ) ০৯.০৯.২০২৩ গ) ১৩,৮৩,৬৮৭.৫০ টাকা (তেরো লাখ তিরাশি হাজার ছশো সাতাশি টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা) টাকা পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ

তারিখ : ১৮.০২.২০২৪ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : দুর্গাপুর ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

इंडियन बैंक Indian Bank | इलाहाबाद ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - কলকাতা সেন্ট্রাল
৫ম এবং ৬ষ্ঠ তল, ৩৭৭ এবং ৩৭৮, ব্লক - জিডি সেক্টর-III, সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০১০৬, ফোন- (০৩৩) ৪০২৫-৯৭১৮

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নোক্ত নির্ধারিত জামিনদাতার অধীনে বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নির্ধারিত জামিন অধীন ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত, বিক্রয় করা হবে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে', এবং 'যেমন অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে ০৬.০৩.২০২৪ তারিখে বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৫টার** মধ্যে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে জামিন অধীনে ঋণদাতার সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য।
নিম্নোক্ত সম্পত্তির বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন ই-নিলাম মাধ্যমে বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা এবং শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখলের ধরন খ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ চ) সম্পত্তির আইডি ছ) বকেয়া পরিমাণ
১	**মেসার্স নিউ ইন্ডিয়া কনস্ট্রাকশন** বি জে-১৬৬, সল্ট লেক, ব্লক বি-জে, সেক্টর -২, বিধাননগর, কলকাতা- ৭০০০৯১ **শ্রী আশিস ঢোল,** পিতা প্রয়াত বিথির কুমার ঢোল, বি জে-১৬৬, সল্ট লেক, ব্লক বি-জে, সেক্টর -২, বিধাননগর, কলকাতা- ৭০০০৯১ **শাখা : কাঁকুড়গাছি।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ চারতলা ভবন (জি-৩) নাম '' শান্তিনিকেতন'' ৬৪/৮১এ, ক্ষুদিরাম বোস সরণি, ওয়ার্ড নং ৩, থানা : উল্টাডাঙ্গা,পূর্বে মানিকতলা,বেলগাছিয়া,কলকাতা :৭০০০৩৭, প্লট এরিয়া ৫ কাঠা ১২ ছটাক ২৪ বর্গফুট, বিল্ডিং এরিয়া : ৭৭৬৮ বর্গফুট জিআই সিট ছাদ কিচেন চলার পথে একতলায় ৪৭২ বর্গফুট আরসিসি ছাদ কেয়ার টেকার রুম ছাদে ৪২৫ বর্গফুট। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** প্লট নং ৬৪/৭২বি, **দক্ষিণে :** প্লট নং ৬৪/৮২, **পূর্বে :** জেএন রায় এর জমি, **পশ্চিমে :** ২০ ফুট চওড়া সড়ক।	ক) প্রতীকী খ) ৬৫,১৪,৪১৭.০০ টাকা কলকাতা পুরসভার বকেয়া ট্যাক্স বিল গ) ৩,৭৫,০০,০০০.০০ টাকা ঘ) ৩৭,৫০,০০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB20825495600 ছ) ৩,৭২,৬১,২১৩.০০ টাকা (তিন কোটি বাহাত্তর লাখ একষট্টি হাজার দুশো তেরো টাকা) এবং ১৬.০২.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ সহ
২	**শ্রী ফুখরুদ্দিন হাসান** পিতা খুরশিদ দুরানি, ১২/এইচ/৩৮, বেডফোর্ড লেন, কলকাতা, থানা : পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা : ৭০০০১৬। **শ্রী কুতুবুদ্দিন হাসান,** পিতা খুরশিদ দুরানি, ১২/এইচ/৩৮, বেডফোর্ড লেন,কলকাতা, থানা : পার্ক স্ট্রিট,কলকাতা : ৭০০০১৬। শ্রী আরজু মেহমুদ **(জামিনদাতা)** ২০/১ডি, তালতলা বাজার স্ট্রিট, ৪র্থতল, কলকাতা : ৭০০০১৪। **শাখা : কাঁকুড়গাছি।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট নং এ-১, ২য়তলে, পরিমাণ আনুমানিক এরিয়া ১০০০ বর্গফুট এসবিএ এবং খোলা টেরেস ২৭২ বর্গফুট অর্থাৎ ১২৭২ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৩ বেড রুম, ১ ডাইনিং রুম, ১ কিচেন, ২ বাথ রুম, ১ ব্যালকনি, মার্বেল মেঝে সমন্বিত এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৫এ/১৩, বেদিয়াডাঙ্গা সেকেন্ড লেন, থানা : কসবা,কলকাতা : ৭০০০৩৯,কলকাতা পৌর সংস্থা অধিক্ষেত্রে, এডিএসআর অফিস শিয়ালদহ, দাগ নং ২৯৪, খতিয়ান নং ১২৭৬ এবং ১২৭৭, মৌজা : কসবা, জেএল নং ১৩, তৌজি নং ৩৪০, ৩৪১ এবং ৩৪২, কেএমসি ওয়ার্ড নং ৬৭, অ্যাসেসি নং ২১০৬৭০৫০৪৪৯৯, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা অনুযায়ী ফাহরুদ্দিন হাসান এবং কুতুবুদ্দিন হাসানের নামে , **চৌহদ্দি (দলিল অনুযায়ী) : উত্তরে :** সীতা নাথ এবং প্রিয় নাথ সরদার এর নামে, **দক্ষিণে :** ১০ ফুট চওড়া সাধারণের চলার পথ, **পূর্বে :** সুদর্ন এবং রাম গ্রহি সিং এর ভবন, **পশ্চিমে :** মন্দির (দাগ নং ২৯২ অংশ)। **চৌহদ্দি (বর্তমান) : উত্তরে :** অন্যান্যর জমি, **দক্ষিণে :** প্রেমিসেস নং ৫এ/৮ আরটি শেড, **পূর্বে :** প্রেমিসেস নং ৯, বেদিয়া ডাঙ্গা সেকেন্ড লেন, **পশ্চিমে :** বেদিয়া ডাঙ্গা সেকেন্ড লেন।	ক) প্রতীকী খ) নেই গ) ৩২,৮৪,০০০.০০ টাকা ঘ) ৩,২৮,৪০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB30011695407 ছ) ৪১,৯৬,৩০৮.০০ টাকা এবং ১৬.০২.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ সহ
৩	**মেসার্স স্বয়ম** (স্বত্বা : বাণী দাস গুপ্ত) ১ই/২৯, চিত্তরঞ্জন কলোনি, বাঘাযতীন, যাদবপুর, কলকাতা : ৭০০০৩২ **শ্রীমতি বাণী দাশগুপ্তা** (স্বত্বা : বাণী দাশ গুপ্তা) ১ই/২৯, চিত্তরঞ্জন কলোনি,বাঘাযতীন, যাদবপুর, কলকাতা : ৭০০০৩২, **শ্রী সৌগত দাশগুপ্ত,** ১ই/২৯, চিত্তরঞ্জন কলোনি,বাঘাযতীন, যাদবপুর, কলকাতা : ৭০০০৩২। **শাখা : যাদবপুর।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৬, ৩য়তল, উত্তর পশ্চিম দিকে জি-৩ , ''সীতকুঞ্জ'' ভবন,ইপি নং ৪২৮, এসপি নং ৭২০, সিএস প্লট নং ৪৬৯(অংশ),৪৭০ (অংশ), জেএল নং ২৩, মৌজা : রাজাপুর, জেলা : দক্ষিণ২৪ পরগনা, পরিমাণ আনুমানিক ৮৬০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ২ বেড রুম,১ কিচেন তথা ডাইনিং রুম, ২ টয়লেট, ১ ডাইনিং তথা ড্রইং রুম এবং ১ বারান্দা ঢাকা স্পেস এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগঅংশ এবং সকলের ব্যবহারের এলাকায় সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত,পুর প্রেমিসেস নং ১৩, চিত্তরঞ্জন কলোনি ডাক ঠিকানা ১/২৯, চিত্তরঞ্জন কলোনি (এক্সটেনশন) বা ১/২৯ই, চিত্তরঞ্জন কলোনি, কলকাতা : ৭০০০৩২ ওয়ার্ড নং ১০২ কেএমসি অধীন, থানা : যাদবপুর, পো : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা : ৭০০০৩২,জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পরিমাণ আনুমানিক কমবেশি ৩ কাঠা ১৪ ছটাক কমবেশি। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** ১৮ ফুট কেএমসি রোড, **দক্ষিণে :** কলোনি নিকাশি এবং প্রয়াত মোনা সরকার এবং অন্যান্যর সম্পত্তি, **পূর্বে :** সিঁড়ি, **পশ্চিমে :** ইপি নং ৪২৯,দোতলা ভবন মায়া দাস এবং অন্যান্যর।	ক) প্রতীকী খ) নেই গ) ২৬,৫৬,০০০.০০ টাকা ঘ) ২,৬৫,৬০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB50252134376 ছ) ৫০,৯০,৮৫৮.০০ টাকা এবং ১৬.০২.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ সহ
৪	**মেসার্স টিএডি হাউস** (স্বত্বা : শ্রীমতি দোলন রায় স্বামী অরবিন্দ রায়) ,১০০/এ, শিব চন্দ্র ভটক রোড, ওয়ার্ড নং ২৬, কলকাতা শিপালয়া,১৮৮, সিকে সেন রোড, কলাবাগান, জ্ঞানানগিরি, আগরপাড়া,কলকাতা : ৭০০১০৯। **শ্রীমতি দোলন রায়** স্বামী অরবিন্দ রায়, শিপালয়া,১৮৮, সিকে সেন রোড, কলাবাগান, জ্ঞানানগিরি, আগরপাড়া,কলকাতা : ৭০০১০৯। **শাখা :পাইকপাড়া।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাণ আনুমানিক ১ কাঠা ৫ ছটাক, ২৫ বর্গফুট -২ কাঠা ১২ ছটাক থেকে এবং একটি অ্যাসবেস্টস শেড ইটের দেওয়াল নির্মাণ পরিমাণ আনুমানিক ৩২০ বর্গফুট আরএস দাগ নং ২৭৮ (অংশ), এলওপি নং ৯৯৩,মৌজা : তারাপুকুরিয়া (সিকে সেন রোড),জেএল নং ১২, থানা : খড়দা, (পুরানো) বর্তমান ঘোলা, ওয়ার্ড নং ২৭ পানিহাটি পুরসভা, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা,কলকাতা : ৭০০১০৯ এবং সকল সুবিধা ও পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** ১২ চওড়া পুর সড়ক, **দক্ষিণে :** এলওপি নং ১০১৮, **পূর্বে :** এলওপি নং ৯৯৪, **পশ্চিমে :** এলওপি নং ৯৯৩ অংশ।	ক) প্রতীকী খ) নেই গ) ১৫,১৬,০০০.০০ টাকা ঘ) ১,৫১,৬০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB30257246234 ছ) ২১,০২,৬৮৯.০০ টাকা (একুশ লাখ দুই হাজার ছশো উননব্বই টাকা) এবং ১৬.০২.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ সহ

ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের তারিখ এবং সময় **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi- ০৬.০৩.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে।**
ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে (www.mstcecommerce.com) আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২২৯০১০০৪ এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে ibapiop@mstcecommerce.com এবং ibapifin@mstcecommerce.com যোগাযোগ করুন। সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন https://ibapi.in এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর ১৮০০১০২৫০২৬ এবং ১১-৪১১০৬১৩১ যোগাযোগ করুন। ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট https://ibapi.in এবং www.mstcecommerce.com তে প্রদত্ত।

তারিখ : ১৫.০২.২০২৪, স্থান : কলকাতা **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

ইন্ডিয়ান বৈংক Indian Bank | इलाहाबाद ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১

পরিশিষ্ট-৪-এ'' [রুল ৮(৬) -এ বন্দোবস্ত দেখুন]

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটিইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এমফোর্সমেন্ট) রুলস ৮(৬) -এর অনুবিধির সঙ্গে পঠিত, অধীনে স্থাবর পরিসম্পাদি বিক্রয়-এর জন্য ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি।
সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদার(গণ)কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে নিচে বর্ণিত বন্ধকীকৃত/ ধার্যকৃত স্থাবর সম্পত্তি যার **প্রতীকী দখল** নিয়েছেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সুরক্ষিত ঋণদাতা -এর অনুমোদিত আধিকারিক, যা বিক্রি হবে ''যেখানে যেমন আছে'', ''সেখানে যা আছে'', এবং ''সেখানে যা কিছু আছে ভিত্তিতে'', আগামী ২০.০৩.২০২৪ তারিখে বিক্রি করা হবে বকেয়া টাকা পুনরুদ্ধারের জন্য নিচে উল্লিখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে, নিম্নে বর্ণিত ঋণগ্রহীতা(গণ) -এর কাছ থেকে, যা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত ঋণদাতা)**-এর প্রাপ্য।

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ ও তারিখ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) দায়বদ্ধতা
১.	ক) মেসার্স স্বাগত ইলেকট্রনিক্স (ঋণগ্রহীতা) (স্বত্বাধিকারী: শ্রী স্বাগত ইলেকট্রনিক্স) এবং শ্রী পবিত্র কান্তি কয়াল এবং শ্রীমতী মানু কয়াল (বন্ধকদাতা) খ) খিদিরপুর শাখা	**সার্ভে নং, খতিয়ান নং, বাড়ি নং ইত্যাদি:** মৌজা কালুয়া, জে এল নং ২২, আরএস নং ৩৩৬, তৌজি নং ৫৮ এবং ৯৮, খতিয়ান নং ৩৫৫, আরএস দাগ নং ১০৮১, সীমা/জমির এলাকা/বিল্ডিং- জমির পরিমাপ কমবেশি ০২ কাঠা এবং, অবস্থান- পূর্বে জোকা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে, এখন কেএমসি-এর মধ্যে, থানা- ঠাকুরপুকুর, এডিএসআর বেহালা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **সীমানা:** উত্তর- দাগ নং ১০৮১, দক্ষিণ- দাগ নং ১০৮১ এর জমি, পূর্ব- দাগ নং ৮৮৯ এর জমি, পশ্চিম- ১৬ ফুট সাধারণ প্যাসেজ, **বন্ধকদাতা:** শ্রী পবিত্র কান্তি কয়াল ও শ্রীমতি মানু কয়াল। **সার্ভে নং, খতিয়ান নং, বাড়ি নং ইত্যাদি:** মৌজা কালুয়া, জে এল নং ২২, আরএস নং ৩৩৬, তৌজি নং ৫৮ এবং ৯৮, আরএস খতিয়ান নং ৫৯৮, আরএস দাগ নং ৮৯২, সীমা/জমির এলাকা/বিল্ডিং- জমির পরিমাপ কমবেশি ৭ কাঠা ৪ ছটাক ১২ বর্গফুট এবং, অবস্থান- পূর্বতন জোকা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে, এখন কেএমসি-এর মধ্যে, থানা- ঠাকুরপুকুর, এডিএসআর বেহালা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **সীমানা:** উত্তর- দাগ নং ৮৮৬ ও ৮৯১ এর অংশ, দক্ষিণ- দাগ নং ৮৯১ এর অংশ, পূর্ব- দাগ নং ৮৯১ এর অংশ, পশ্চিম- দাগ নং ৮৮৬ ও ৮৮৮ এর অংশ, **বন্ধকদাতা:** শ্রী পবিত্র কান্তি কয়াল।	৫০,২৩,৭৮০.০০ টাকা (পঞ্চাশ লক্ষ তেইশ হাজার সাতশত আশি টাকা মাত্র) ০৮.০৯.২০২১ অনুযায়ী তদুপরি আরও সুদ, চার্জ এবং খরচ সহ।	**সম্পত্তি : ১** ক) ১৪,৪০,০০০.০০ টাকা খ) ১,৪৪,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB6505729049A ঙ) নেই **সম্পত্তি : ২** ক) ৫২,৩৪,০০০.০০ টাকা খ) ৫,২৩,৪০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB6505729049B ঙ) নেই

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: ২০ মার্চ, ২০২৪ (২০.০৩.২০২৪) সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা

বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য আমাদের ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার এমএসটিসি লিঃ -এর ওয়েবসাইট **(www.mstcecommerce.com)** দেখুন। টেকনিক্যাল সাহায্যের জন্য **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২২৯০১০০৪** এবং সার্ভিস প্রোভাইডারদের অন্য চালু হেল্পলাইন নম্বরে অনুগ্রহ করে ফোন করুন। এমএসটিসি লিঃ এর সাথে রেজিস্ট্রেশন স্টেটাস , ইএমডি স্টেটাস জানার জন্য **ibapifin@@mstcecommerce.com** -এ অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট বিশদ তথ্যাদি এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়মাবলী ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে https://ibapi.in দেখুন এবং এই পোর্টাল সংশ্লিষ্ট কোনও সংশয় দূরীকরণের জন্য অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর ''১৮০০১০২৫০২৬'' এবং ''০১১-৪১১০৬১৩১'' -এ যোগাযোগ করুন।
বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** -এ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়ার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির আইডি নং ব্যবহার করুন।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ অংশীদার(গণ)/ জামিনদার(গণ)/বন্ধকদাতা (গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ১৮.০২.২০২৪ অনুমোদিত অফিসার
স্থান: কলকাতা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

রেশন সামগ্রী নিয়ে অভিযানে খাদ্য দপ্তর

উপভোক্তাদের প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: রেশন দুর্নীতি কাণ্ডে রাজ্যজুড়ে তোলপাড়ের মাঝেই বাঁকুড়া জেলায় বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে রেশন সামগ্রী পাওয়া নিয়ে উপভোক্তাদের প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ করল খাদ্য দপ্তর।

রেশন দুর্নীতি অভিযোগ নিয়ে রাজ্য রাজনীতি তোলপাড়। রেশন দুর্নীতির অভিযোগে একের পর এক নেতা, মন্ত্রী, বিধায়কের বাড়িতে, দপ্তরে হানা দিয়ে রেশন দুর্নীতির তদন্তের জাল গোটাচ্ছে ইডি সহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। রেশন দুর্নীতির অভিযোগে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার হয়ে গারদে রয়েছেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। তার মাঝেই এবার এলাকায় এলাকায় ঘুরে রেশন সামগ্রী পাওয়া নিয়ে উপভোক্তাদের প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ করতে মাঠে নামল খাদ্য দপ্তর।

রেশন সামগ্রী পাওয়া নিয়ে অভিযোগ নতুন নয়। দীর্ঘদিন ধরেই রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে রেশনের সামগ্রী নিয়ে অভিযোগ উঠেছে। কখনও বরাদ্দের তুলনায় কম সামগ্রী দেওয়া আবার কখনও রেশন দোকান থেকে পাওয়া খাদ্যসামগ্রীর মান নিয়ে বারংবার অভিযোগ উঠে এসেছে বাঁকুড়া জেলায়। এবার জেলার রেশন ব্যবস্থা নিয়ে বাস্তব পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে মাঠে নামল খাদ্য দপ্তর। বরাদ্দ অনুযায়ী খাদ্য সামগ্রী গ্রাহকরা পাচ্ছেন কিনা পেলেও তার মান কেমন, তা জানতে খাদ্য দপ্তরের উচ্চ পদস্থ আধিকারিক থেকে শুরু করে ব্লক ও মহকুমা স্তরের আধিকারিকরা মাঠে নেমেছেন।

মূলত উপভোক্তাদের সঙ্গে কথা বলে প্রতিক্রিয়া সংগ্রহের পাশাপাশি স্থানীয় রেশন দোকানগুলিও পরিদর্শন করছেন খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকরা। খাদ্য দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, রাজ্যের নির্দেশেই মূলত এই অভিযান চালানো হচ্ছে। আগামী দু'দিন ধরে জেলার প্রতিটি ব্লকে এ ভাবে অভিযান চালানো হবে বলেও খাদ্য দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে।

পথ দুর্ঘটনায় স্কুলছাত্রীর মৃত্যু

আটক বাইক সহ ঝাড়খণ্ডের ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: শনিবার সকালে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর-চেলিয়ামা রাস্তায় রঘুনাথপুর থানার অন্তর্গত দিগনগর গ্রামের অদূরে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক স্কুল ছাত্রীর। মৃত ছাত্রীটির নাম বছর পাতিলা খাতুন (১০)। সে স্থানীয় নতুনডি হাই মাদ্রাসার পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী ছিল।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শনিবার সকাল দশটা নাগাদ পাতিলা খাতুন রঘুনাথপুর-চেলিয়ামা রাস্তায় দিগনগর মোড়ের অদূরে হেঁটে হেঁটে রাস্তা পার হচ্ছিল। ওই সময় রঘুনাথপুরের দিক থেকে দ্রুতগতিতে আসা একটি মোটর বাইকে করে দু'জন ব্যক্তি ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা তাঁকে ধাক্কা মারলে সে রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তার ওপর ছিটকে পড়ে। ঘটনার পর বাইক আরোহী ও চালক সেখানে না থেমে চেলিয়ামার দিক হয়ে ঝাড়খণ্ডে পালানোর চেষ্টা করেন। ঘটনাটি স্থানীয়দের নজরে আসতেই ধাওয়া করে মৌতড় জলাধারের কাছে তাঁদের ধরে ফেলেন ও পুলিশে খবর দিলে রঘুনাথপুর থানার পুলিশ বাইক সহ দু'জনকেই আটক করে। তাঁদেরও আঘাত লাগায় পুলিশ হাসপাতালে নিয়ে যায়।

অন্যদিকে গুরুতর আহত ছাত্রীটিকে রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে এলে ওই চিকিৎসকরা তার অবস্থা সংকটজনক বুঝতে পেরে বোকারোর একটি হাসপাতালে রেফার করেন। ছাত্রীটিকে নিয়ে যাওয়ার পথেই রাস্তাতেই মৃত্যু হয় তার। ঘটনার পরেই রাস্তা থেকে ঘুরিয়ে তাকে পুরুলিয়ার দেবেন মাহাত সদর হাসপাতালে আনা হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এরপরই পুলিশ দেহটি হাসপাতাল থেকে উদ্ধার করে পুরুলিয়ার গর্ভমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য।

হাতির হানায় ভাঙল তিনটি বসতবাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: হাতির হানায় লন্ডভন্ড আলু ও গমের খেত, ভাঙল তিনটি গৃহস্থের বাড়ি, মাথায় হাত কৃষকদের।

বেশ কয়েকদিন ধরেই দফায় দফায় বরজোড়া রেঞ্জ থেকে সোনামুখী রেঞ্জ হয়ে জয়পুর বিষ্ণুপুরের ওপর দিয়ে মেদিনীপুর প্রবেশ করানো হচ্ছে বেশ কয়েকটি হাতির দলকে। আর হাতির দলগুলি যেখান দিয়ে যাচ্ছে সেখানে রীতিমতো লন্ডভন্ড করে দিচ্ছে চাষের জমি, তবে এবার হাতির রোষ গিয়ে পড়ল বসত বাড়িতে। সোনামুখী রেঞ্জের মানিক বাজার গ্রাম পঞ্চায়েতের মহেশপুর গ্রামে রাতের অন্ধকারে বেশ কিছু আলু জমি এবং গমের জমিতে তাণ্ডব চালায় হাতির একটি দল। অন্যদিকে কোচডিহি গ্রাম পঞ্চায়েতের পাথরমোড়া গ্রামে হাতির হানায় ভেঙে যায় তিনটি বাড়ি, সবমিলিয়ে ব্যাপক ক্ষতিতে মাথায় হাত কৃষকদের। ঘরবাড়ি ভাঙায় অসহায় হয়ে পড়েছেন বেশ কয়েকজন গৃহস্থ।

কৃষকদের দাবি, হাতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না রেঞ্জ অফিসার, রেঞ্জ অফিসার যদি হাতি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারেন আগামী দিনে রেঞ্জ অফিস ঘেরাও করার হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন কৃষকরা।

গলা অবধি মদ খাইয়ে বন্ধুকে গলা টিপে হত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: গলা অবধি মদ খাইয়ে বন্ধুকে গলা টিপে হত্যা করার অভিযোগে গ্রেপ্তার এক ব্যক্তি। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের নাম মহম্মদ নবী আলম আনসারি (৩৯)। বাড়ি বিহারের মুজাফ্‌ফরপুর এলাকায়। প্রথমপক্ষের স্ত্রী-র সঙ্গে বন্ধুর প্রেমের সম্পর্কের দাবি। সেই থেকেই তৈরি হয় আক্রোশ। আর সেই আক্রোশের জেরে ব্যবসায়ী বন্ধুকে খুনের ছক করেন বলে অভিযোগ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হুগলির দাদপুর থানার মহেশ্বরপুর এলাকায় গাড়ির টায়ার বিক্রির ব্যবসা করতেন। সেখানেই বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল অভিযুক্ত শেখ সিকান্দর আলির সঙ্গে। পুলিশ জানিয়েছে, গত ১১ ফেব্রুয়ারি দাদপুর থানার পুলিশ জানতে পারে নবী আলম আনসারি তাঁর নিজের দোকানে মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। মৃতদেহ উদ্ধারের সময় তাঁর গলায় ক্ষতচিহ্ন দেখতে পান পুলিশ কর্মীরা। এরপর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। দোকানের ম্যানেজার দাদপুর থানায় একটি খুনের অভিযোগ দায়ের করেন।

তদন্ত যত এগোয় ততই উঠে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য। মৃতদেহ উদ্ধারের সময় দেহের পাশে পরে থাকা একটি চিরকুট পায় পুলিশ। তাদের দাবি, সেই চিরকুটে তিনটি মোবাইল নম্বর লেখা ছিল। মোবাইল নম্বরের সূত্র ধরে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। এরপরই খোঁজ মেলে খুনের ঘটনায় জড়িত শেখ সিকান্দার আলির। এরপর শুক্রবার রাত্রিবেলা হাওড়ার শালিমার রেলওয়ে সাইটিং থেকে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে সিকান্দারের দু'টি বিয়ে। তবে প্রথমপক্ষের স্ত্রীর সঙ্গে সংসার করতেন না তিনি। এই প্রথমপক্ষের স্ত্রীর সঙ্গেই নাকি প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল নবী আলম আনসারির। সেই সম্পর্কের কথা জানাজানি হতেই শেখ সিকান্দার ও নবী আলম আনসারির মধ্যে বিবাদ শুরু হয়।

৩৪ বছর পর চোখের জলে বিদায় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর পর অবসর গ্রহণ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর। চোখের জলে বিদায় জানালেন গ্রামবাসী থেকে জনপ্রতিনিধি প্রত্যেকে। এমনই চিত্র দেখা গেল পুঞ্চা ব্লকের নপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বুগলিডি গ্রামের ৬০ নং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে।

শনিবার সেন্টারের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী সুনীতি মাহাতকে নিয়ে বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন গ্রামবাসীরা। এই দিন অতি পরিচিত সকলের কাছের মানুষ বুগলিডি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী সুনিতি দিদির বিদায় অনুষ্ঠানে শিশু থেকে প্রসূতি মহিলার চোখের জলে বিদায় অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। প্রসূতি মা ঝুমা কর্মকার,অনিমা সহিসদের কথায়, দিদিমণি আর সেন্টারে আসবেন না শুনেই খারাপ লাগছে। জল ঝড় কোনও দিন বাদ দেননি, প্রতিদিন সেন্টারে এসে শিশুদের পঠনপাঠন থেকে সকল প্রসূতির খবর রাখতেন। শুধু সেন্টারের কর্মী ছিলেন না, ঘরের মানুষ হিসাবে পরিচিত ছিলেন।

জানা যায়, ১৯৮৯ সালে ৩রা মার্চ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন সুনীতি দেবী। প্রত্যন্ত গ্রামের গৃহবধূ সুনীতি মাহাতর কর্মজীবনে একসময় সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল অর্থাভাব। বেতন কম, স্বামী বেরোজগারে রাজনৈতিক নেতা, নিজের শারীরিক অসুস্থতার মধ্যেও সংসার প্রতিপালন সহ দুঃখ-কষ্টে ভরা তবু নিজের সংসারে সময় দেওয়ার পাশাপাশি অন্যদের আগলে রেখে সরকারি পরিষেবা পাইয়ে দিতে ব্যস্ত থাকতেন এই দিদিমণি। শনিবার বুগলিডি গ্রামে বিদায় সংবর্ধনা সভায় উপস্থিত ছিলেন পুঞ্চা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অনিল বরণ সহিস, নপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য আনন্দ কর্মকার সহ অন্যান্য সেন্টারের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, সহায়িকা থেকে গ্রামবাসীবৃন্দ।

পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অনিল বরণ সহিস বলেন, 'শুধু অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী হিসাবে নন, সকলের কাছের মানুষ তিনি। আমাদের প্রত্যন্ত গ্রামের শিশুদের হাতেখড়ির পাঠ এই দিদিমণির মধ্য দিয়েই হয়েছে এবং তাঁর হাত ধরেই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সমস্ত পরিষেবা বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছে। দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর সময়কাল অতিবাহিত করেছেন এই সেন্টারে, তাঁর কাছে আমরা সকলেই ঋণী।'

আট বছরের শ্রেয়াংশু শর্মাকে নৃশংস ভাবে খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোন্নগর: আট বছরের শ্রেয়াংশু শর্মাকে নৃশংস ভাবে খুনের অভিযোগ। হুগলির কোন্নগরের আট বছরের শ্রেয়াংশু শর্মাকে যেভাবে খুন করা হয়েছে, তা দেখে শিউরে উঠছেন দুঁদে কর্তারাও।

পুলিশ প্রাথমিক ভাবে মনে করছে, আট বছরের শ্রেয়াংশুকে প্রথমে ইট দিয়ে মাথার পিছনে আঘাত করা হয়। কিন্তু তাতেও ক্ষ্যান্ত হয়নি খুনি। ঘরের টেবিলে রাখা ছিল ফল বা সবজি কাটার ছুরি। সেটা দিয়ে বারবার আঘাত হয়। ভোঁতা ছুরি সজোরে আঘাত করায় বেঁকেও যায়। তারপর বাড়ির গণেশ ঠাকুরের মূর্তি দিয়ে থেঁতলে দেওয়া হয় মাথা! শ্রেয়াংশু বাবা পঙ্কজ শর্মা একটি বেসরকারি কোম্পানিতে চাকরি করেন। মা কাজ করেন কোন্নগরের একটি ফুড ক্যাফেতে। শ্রেয়াংশুদের জয়েন্ট ফ্যামিলি। পাশের ঘরেই ছিলেন তার দাদু,ঠাকুমা, জেঠু, জেঠিমা।

পুলিশ ও পরিবার সূত্রে খবর, শুক্রবার সন্ধ্যায় শ্রেয়াংশু বাড়িতে একাই ছিল। টিভি দেখছিল। তারপর তার জেঠতুতো দিদি ডাকতে গিয়ে দেখে, ঘরের মেঝে রক্তে ভাসছে। মাথা থ্যাতলানো অবস্থায় মেঝেতে পড়ে রয়েছে ছোট্ট শ্রেয়াংশুর শরীর। কিন্তু এত নৃশংস ভাবে শ্রেয়াংশুকে কে খুন করে থাকতে পারে? পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে পুলিশ জানতে পেরেছে, পাড়ারই এক দাদার সঙ্গে স্কুলে যাওয়ার পথে মাঝে মধ্যে ঝগড়া হত ছোট্ট শ্রেয়াংশুর। একাধিকবার ঝগড়া হয় তাদের মধ্যে।

স্ত্রীকে আত্মহত্যার প্ররোচনার অভিযোগে গ্রেপ্তার স্বামী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: স্ত্রীকে আত্মহত্যার প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন স্বামী। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত ব্যক্তির নাম শ্রীকান্ত রুইদাস, খণ্ডঘোষ থানার অন্তর্গত গুড়পুর গ্রামের বাসিন্দা।

জানা গিয়েছে, পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না থানার অন্তর্গত বালিয়ারপুর গ্রামের বাসিন্দা বছর ঊনতিরিশের শেফালি রুইদাসের সঙ্গে শ্রীকান্ত রুইদাসের বিয়ে হয়। শেফালি রুইদাসের বাবা হারু রুইদাস অভিযোগ করেন, তাঁর মেয়ের বিয়ের পর থেকেই স্বামী মেয়ের ওপর শারীরিক এবং মানসিক ভাবে অত্যাচার চালাতেন এবং সেই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তাঁর মেয়ে শেফালি রুইদাস গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন। শেফালি রুইদাসের বাবা হারু রুইদাস সমগ্র বিষয়টি লিখিত আকারে খণ্ডঘোষ থানায় অভিযোগ দায়ের করলে পুলিশ অভিযোগ পাওয়ার পর ঘটনার তদন্তে নেমে শ্রীকান্ত রুইদাসকে শুক্রবার রাতে গ্রেপ্তার করে। শনিবার ধৃতকে সাত দিনের পুলিশ হেপাজতের আবেদন জানিয়ে বর্ধমান আদালতে পেশ করা হয়।

ফুরফুরা শরীফের প্রতিষ্ঠিত পাকশির ঐতিহাসিক ইসলামি জলসা শনিবার সকালে লক্ষাধিক মানুষের উপস্থিতিতে শেষ হল। পীর বড়ো হুজুর প্রতিষ্ঠিত সভায় পীর মতিউল্লাহ সিদ্দিকি ও পীর আব্দুল্লাহ সিদ্দিকি ওয়াজ নসিহত করেন। হাজির ছিলেন অসংখ্য পীরসাহেব ছাড়াও বিখ্যাত বক্তারা। এই মেহেফিলে আখরি দোয়া করেন গদ্দিনশীন পীর শাইখ মিশকাত সিদ্দিকি। বিশ্বের সমস্ত মানুষের জন্য দোয়া চাওয়া হয়।

বাইকের সঙ্গে ডাম্পারের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বাইকের সঙ্গে ডাম্পারের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল দু'জনের। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের ভাতারের রাই রামচন্দ্রপুরে। সম্পর্কে দু'জন পিতা পুত্র। ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। আউশগ্রামের আলুটিয়া গ্রামের বাবা ও ছেলে ভাতারের মাহাতা গ্রামে আসছিলেন সবজি বিক্রি করতে। বাবার নাম মিলন ভক্ত ও ছেলের নাম পিন্টু ভক্ত। ভাতারের রাই রামচন্দ্রপুরের কাছে পৌঁছতেই বাইকের সঙ্গে ডাম্পারের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনাস্থলে মারা যান বাবা মিলন ভক্ত। পিন্টু ভক্তকে উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে পিন্টু ভক্তকে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

রাস্তার দাবিতে অবরোধ, বিক্ষোভ, চাপের মুখে আশ্বাস পূর্ত দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ঠিকাদারের টালবাহানায় ২৮ কিমির মধ্যে ২ কিমি রাস্তার কাজ থমকে ৯ মাস, একের পর এক দুর্ঘটনার পরেও পূর্ত দপ্তর নির্বিকার বলে অভিযোগ। প্রতিবাদে বাঁকুড়ার পাটপুরে অবরোধ, বিক্ষোভ স্থানীয়দের। প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়লেন পূর্ত দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার, চাপে পড়ে আশ্বাস পূর্ত দপ্তরের।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ২৮ কিমি রাস্তা নতুন করে তৈরির বরাত পেয়ে ২৬ কিমি রাস্তা তৈরী করেছিলেন সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার। রাস্তাজুড়ে খাল খুঁড়ে বাকি ২ কিমি রাস্তা দীর্ঘ ৯ মাস ধরে ফেলে রেখেছিলেন সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার। পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ না ওঠায় শেষ পর্যন্ত অবরোধস্থলে যান পূর্ত দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার। তাঁকে ঘিরেও প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়েন অবরোধকারীরা। চাপে পড়ে অবশেষে আগামী ৭ দিনের মধ্যে কাজ শুরু করার ব্যাপারে পূর্ত দপ্তর আশ্বাস দিলে অবরোধ ওঠে। ঘটনাটি বাঁকুড়ার কোতুলপুর ব্লকের পাটপুর মোড়ের।

প্রায় ৯ মাস আগে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর ব্লকের বাঁকাদহ মোড় থেকে কোতুলপুর ব্লকের জয়রামবাটি মোড় পর্যন্ত প্রায় ২৮ কিমি রাস্তা নতুন করে নির্মাণের বরাত পায় এক ঠিকাদার। কাজও শুরু হয়। গোটা রাস্তা খুঁড়ে ফেলা হয়। ২৮ কিমি রাস্তার মধ্যে ২৬ কিমি রাস্তা নতুন করে নির্মাণও করে ফেলা হয়। কিন্তু দাবি, কোতুলপুর ব্লকের লালবাজার থেকে পাটপুর মোড় পর্যন্ত ২ কিলোমিটার রাস্তার কাজ কিছুতেই শুরু করছেন না ঠিকাদার। এদিকে ওই রাস্তা খোঁড়া অবস্থায় দীর্ঘদিন ধরে ফেলে রাখায় রাস্তাটি চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে। বারংবার ঘটতে থাকে দুর্ঘটনা। এই পরিস্থিতিতে মাসখানেক আগে পাটপুর মোড়ে পথ অবরোধ করেছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

সেসময় কোতুলপুর থানার পুলিশ অবরোধকারীদের আশ্বাস দেয় দ্রুত ওই ২ কিমি রাস্তার কাজ শুরু করা হবে। কিন্তু তারপরও ঠিকাদারের টালবাহানায় রাস্তার কাজ শুরু না হওয়ায় শনিবার সকাল থেকে পাটপুর মোড়ে পথ

অবরোধ শুরু করেন স্থানীয়রা। দাবি তোলেন ঠিকাদারকে অবরোধস্থলে এসে আশ্বাস দিতে হবে। কোতুলপুর থানার পুলিশ অবরোধকারীদের সরানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। শেষ অবধি অবরোধস্থলে হাজির হন পূর্ত দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার। তাঁকে ঘিরে চলতে থাকে অবরোধকারীদের বিক্ষোভ। শেষ পর্যন্ত স্থানীয় একটি ঘরে ঢুকে পূর্ত দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার আগামী সাত দিনের মধ্যে রাস্তা নির্মাণের আশ্বাস দিলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

সন্দেশখালি কাণ্ডের প্রতিবাদে বামেরা, দাহ মমতার কুশপুতুল

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: সন্দেশখালির ঘটনার প্রতিবাদে পথে নামল বাম মহিলা সংগঠন ভারতের গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটি।

শনিবার সন্দেশখালির ঘটনার প্রতিবাদে বর্ধমান শহরে বিক্ষোভ মিছিল করার পাশাপাশি এদিন জেলা পুলিশ সুপারের কাছে স্মারকলিপি পেশ করা হয়। মহিলাদের নিরাপত্তা প্রদান সহ সন্দেশখালির ঘটনায় যুক্ত সকলকে গ্রেপ্তারের দাবিতে সরব হন মহিলারা। তাঁদের অভিযোগ, তৃণমূল নেতারা দিনের পর দিন মহিলাদের ওপর অত্যাচার চালিয়েছেন। সেই ঘটনার অভিযোগে দোষীদের যাতে দ্রুত গ্রেপ্তার করা হয় তার দাবি জানানো হয় এদিন।

এদিন বিক্ষোভের পাশাপাশি কার্জন গেট চত্বরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুশপুতুল দাহ করে প্রতিবাদ জানান বাম মহিলা সংগঠনের কর্মীরা। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এদিন মহিলারা বিক্ষোভ কর্মসূচিতে যোগ দেন। এদিন পার্কাস রোড থেকে মিছিল করে কার্জন গেট চত্বরে মিছিল পৌঁছতেও পুলিশের ব্যারিকেডের সামনে ও কার্জন গেট চত্বরে পুরাতন জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা।

দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখানোর পর জেলা পুলিশ সুপারের কাছে মহিলাদের সুরক্ষার দাবিতে ও সন্দেশখালির ঘটনায় দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়।

ডিজিটাল প্রযুক্তিতে মৎস্য চাষ সম্প্রসারণের অভিনব উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, নন্দীগ্রাম: পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় মাছ চাষের সম্প্রসারণে অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করা হল। মাছ চাষে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অবস্থানগতভাবে মাছ চাষের জন্য উপযুক্ত। বহু মানুষ এই পেশায় যুক্ত। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার প্রায় ২৫টি ব্লকেই মাছ চাষ হয়। অবস্থানগত কারণে নন্দীগ্রাম মাছ চাষের একটি উর্বর ক্ষেত্র। একদিকে নোনা জল অন্যদিকে মিষ্টি জল দুইয়ের কারণে নন্দীগ্রামে বিভিন্ন ধরনের মাছের চাষ হয়। মাছ চাষ সম্প্রসারণে সদা সচেষ্ট আধিকারিকরা। এবার সেই মাছ চাষ সম্প্রসারণে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার করা শুরু হয়েছে।

প্রতিনিয়ত মৎস্যজীবীদের পাশে থাকতে অভিনব উদ্যোগ নিল পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম-১ ব্লক মৎস্য বিভাগ। মৎস্য চাষি, মৎস্য বিক্রেতা, মৎস্যজীবী সহ মৎস্য উদ্যোক্তাদের নিয়ে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে গ্রুপ বানিয়েছে এবং একইসঙ্গে অনলাইনে হাতের মুঠো ফোনে

সরাসরি ভার্চুয়াল আলোচনা সভা প্রশিক্ষণ শিবির করা হচ্ছে এতে প্রযুক্তি সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে মৎস্য ব্যবসায় পেশাগত দিক খুঁজে পাচ্ছে তরুণ ও যুবক সম্প্রদায়।

নন্দীগ্রাম-১ ব্লকের মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ বিভাগ থেকে জানা যায়, ব্লকের সমস্ত মৎস্যজীবী, মৎস্যচাষি, নব মৎস্য-উদ্যোক্তাকে এই গ্রুপে যুক্ত করে মৎস্য দপ্তরের সরকারি বিভিন্ন নির্দেশিকা ও মৎস্য-চিংড়ি-কাঁকড়া চাষ, আহরণ, বিপণন, প্রক্রিয়াকরণ, প্রকল্প সহ আধুনিক তথ্য দেওয়া এবং এই যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ দ্রুত ও কার্যকর ভাবে সকলের কাছে পৌঁছনো ও সর্বোপরি প্রশিক্ষণ ও আলোচনাসভা বিষয়ক তথ্য আদান-প্রদানের জন্য এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা হয়েছে।

সাউদখালি, আমগেছিয়া ও কাঞ্চননগর গ্রামের বিভিন্ন মাছ চাষিদের কথায়, এই ভাবে অনলাইনে খুব সহজে বাড়িতে, মাছের খামারে বসেই মাছ চাষ বিষয়ে আলোচনা করার সুবিধার পাশাপাশি অন্যান্য মাছ চাষিদের সঙ্গে পরিচিতি বাড়ছে। বিভিন্ন পেশায় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের তথ্য আদানপ্রদান গুরুত্ব পাচ্ছে। সেখানে পিছিয়ে নেই প্রত্যন্ত গ্রামের মাছ চাষিরা। আগামী দিনে মাছ চাষের সম্প্রসারণে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম আরও বেশি অবদান রাখবে বলে অভিমত নন্দীগ্রাম ১ ব্লক মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিকের।

দিল্লি বিধানসভার আস্থা ভোটে জিতে বিজেপিকে আক্রমণ কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি: শনিবার দিল্লি বিধানসভায় আস্থা ভোটে জয়ী হল আপ। শুক্রবারই আস্থা ভোটের প্রস্তাব দেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এদিন আম আদমি পার্টির ৬২ জন বিধায়কের মধ্যে ৫৪ জন উপস্থিত ছিলেন আস্থা ভোটে। ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয় ভোট। আর প্রত্যাশামতোই সেই ভোটে জয়ী হল কেজরিওয়ালের দল।

তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও কেন আস্থা ভোট, এর উত্তরে কেজরিওয়ালের মন্তব্য, 'কক্ষে আমরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। তবুও আস্থা ভোট দরকারি, কেননা বিজেপি আপ বিধায়কদের ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে।' প্রসঙ্গত, কেজরিকে এর আগে বলতে শোনা গিয়েছিল, তাঁর কাছে দুই আপ বিধায়ক আগেই অভিযোগ জানিয়েছেন, বিজেপির তরফে টাকার প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে দলীয় প্রতিনিধিদের। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'ওঁরা বিধায়কদের ২৫ কোটি টাকার টোপ দিয়েছেন বিজেপিতে যোগ দিতে। পরে আমরা খোঁজ করে দেখেছি, ২১ নয়, ৭ জন বিধায়কের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে বিজেপি।'

প্রসঙ্গত, গত বুধবার ষষ্ঠবার কেজরিকে তলব করে ইডি। আগামী সোমবার অর্থাৎ ১৯ মার্চ তাঁকে হাজিরা দিতে বলা হয়েছিল। এর আগে পাঁচবার তাঁকে তলব করা হলেও যাননি আপ সুপ্রিমো। সেই সংক্রান্ত মামলায় শনিবার আদালতে উপস্থিত হওয়ার কথা কেজরিওয়ালের। কিন্তু আস্থা ভোটের কারণ দেখিয়ে সশরীরে আদালতে যাননি কেজরিওয়াল। এদিন ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে তিনি শুনানিতে অংশ নিয়েছিলেন।

এদিন দিল্লি বিধানসভায় বিজেপিকে প্রবল ভাবে আক্রমণ করেন কেজরিওয়াল। তাঁর কটাক্ষ, বিজেপি 'রামভক্ত' হওয়ার দাবি করে অথচ। হাসপাতালে গরিব মানুষদের ওষুধ দেওয়া বন্ধ করে দেয়। সেই সঙ্গে তাঁর দাবি, 'যদি এবার বিজেপি জিতেও যায়, আপ ২০২৯ সালে দেশকে বিজেপিমুক্ত করবেই।'

সফল উৎক্ষেপণ ইসরোর নতুন স্যাটেলাইট 'নটি বয়'-এর

শ্রীহরিকোটা, ১৭ ফেব্রুয়ারি: শনিবার বিকেল ঠিক ৫.৩৫ মিনিট। অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটা থেকে ইনস্যাট-৩ডিএস উপগ্রহ নিয়ে যাত্রা শুরু করল ইসরোর 'নটি বয়' বা 'দুষ্টু ছেলে'। ইসরো সূত্রে খবর, এখনও অবধি ১৫ বার মহাকাশে পাড়ি দিয়েছে জিএসএলভি রকেট। তবে তার মধ্যে ছ'বার যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য মহাকাশযাত্রা সফল হয়নি। এবার শেষ বারের পরীক্ষা সফল হয় কিনা সে আশায় বুক বেঁধে রেখেছে ইসরো। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা জানিয়েছে, নতুন স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ সফল হয়েছে। পৃথিবীর কক্ষপথে সেটিকে নিরাপদে বসিয়ে দিলেই ইসরোর মুকুটে ফের নতুন পালক জুড়বে।

'দুষ্টু ছেলের' ভালো নাম অবশ্য জিওসিক্রোনাস স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকেল। এই ডাকনাম দিয়েছেন ইসরোর প্রাক্তন চেয়ারম্যান। রকেটটির মতিগতি বুঝতে রীতিমতো হিমশিম খেয়েছেন ইসরোর বৈজ্ঞানিকরা। তাই আদর করে সেটির নাম রাখা হয়েছে 'দুষ্টু ছেলে'। এই রকেটের হাবভাবও নাকি দুষ্টু ছেলেরই মতো। সে ভারী ডানপিটে। যদি রকেটের মুড ঠিক থাকে তাহলেই মহাকাশযাত্রা সফল হয়, আর যদি বিগড়ে যায় তাহলেই ব্যর্থ। এইভাবে ছয় বার এই দুষ্টু ছেলে পরীক্ষায় ডাহা ফেল করেছে।

বছর বছর জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ভারতে বেড়েই চলেছে ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, প্রবল তুষারপাত, বন্যা, ভয়ংকর দাবানলের গ্রাসে ছাই হয়ে যাচ্ছে সবুজ বনভূমি। এমন আবহাওয়ার খামখেয়ালি ও দৌরাত্ম্যকে হাতের মুঠোয় আনতেই ইসরোর 'দূত' ইনস্যাট-৩ডিএস যাচ্ছে মহাকাশে। পৃথিবীর নিম্নকক্ষে বসে জলবায়ুর গতিপ্রকৃতির দিকে নজর রাখবে ইনস্যাট। লক্ষ্য করবে সাগর-মহাসাগরকে। দুর্যোগ আসবে কিনা তার আগাম বার্তা পাঠাবে।

লোহিত সাগরে হামলা, ভারতগামী তেলের ট্যাঙ্কারে মিসাইল ছুঁড়ল হাউথিরা

সানা, ১৭ ফেব্রুয়ারি: ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল লোহিত সাগর। ভারতগামী তেলের ট্যাঙ্কারে মিসাইল ছুঁড়ল হাউথিরা। শুক্রবার এই হামলার বিষয়ে জানিয়েছে মার্কিন বিদেশদপ্তর। গত মাস তিনেক ধরে বিভিন্ন দেশের চোখ রাঙানি উপেক্ষা করে লোহিত সাগরে হামলা চালাচ্ছে ইয়েমেনের হাউথিরা। আক্রমণ করছে পণ্যবাহী জাহাজগুলোকে। যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পথে।

সূত্রের খবর, পানামার নিশানধারী একটি ট্যাঙ্কার অপরিশোধিত তেল নিয়ে ভারতে আসছিল। তখনই ইয়েমেন থেকে লোহিত সাগরে সেটিতে আঘাত হানা হয়। মার্কিন বিদেশদপ্তর জানিয়েছে, শুক্রবার সকালে এম/টি পোলাক্স নামের ট্যাঙ্কারটিতে ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়া হয়। ইয়েমেনের কাছে মোখা বন্দর থেকে মিসাইলটি নিক্ষেপ করা হয়েছিল। এই হামলায় জাহাজটির অল্প ক্ষতি হয়েছে। নাবিকরা সকলে সুরক্ষিত রয়েছে।

এ নিয়ে মার্কিন বিদেশদপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার বলেন, একের পর এক আন্তর্জাতিক জাহাজ নিশানা করছে হাউথিরা। অসংখ্য যৌথ এবং আন্তর্জাতিক বিবৃতি দিয়ে আক্রমণ বন্ধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে হাউথিদের। কিন্তু ওরা হামলা জারি রেখেছে। এদিনের ঘটনা তারই উদাহরণ। ইরানের মদতপুষ্ট এই জঙ্গিদের বিরুদ্ধে পালটা আক্রমণ শানাচ্ছে আমেরিকা ও ব্রিটেনও। যেকোনও সময় বাজতে পারে যুদ্ধের দামামা। কয়েকদিন আগে লোহিত সাগরের এই উত্তপ্ত পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল চিন।

উল্লেখ্য, গত বছরের নভেম্বর মাস থেকে বাণিজ্যতরী লক্ষ্য করে লোহিত সাগরে অন্তত ২৭টি হামলা চালিয়েছে হাউথিরা। জাহাজগুলোর ক্ষতির পাশাপাশি বিপন্ন হচ্ছে নিরীহ নাবিকদের জীবন। যে কারণে বহু বাণিজ্যতরী সুয়েজ খাল এড়িয়ে যাচ্ছে। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে। মাস খানেক আগে ভারতীয় বাণিজ্যতরীতেও ড্রোন হামলা চালিয়েছিল হাউথিরা। ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধের পর থেকেই লোহিত সাগরে হামলা বৃদ্ধি পেয়েছে। ইরানের মদতপুষ্ট হাউথিদের তরফে জানানো হয়েছে গাজায় প্যালেস্তিনীয়দের সমর্থনে এই হামলা চালানো হচ্ছে। ইজরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে হামাসের পক্ষে রয়েছে তারা। যতদিন না গাজায় ইজরায়েলি ফৌজ হামলা বন্ধ করছে ততদিন এই আক্রমণ চলবে।

ইরানে পারিবারিক বিবাদের জেরে ১২ জনকে গুলি করে খুন!

তেহরান, ১৭ ফেব্রুয়ারি: শুধুমাত্র পারিবারিক অশান্তির জেরে! আর তাতেই পরিবারের ১২ জন সদস্যকে গুলি করে হত্যার অভিযোগ উঠল ইরানের এক যুবকের বিরুদ্ধে। এই ঘটনা গত কয়েক দশকে সেদেশে হওয়া হত্যাকাণ্ডগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর। জানা গিয়েছে, শনিবার ভোরে নৃশংস এই ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ইরানের একটি গ্রামীণ এলাকায়। অভিযুক্ত যুবকের নাম প্রকাশ্যে আনা হয়নি। স্থানীয় সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ইরানের কেরমান প্রদেশের বিচার বিভাগীয় প্রধান ইব্রাহিম হামিদি জানান, ৩০ বছর বয়সি এক যুবক তাঁর বাবা, ভাই-সহ পরিবারের বাকি সদস্যকে গুলি করে হত্যা করেছেন। পারিবারিক বিবাদের জেরেই পরিবারের ১২ জনকে খুন করা হয়েছে। কালাশনিকভ অ্যাসল্ট রাইফেল ব্যবহার করেই এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন অভিযুক্ত। বলে রাখা ভালো, ইরানে একমাত্র শিকারের কাজে ব্যবহৃত হয় এমন রাইফেলই রাখার অনুমতি দেওয়া হয় নাগরিকদের। যা গ্রামীণ এলাকাগুলোতে স্বাভাবিক।

ইরানের স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলোর মতে, এদিনের ঘটনা ইরানে বন্দুকবাজের হামলার ঘটনাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভয়ংকর। কত কয়েক দশকে এই ধরনের হত্যাকাণ্ডে একসঙ্গে এতজন নিহত হননি। ২০২২ সালে এক কর্মী তাঁর অফিসের তিনজনকে গুলি করার পর আত্মঘাতী হয়েছিলেন। তাঁকে কর্মস্থল থেকে বরখাস্ত করা করা হয়েছিল। যার বদলা নিতে হত্যালীলা চালিয়েছিলেন ওই কর্মী। এর আগে ২০১৬ সালে এক যুবক তাঁর পরিবারের ১০ জনকে গুলি করেছিলেন।

১১৪ কোটির ফাইবারনেট দুর্নীতি মামলায় 'প্রধান অভিযুক্ত' চন্দ্রবাবু

চার্জশিট দিল অন্ধ্র সিআইডি

অমরাবতী, ১৭ ফেব্রুয়ারি: ১১৪ কোটি টাকার ফাইবারনেট দুর্নীতির মামলায় অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা তেলুগু দেশম পার্টি (টিডিপি)-র প্রধান চন্দ্রবাবু নায়ডুকে 'প্রধান অভিযুক্ত' হিসাবে চিহ্নিত করল সে রাজ্যের পুলিশ। অন্ধ্র পুলিশের সিআইডির তরফে বিজয়ওয়াড়া এসিবি আদালত পেশ করা চার্জশিটে এই দাবি করা হয়েছে। চন্দ্রবাবু ছাড়াও চার্জশিটে নাম রয়েছে নেট ইন্ডিয়া হায়দ্রাবাদের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ভি হরিকৃষ্ণ প্রসাদ, আইআরটিএস আধিকারিক কে সম্ভাশিব রাও-সহ কয়েক জন অভিযুক্তের। চার্জশিটে বলা হয়েছে, 'তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নায়ডুর হাতেই জ্বালানি, পরিকাঠামো এবং বিনিয়োগ সংক্রান্ত দপ্তর ছিল। তিনি ব্যক্তিগত ভাবে ফাইবারনেট প্রকল্পটি কার্যকর এবং বরাত বণ্টনের সুপারিশ করেছিলেন।' প্রসঙ্গত, চন্দ্রবাবুর ২০১৪-'১৯ সালের মুখ্যমন্ত্রিত্বের সময় ৩৩০ কোটি টাকার এপি ফাইবারনেট প্রকল্প 'ফেজ-১'-এর বরাদ্দের জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি হয় বলে অন্ধ্রপ্রদেশ সিআইডির অভিযোগ। টেন্ডারে অনিয়ম এবং প্রকল্পে ব্যবহৃত সরঞ্জামের 'দাম এবং মান' নিয়ে 'সমঝোতার কারণে' সরকারের অন্তত ১১৪ কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে বলে চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও অভিযোগ উড়িয়ে টিডিপির দাবি, মুখ্যমন্ত্রী জগন্মোহন রেড্ডি এবং তাঁর দল ওয়াইএসআর কংগ্রেস 'রাজনৈতিক প্রতিহিংসা' মেটাতেই মিথ্যা অভিযোগ এনেছে। এ বছর লোকসভা ভোটের সঙ্গেই অন্ধ্রে বিধানসভা ভোট হওয়ার কথা। সে রাজ্যে মূল লড়াই ক্ষমতাসীন ওয়াইএসআর কংগ্রেস এবং প্রধান বিরোধী দল টিডিপির।

ঘটনাচক্রে, গত সেপ্টেম্বরে 'অন্ধ্রপ্রদেশ স্কিল ডেভেলপমেন্ট দুর্নীতি মামলা'য় চন্দ্রবাবুকে গ্রেপ্তার করেছিল জগনের সিআইডি। এক মাসেরও বেশিই সময় জেলে কাটিয়ে 'স্বাস্থ্যের কারণে' জামিনে মুক্তি পান তিনি। ওই মামলায় সিআইডির দাবি, ২০১৫ সালে চন্দ্রবাবু যখন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী, তখন অন্ধ্রের ছেলেমেয়েদের বিবিধ কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য একটি বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে সমঝোতাপত্র (মউ) স্বাক্ষর করে সে রাজ্যের সরকার। মউয়ে বলা ছিল, এই প্রকল্পের ১০ শতাংশ খরচ বহন করবে সরকার আর বাকি ৯০ শতাংশ ওই বেসরকারি সংস্থা। অভিযোগ, চুক্তি মোতাবেক বেসরকারি সংস্থাটি টাকা দেয়নি। সরকারি কোষাগার থেকেই যাবতীয় ব্যয় হয়েছিল। আর বেসরকারি সংস্থাটির না দেওয়া টাকা নাকি ঘুরপথে গিয়েছিল চন্দ্রবাবুর ঘনিষ্ঠ কয়েক জন ব্যক্তির বাণিজ্যিক সংস্থায়।

ভুল চিকিৎসায় মাত্র ১৯ বছর বয়সে প্রয়াত দঙ্গল ছবির 'ববিতা' সুহানি

নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি: 'দঙ্গল' ছবির সেই ছোট্ট ববিতা ফোগটকে মনে আছে? ভুল চিকিৎসার শিকার হয়ে প্রাণ হারালেন ববিতা ওরফে সুহানি ভাটনগর। বয়স হয়েছিল মাত্র ১৯ বছর। পরিবার সূত্রে খবর, কিছু দিন আগেই এক দুর্ঘটনার সম্মুখীন হন সুহানি। সেই দুর্ঘটনায় তাঁর পা ভেঙে যায়। পরিবারের দাবি, যে ওষুধ তাঁকে দেওয়া হচ্ছিল তা থেকে শরীরের তরলের মাত্রা (ফ্লুইড) ক্রমশ বাড়তে শুরু করে তাঁর। শুরু হয় পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। দিল্লির এইমস হাসপাতালে ভর্তিও করা হয় সুহানিকে। আইসিইউতে চলছিল চিকিৎসা। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। শুক্রবার মারা যান তিনি। আমির খানের 'দঙ্গল' সিনেমার দৌলতে হরিয়ানার ফোগত-বোনদের লড়াইয়ের কাহিনি এখন ভারতীয় ক্রীড়ামহলে বহুল প্রচারিত। তাঁদের লড়াইয়ের কাহিনিই তুলে ধরা হয়েছিল সেই সিনেমায়। এই ছবির মাধ্যমে বলিউডে অভিষেক হয় ফাতিমা সানা শেখ, সানিয়া মালহোত্র ও সুহানি ভাটনাগরের। এই তিন তরুণীকে দেখা যায় আমিরের মেয়ের চরিত্রে। মাত্র ১৯ বছরে প্রয়াত আমিরের পর্দার মেয়ে।

Dhap Dhapi-1 Gram Panchayat
Kumarhat, Baruipur, South 24 PGS, 743387
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders is invited from the resourceful and experienced bidders having 60% credential for execution of different development work(s) under GP area. NIT details given below:- **343/DD-1, Date: 16.02.2024, (Sl.- 1) & Retender 324/DD-1, Date: 16.02.2024, (Sl.- 1-3).** Date of Publish Bid Submission Start Date: **17.02.2024.** Bid Submission Closing Date: **22.02.2024.** Bid Opening Date: **24.02.2024.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Dhap Dhapi-1 Gram Panchayat

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/507/23-24 Dated 17.02.2024	Construction of Concrete Road with covered drain near Shila Clinic at Sonarpur Bazar in Ward No.-10 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 1,77,294.00
WBMAD/ULB/ RSM/508/23-24 Dated 17.02.2024	Construction of surface drain at Mondal para near house of Santu Da & Culvert at Ramchand Dey street in ward no-26, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 1,74,902.00

Bid Submission end date: **27.02.2024 at 10-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman., Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/506/23-24 Dated 17.02.2024	Construction of (A) Concrete Road Near Gangadhar Mondal Houne, (B) Surface Drain from H/O Dinesh Majumder to Master Da House, (C) Reparing of Concrete Road Near Borda - Chotda Shop & (D) Concrete Road from H/O Ajit Sarkar to H/O Prasanta Sarkar Opp. Side of Sanjukta Parishad at R.G.Pally in Ward No.-12 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.5,93,864.00

Bid Submission end date: **27.02.2024 at 10-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman., Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/497/23-24 Dated 16.02.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP, Manickpur Naskarpara Maitri Sangha Club at Ward Number 23, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.1,07,320.00
WBMAD/ULB/ RSM/498/23-24 Dated 16.02.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP, Manickpur Naskarpara Main Road at Ward Number 23, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.1,07,320.00
WBMAD/ULB/ RSM/499/23-24 Dated 16.02.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP, Manickpur Naskarpara lichu Bagan Mukhtar Ali Sekh House at Ward Number 23,under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 1,07,320.00
WBMAD/ULB/ RSM/500/23-24 Dated 16.02.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP, Manickpur Naskarpara Ghosalpara Chandir Ration Shop at Ward Number 23,under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 1,07,320.00
WBMAD/ULB/ RSM/501/23-24 Dated 16.02.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP, Manickpur Musalman Para Agradut Club at Ward Number 23, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 1,07,320.00
WBMAD/ULB/ RSM/502/23-24 Dated 16.02.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP, Manickpur Daspara Manickpur Health Centre at Ward Number 23, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 1,07,320.00
WBMAD/ULB/ RSM/503/23-24 Dated 16.02.2024	Installation of 01 no of Electrical Mini Mast Light there must be LED glow sign board with name & picture of MP , Manickpur Subhas Block Shanti Sangha at Ward Number 23, under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.1,07,320.00

Bid Submission end date: **27.02.2024 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman., Rajpur-Sonarpur Municipality

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

SEALED TENDER NOTICE
NIT No: 25/EO/NAKASHIPARA/2023-2024
Sealed TENDER invited by the Executive Officer Nakashipara Panchayat Samity, Bethuadahari, Nadia. For Repairing & renovation of Sajaldhara, Soak pit, both side of road, cement concrete road etc different work at different site under Nakashipara Panchayat Samity. Last date of application : 20/02/2024 upto 1.30 PM. For mor details please contact to the office.
Sd/- S. Dutta.
Executive Officer
Nakashipara Panchayat Samity, Bethuadahari, Nadia.

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum
(i) N.I.Q. No.- (i) WBMAD/ULB/BM/PW/15th Finance Grant/N.I.Q.- 09/2023-24 Memo No.- 3263/BM/2023-24 Dated : 17.02.2024 Name of the Work- (1) Procurement of Conservancy materials for the purpose of SWM (Phase-1 to Phase- 5) under Bolpur Municipality (Including with GST). **Last Date of Submission 28.02.2024**. For details see Bolpur Municipality Notice Board and Website : **www.bolpurmunicipality.org**
(i) N.I.T. No.- (i) WBMAD/ULB/BM/PW/Water Supply Scheme/NIT-24/2023-2024 Memo No. 3264/BM/2023-24 Dated : 17.02.2024 **Name of the Work-** (1) Installation of Submersible pump within 80mm dia and 72m depth ward no. 11, 20, 21 under Bolpur Municipality. **Last Date of Submission 28.02.2024**. For details see Bolpur Municipality Notice Board and Website : **www.bolpurmunicipality.org**
Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/505/23-24 Dated 17.02.2024	CONSTRUCTION OF BLACK TOP ROAD AT K.C. DUTTA ROAD FROM MISHRA PARA TO N.S. BOSE ROAD AT WARD NO.- 17 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs.10,27,973.00

Bid Submission end date: **04.03.2024 at 10-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Chairman.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/504/23-24 Dated 17.02.2024	Construction of Concrete Road from Bijan park sani Mandir to Sambhu Das House Length 231 Mtr width 3.650 Mtr, including 2 Bye Lane in Ward No.-14 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.11,75,144.00

Bid Submission end date: **04.03.2024 at 10-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

Notice Inviting Quotation
Sealed Quotation are being invited by The SDO, Egra Irrigation Sub-Division, Egra, Purba Medinipur for supplying a commercial Non-AC Diesel / Petrol driven Motor Cab from the bonafied and resourceful owners / suppliers bearing **N.I.Q. No-WBIW/SDO/EISD/NIQ- 01/2024-25** and Circulated Via T.O. No.-49E/1(4), Dated-16.02.2024. For details see Website "**https:// wbiwd.gov.in/index.php/applications/tenders**".
Sd/-
Sub Divisional Officer,
Egra Irrigation Sub-Division
Egra, Purba Medinipur

উত্তরের পর দক্ষিণে হামলা ইজরায়েলি সেনার, ক্রমাগত আঘাত রাফায়

গাজা, ১৭ ফেব্রুয়ারি: হামাস জঙ্গিদের খতম করতে গোটা গাজা ভূখণ্ড তোলপাড় করছে ইজরায়েলি ফৌজ। উত্তর গাজা গুঁড়িয়ে দেওয়ার পর এবার তীব্র আক্রমণ চলছে দক্ষিণে। পাশাপাশি আঘাত হানা হচ্ছে রাফায়। মিশর সীমান্তবর্তী এই শহরই সাধারণ মানুষের শেষ আশ্রয়। কিন্তু এবার আর পালানোর পথ নেই। ইজরায়েলের হামলা, অনাহার, রোগব্যাধিতে কার্যত কোণঠাসা হয়ে গিয়েছে শহরটি। আগামীদিনে রাফায় ইহুদি দেশটির অভিযানের ভয়ংকর পরিণতি নিয়ে আতঙ্কের প্রহর গুনছে মানবাধিকার সংস্থাগুলো। সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, রাফা শহরের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে ত্রাণ সরবরাহকারী সংগঠনগুলো। ইজরায়েলের হামলা থেকে বাঁচতে এই শহরে আশ্রয় নিয়েছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। কিন্তু এবার হামাস জঙ্গিদের নিঃশেষ করতে এখানেও আক্রমণ শানাচ্ছে ইজরায়েলি ফৌজ। অনাহারে ভুগছেন মানুষ। বাড়ছে নানা রোগের প্রকোপ। এহেন পরিস্থিতিতে ত্রাণ সংস্থা মেডেসিনস সানস ফ্রন্টিয়েরস সতর্ক করে বলেছে, রাফায় প্রায় ১৪ লক্ষ মানুষের জীবন অনিশ্চিত। আর পালানোর পথ নেই। এদিকে হামাসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, গাজায় যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবের অগ্রগতি হচ্ছে না ইজরায়েলের জন্যই।

উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই ঘুমের মধ্যেই প্রাণ ৩৭ প্যালেস্তিনীয়র প্রাণ কেড়েছিল ইজরায়েলি সেনার সাঁড়াশি হানা। ইজরায়েল যখন হামলা চালায় তখন ঘুমিয়ে ছিলেন সকলেই। রাফায় ইজরায়েলি সেনার অভিযান নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে বিশেষ অনুরোধ করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। বলেছিলেন, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করে রাফায় যেন ইজরায়েল হামলা না চালায়। কারণ বিশেষজ্ঞদের মতে, যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজায় রাফা আসলে আমজনতার শেষ আশ্রয়। সেখানে হামলার আগে নাগরিকদের সুরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

ময়দান

EKDIN, VOL. 17, ISSUE NO. 247, KOLKATA, SUNDAY, 18 FEBRUARY 2024, PAGE 8

কলকাতা ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

জয়সোয়ালের শতকে রাজকোট টেস্টের নিয়ন্ত্রণ ভারতের হাতে

নিজস্ব প্রতিনিধি: দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ে আগের দিন শতক তুলে নেওয়া বেন ডাকেট ছিলেন উইকেটে। ছিলেন ইংল্যান্ডের ইতিহাসের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান জো রুটও। ২ উইকেটে ২০৭ রান নিয়ে দিন শুরু করা ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংসে লিড নিতে পারে কি না, প্রশ্ন ছিল সেটি নিয়েই। কিন্তু রাজকোটে আজ দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ালেন ভারতীয় বোলাররা। মায়ের অসুস্থতার কারণে বাড়ি চলে যাওয়া মূল স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে ছাড়াই খেলা ভারতীয়রা আর মাত্র ১১২ রানের মধ্যেই অলআউট করে দেয় ইংল্যান্ডকে। তাতে প্রথম ইনিংসে ১২৬ রানের লিড পেয়ে যায় ভারত। দিন শেষে যা বেড়ে হয়েছে ৩২২ রান।

ভারত তৃতীয় দিনটা শেষ করেছে ২ উইকেটে ১৯৬ রান তুলে। বিশাখাপট্টনমে ঠিক আগের টেস্টের প্রথম ইনিংস ক্যারিয়ারের প্রথম দ্বিশতক পাওয়া যশস্বী জয়সোয়াল আরেকটি শতক পেয়ে গেছেন আজ। সাত টেস্টের ক্যারিয়ারের তৃতীয় শতক পাওয়া ভারতীয় ওপেনার করেছেন ১০৪ রান। দিনের শেষভাগে পিঠের ব্যথার কারণে মাঠ ছেড়ে উঠে যান ২২ বছর বয়সী এই ব্যাটসম্যান। ১৫৫ রানের দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে জয়সোয়ালের সঙ্গী শুবমান গিল অপরাজিত আছেন ৬৫ রানে। জয়সোয়াল চোট নিয়ে মাঠ ছাড়ার পর উইকেটে আসা রজত পাতিদার ফিরেছেন কোনো রান না করেই। নাইটওয়াচম্যান কুলদীপ যাদব অপরাজিত ৩ রানে।

গিলের সঙ্গে জুটি বাঁধার আগে অধিনায়ক রোহিত শর্মাকে নিয়ে উদ্বোধনী জুটিতে ৩০ রান যোগ করেন জয়সোয়াল। ২৮ বলে ১৯ রান করে জো রুটের বলে এলবিডব্লু হয়েছেন রোহিত। সুইপ করতে গিয়ে বলের লাইন মিস করেন রোহিত। বল লেগ স্টাম্পের বাইরে পিচ করেছে ধারণা করে আম্পায়ার জোয়েল উইলসন আউট দেননি। রিভিউ নিয়ে উইকেটটি পেয়েছে ইংলিশরা। এরপর ইংলিশদের হতাশ করে তরতরিয়েই ভারতের ইনিংস এগিয়ে নিয়েছেন জয়সোয়াল ও গিল। ৩৯তম ওভারের শেষ বলে মার্ক উডকে কাভার দিয়ে চার মেরে তিন অঙ্ক ছোঁয়া জয়সোয়ালই ছিলেন বেশি আক্রমণাত্মক। ১২২ বলে ১০০ পাওয়া জয়সোয়াল ১৩৩ বলের ইনিংসে মেরেছেন ৯টি চার ও ৫টি ছক্কা।

দিনের শেষ দেড় সেশন জয়সোয়াল-গিলের, আর প্রথম দেড় সেশন ভারতীয় বোলারদের। ৪ উইকেট নিয়ে যেখানে নেতৃত্ব দিয়েছেন মোহাম্মদ সিরাজ। আগের দিন ওলি পোপকে ফেরানো ভারতীয় পেসার আজ ৩ উইকেট নিয়েছে ছেঁটে দিয়েছেন ইংলিশ-লেজ। ফিরিয়েছেন বেন ফোকস, রেহান আহমেদ ও জেমস অ্যান্ডারসনকে।

ইংল্যান্ড প্রথম উইকেট হারায় দিনের পঞ্চম ওভারে। যশপ্রীত বুমরাকে রিভার্স স্কুপ করতে গিয়ে দ্বিতীয় স্লিপে জয়সোয়ালের হাতে ক্যাচ তোলেন ১৮ রান করা জো রুট।

পরের ওভারেই জনি বেয়ারস্টোকে 'হাঁস' উপহার দেন কুলদীপ যাদব। রিভিউ নিয়েও বাঁচতে পারেননি বেয়ারস্টো।

১৩৩ রান নিয়ে দিন শুরু করা ডাকেট ফিরেছেন এরপর। টেস্ট ক্যারিয়ারের দ্বিতীয়বার ১৫০ পেরোনোর পর কুলদীপের করা অফ স্টাম্পের বাইরের এক বল তাড়া করে কাভারে গিলের হাতে ক্যাচ তোলেন ডাকেট। ১৫১ বলে ১৫৩ রান করা ইংলিশ ওপেনারের ইনিংস সাজানো ২৩টি চার ও ২ ছক্কায়।

ডাকেট যখন ফেরেন ইংল্যান্ডের স্কোর ২৬০/৫। সেখান থেকে ফোকসকে নিয়ে ইনিংস মেরামতে কাজ শুরু করেছিলেন স্টোকস। তবে জুটিতে ৩৯ রান ওঠার পর রবীন্দ্র জাদেজাকে কাউ কর্নার দিয়ে উড়িয়ে মারতে গিয়ে ওয়াইড লং অনে বুমরার হাতে ক্যাচ দেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক। স্টোকসের বিদায়ের এক বল পরেই সিরাজ ফেরান ফোকসকে। ইংলিশরা শেষ ৫ উইকেট হারায় ৭ ওভারের মধ্যে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ভারত ৪৪৫ ও ৫১ ওভারে ১৯৬/২ (জয়সোয়াল আহত অবসর ১০৪, গিল ৬৫; হার্টলি ১/৪২, রুট ১/৪৮)।

ইংল্যান্ড ১ম ইনিংস ৭১.১ ওভারে ৩১৯ (ডাকেট ১৫৩, স্টোকস ৪১, পোপ ৩; সিরাজ ৪/৮৪, জাদেজা ২/৫১)।

নর্থইস্টের বিরুদ্ধে ৪-২ গোলে জয় মোহনবাগানের

মোহনবাগান ৪ (লিস্টন, কামিংস, পেত্রাতোস, সাহাল)
নর্থইস্ট ২ (জুরিচ-২)

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইএসএলে জয়ের হ্যাটট্রিক মোহনবাগানের। শনিবার ঘরের মাঠে নর্থইস্ট ইউনাইটেডকে ৪-২ গোলে হারিয়ে দিল তারা। শীর্ষস্থানে থাকার লড়াইয়ে এ বার ওড়িশা এফসি-র ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করল তারা। শনিবার গোলে ফিরলেন লিস্টন কোলাসো। পাশাপাশি জেসন কামিংস, দিমিত্রি পেত্রাতোস, সাহাল সামাদ গোল করলেন।

বড় ব্যবধানে জয় পেলেও প্রথমার্ধের অনেকটা সময় জুড়ে নিষ্প্রভ ছিল মোহনবাগান। সংযুক্তি সময়ে গিয়ে তাদের আসল ফুটবল খুঁজে পাওয়া যায়। তার পর থেকে আর পিছন ফিরে তাকায়নি তারা। দ্বিতীয়ার্ধে ভাল ফুটবল খেলেছে তারা। নর্থইস্টকে জায়গাই দেয়নি। গোল না করলেও মোহনবাগানের নেপথ্যনায়ক জনি কাউকো। চারটি গোলের মধ্যে তিনটি গোলের ক্ষেত্রেই অবদান রয়েছে তাঁর। মাঝমাঠে হুগো বুমোসের বদলে তাঁকে নিয়ে আসা কতটা কার্যকরী তা এই ম্যাচে টের পাওয়া গেল। এই ম্যাচে প্রথম বার কাউকোকে শুরু থেকে খেলান কোচ আন্তোনিয়ো লোপেস হাবাস। তাঁর সুফল পাওয়া গেল।

তবে শুরুটা মোটেই ভাল হয়নি। ৬ মিনিটেই গোল খেয়ে যায় মোহনবাগান। বাঁ দিক থেকে বল নিয়ে উঠেছিলেন জিতিন। তিনি বক্সে ক্রস ভাসাতে গিয়েছিলেন। আটকাতে গিয়ে দীপেন্দু বিশ্বাসের হাতে লাগে। রেফারি পেনাল্টি দেন। সেখান থেকে নর্থইস্টকে এগিয়ে দেন টমি জুরিচ। এর পর প্রথমার্ধের মোহনবাগানের খেলায় ঝাঁজ দেখা যায়নি। মাঠ জুড়ে দাপাচ্ছিল নর্থইস্ট। আরও কয়েক বার গোলের কাছাকাছি চলে যায় তারা। বাঁ দিকে জিতিন বার বার সমস্যায় ফেলছিলেন। জুরিচও খারাপ খেলছিলেন না। ২৮ মিনিটে বেমামারের হেড পোস্টে লাগে। বার বার বল হারাচ্ছিলেন মোহনবাগানের ফুটবলারেরা। খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না লিস্টন কোলাসোর সেই খেলা।

তবে গোয়ার এই ফুটবলারই মোহনবাগানের হয়ে সমতা ফেরান। সংযুক্তি সময়ের প্রথম মিনিটের খেলা চলছিল তখন। ডান দিক থেকে পাস বাড়িয়েছিলেন কাউকো। বল রিসিভ করেই বক্সের বাইরে থেকে নীচু শটে গোল করেন লিস্টন। চার মিনিট পরে আবার গোল। দিমিত্রি পেত্রাতোসের ফ্রিকিক বক্সের আগে হেডে ভাসিয়েছিলেন হেক্টর ইয়ুস্তে। সেটি গিয়েছিল বাঁ দিকে দাঁড়ানো কাউকোর কাছে। কাউকো হেড করে বল সাজিয়ে দেন কামিংসকে। অস্ট্রেলিয়ার ফুটবলার ফাঁকা গোলে বল ঠেলেন।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই এগিয়ে যায় নর্থইস্ট। জুরিচ দ্বিতীয় গোল করেন। বক্সের মধ্যে জুরিচকে পাস দিয়েছিলেন নেস্তর আলবিয়াখ। জুরিচ বল নিজের পায়ে রাখেন। সময় নিয়ে জোরালো শটে গোল করেন। এগিয়ে যেতে সময় নেয়নি মোহনবাগান। কামিংস পাস দেন পেত্রাতোসকে। তাঁর সামনে ছিলেন শুধু বিপক্ষের গোলকিপার মিরশাদ মিচু।

ঠান্ডা মাথায় মিরশাদকে পরাস্ত করে গোল করেন পেত্রাতোস। চার মিনিট পরে মোহনবাগানের চতুর্থ গোল সাহাল সামাদের। এ বারও নেপথ্যে সেই কাউকে। বাঁ দিকে ভাল একটি বল বাড়িয়েছিলেন সাহালের উদ্দেশে। বল রিসিভ করে জায়গা তৈরি করে নিয়ে গোল করেন কেরলের ফুটবলার।

ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে কোহলি রোহিতদের প্রতি 'চরমপত্র' জয় শাহর

নিজস্ব প্রতিনিধি: ফিট থাকা সব ক্রিকেটারকে রঞ্জি ট্রফিতে খেলার নির্দেশ দিয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। কিন্তু বোর্ডের নির্দেশ উপেক্ষা করে রাজ্য দল ঝাড়খন্ডের ম্যাচে অনুপস্থিত কেন্দ্রীয় চুক্তিতে থাকা ঈশান কিষান। চুক্তিবদ্ধ আরেক ক্রিকেটার শ্রেয়াস আইয়ার এবং জাতীয় দলের পেসার দীপক চাহারও কাল থেকে শুরু হওয়া গ্রুপ পর্বের শেষ রাউন্ডের ম্যাচে খেলছেন না।

রাজ্য দল চাওয়ার পরও যথাযথ কারণ ছাড়া কেউ রঞ্জিতে না খেললে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন বিসিসিআই সেক্রেটারি জয় শাহ। এ ক্ষেত্রে বোর্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে বাদ দেওয়াও হতে পারে বলে জানিয়েছিল একাধিক ভারতীয় সংবাদমাধ্যম।

তবে এবার আর কোনো ইঙ্গিত নয়, ক্রিকেটারদের চিঠি দিয়ে হুঁশিয়ার করলেন জয় শাহ। বোর্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তির অধীন থাকা (রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিসহ) এবং 'এ' দলের ক্রিকেটারদের উদ্দেশে লেখা চিঠিতে তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, ঘরোয়া ক্রিকেট এখনো ভারতীয় দলে জায়গা করে নেওয়ার গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি। কেউ লাল বলের ক্রিকেটকে এড়িয়ে গেলে সেটা তাঁর ওপর গুরুতর প্রভাব ফেলবে।

ক্রিকেটারদের কাছে গতকাল রাতে পাঠানো চিঠিতে জয় শাহ লিখেছেন, 'সম্প্রতি খেলোয়াড়দের মধ্যে একটি প্রবণতা দেখা গেছে, যা আমাদের জন্য উদ্বেগের কারণ। কিছু খেলোয়াড় (লাল বলের) ঘরোয়া ক্রিকেটের চেয়ে আইপিএলকে অগ্রাধিকার দেওয়া শুরু করেছে। খেলোয়াড়দের এ ধরনের পরিকল্পনা আমাদের কাছে প্রত্যাশিত ছিল না। ঘরোয়া ক্রিকেটই সব সময় মূল ভিত্তি। এর ওপর ভারতীয় ক্রিকেট দাঁড়িয়ে আছে। খেলার প্রতি আমাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি, সেই জায়গা থেকে এটিকে কখনোই অবমূল্যায়ন করা হয়নি। ঘরোয়া ক্রিকেটই ভারতীয় ক্রিকেটের মেরুদণ্ড গঠন করে এবং জাতীয় দলের ফিডার লাইন (পাইপ লাইন) হিসেবে কাজ করে।'

চিঠির পরের অংশেই জয় শাহ শীর্ষ ক্রিকেটারদের সতর্ক বার্তা দিয়েছেন, 'ভারতীয় ক্রিকেটের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি শুরু থেকেই পরিষ্কার;ভারতের হয়ে খেলতে আগ্রহী প্রত্যেক ক্রিকেটারকে ঘরোয়া ক্রিকেটে নিজেদের প্রমাণ করতে হবে। সেখানকার পারফরম্যান্স জাতীয় দলে নির্বাচনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হবে এবং সেখানে অংশগ্রহণ না করাটা গুরুতর প্রভাব ফেলবে।'

অতীতে ক্রিকেটাররা নিজ রাজ্যকে প্রতিনিধিত্ব করার প্রতিটি সুযোগ গ্রহণ করতে কতটা উদ্‌গ্রীব ছিলেন, সেটার উদাহরণও দিয়েছেন জয় শাহ, 'সুনীল গাভাস্কারের মতো কিংবদন্তিরা এই নিবেদনের উদাহরণ হয়ে আছেন। আন্তর্জাতিক সফর থেকে ফিরেই সকালে ক্লাব ক্রিকেট খেলতে গেছেন। সে সময় ঘরোয়া ক্রিকেটকে শুধু প্রতিশ্রুতি হিসেবে নয়, দায়িত্ব ও গর্বের উৎস হিসেবে দেখা হতো।'

২৫ বছর বয়সী ঈশান কিষান গত বছরের শেষ দিকে ভারতের দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের টেস্ট দলে ছিলেন। তবে ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে তিনি সিরিজ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন এবং ভারতে ফেরার কথা বলেন। কিন্তু দেশে না ফিরে কিষান যান দুবাইয়ে। সেখানে মহেন্দ্র সিং ধোনির সঙ্গে একটি পার্টিতে যোগ দেন।

কদিন পর ভারতে ফিরে 'কৌন বানেগা ক্রোড়পতি' (কে হতে চায় কোটিপতি) নামের টিভি কুইজ শোতে অংশ নেন কিষান। সেখানে কিষানের সঙ্গে ছিলেন ভারতের নারী ক্রিকেট দলের ওপেনার স্মৃতি মান্দানা। জনপ্রিয় এই অনুষ্ঠানের সঞ্চালক বিখ্যাত বলিউড অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন।

ব্যাডমিন্টন এশিয়া কাপের ফাইনালে ভারতের মেয়েরা, প্রথম বার সোনা জয়ের সুযোগ সিন্ধুদের সামনে

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রথম বার এশিয়া ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠল ভারতের মহিলা দল। সেমিফাইনালে দু'বারের চ্যাম্পিয়ন জাপানকে হারিয়েছে তারা। এর আগে ২০১৬ ও ২০২০ সালে এই প্রতিযোগিতায় ব্রোঞ্জ জিতলেও এখনও পর্যন্ত সোনা জিততে পারেনি ভারত। সেই সুযোগ রয়েছে পিভি সিন্ধুদের কাছে। রবিবার ফাইনালে তাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলবে ভারত।

জাপানের বিরুদ্ধে লড়াই সহজ ছিল না ভারতের। আকানে ইয়ামাগুচি জাপানের দলে না খেললেও প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন নোজোমি ওকুহারা ছিলেন। চোট সারিয়ে ফিরে চিন ও হংকংয়ের বিরুদ্ধে জিতেছিলেন সিন্ধু। কিন্তু জাপানের বিরুদ্ধে নিজের সিঙ্গলস ম্যাচে হেরে যান তিনি। বাঁ হাতি আয়া ওহোরির কাছে স্ট্রেট গেমে হেরে যান সিন্ধু (১৩-২১, ২০-২২)। সিন্ধু হেরে যাওয়ায় চাপে পড়ে ভারত। কিন্তু দলকে টেনে তোলেন বাকিরা। পরের ম্যাচেই ডাবলসে তৃষা জলি ও গায়ত্রী গোপীচন্দের জুটি ভারততে খেলায় ফেরান। ৭৩ মিনিটের লড়াইয়ে জাপানের নামি মাৎসুয়ামা ও চিহারু শিদাকে হারান (২১-১৭, ২১-১৬) তাঁরা। পরের ম্যাচে অঘটন ঘটান অস্মিতা চালিহা। ওকুহারাকে স্ট্রেট গেমে (২১-১৭, ২১-১৪) হারিয়ে দেন তিনি। ভারত ২-১ এগিয়ে যায়।

পরের ম্যাচে ডাবলস খেলতে নামেন সিন্ধু। তানিশা ক্রাস্টো চোটে থাকায় অশ্বিনী পুনাপ্পার সঙ্গে জুটি বেঁধে নামেন তিনি। কিন্তু হেরে যান তাঁরা। রেনা মিয়াউরা ও আয়াকো সাকুরামোতোর জুটি সিন্ধুদের স্ট্রেট গেমে (২১-১৪, ২১-১১) হারিয়ে দেন। খেলা গড়ায় শেষ ম্যাচে। সেখানেই জ্বলে ওঠেন ১৭ বছরের অনমোল খারব। বিশ্বের ২৯ নম্বর নাতসুকি নিদারিয়াকে ৫২ মিনিটের লড়াইয়ে হারান তিনি। স্ট্রেট গেমে (২১-১৪, ২১-১৮) জেতেন তিনি। সেই সঙ্গে প্রতিযোগিতার ফাইনালে ওঠে ভারত।

দলের খেলায় খুশি কোচ বিমল কুমার। তিনি বলেন, আমাদের মেয়েরা দাপট দেখিয়েছে। সিন্ধুর দিনটা খারাপ গিয়েছে। কিন্তু জলি, গায়ত্রী, অস্মিতারা যে ভাবে খেলেছে তা বুঝিয়ে দিয়েছে আমাদের মেয়েরা কতটা উন্নতি করেছে। এ বার সামনে ফাইনাল। ওদের বলেছি, কোনও চাপ না নিয়ে খেলা উপভোগ করতে। আশা করছি চ্যাম্পিয়ন হয়েই ফিরব।

সিটি, রিয়ালের চেয়েও বেশি বেতন দেয় বার্সেলোনা

নিজস্ব প্রতিনিধি: লা লিগা ও স্প্যানিশ সুপার কাপ, ২০২২,২৩ মৌসুমে বার্সেলোনার অর্জন এ দুটি ট্রফি। তবে টানা দ্বিতীয়বারের মতো চ্যাম্পিয়নস লিগের গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায়ও এ মৌসুমেই। উয়েফার হিসাব বলছে, সাফল্য,ব্যর্থতায় মেশানো মৌসুমটিতে ইউরোপের বাকি সব ক্লাবের তুলনায় সবচেয়ে বেশি বেতন দিয়েছে বার্সেলোনা।

স্প্যানিশ ফুটবলে বার্সেলোনার মূল প্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদ এ ক্ষেত্রে অনেকটাই পেছনে। ২০২৩ অর্থবছরে ইউরোপের যে ক্লাবগুলো বেতন বাবদ সবচেয়ে বেশি খরচ করেছে, তার মধ্যে বার্সেলোনার পরেই আছে মধ্যপ্রাচ্যের বিনিয়োগে খেলা পিএসজি ও ম্যানচেস্টার সিটি। রিয়াল মাদ্রিদ আছে চারে।

ফিলিপে কুতিনিও, উসমান দেম্বেলে, আঁতোয়ান গ্রিজমানসহ বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়কে বিপুল অঙ্কে কেনার কারণে পাঁচ,ছয় বছর ধরে আয়,ব্যয়ে সমন্বয় আনতে হিমশিম খাচ্ছে বার্সেলোনা। যে কারণে ২০২১ সালে লিওনেল মেসিকেও ক্লাব ছাড়তে হয়েছিল। বার্সেলোনা কর্তৃপক্ষ খেলোয়াড়দের বেতন বাবদ ব্যয় কমানোর চেষ্টা চালিয়ে গেলেও খরচের পরিমাণ এখনো বেশি।

সদ্য প্রকাশিত উয়েফার 'ইউরোপিয়ান ক্লাব ফিন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ল্যান্ডস্কেপ রিপোর্ট', এ সে তথ্যই উঠে এসেছে।

উয়েফার প্রতিবেদন বলছে, ২০২৩ অর্থবছরে বার্সেলোনার বেতন ছিল ৬৩ কোটি ৯০ লাখ ইউরো (বাংলাদেশি মুদ্রায় ৭ হাজার ৫২৭ কোটি টাকার বেশি)। ইউরোপীয় ক্লাবগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৬১ কোটি ৭০ লাখ ইউরো খরচ করেছে ফ্রেঞ্চ লিগ আঁ,র চ্যাম্পিয়ন পিএসজি। আর ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ও উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতা ম্যানচেস্টার সিটির বেতন বাবদ খরচের পরিমাণ ৫৫ কোটি ৪০ লাখ ইউরো।

পিএসজিতে কাতারের এবং সিটিতে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিনিয়োগ আছে।

বেশি বেতন দেওয়া শীর্ষ তিন ক্লাবের সঙ্গে পরের দিকে থাকা দলগুলোর ব্যবধান উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেশি। যেমন স্প্যানিশ পরাশক্তি রিয়াল মাদ্রিদের বেতনে খরচ হয়েছে ৪৫ কোটি ৩০ লাখ ইউরো, যা বার্সেলোনার তুলনায় ১৮ কোটির কম। তালিকার পাঁচে থাকা লিভারপুলের বেতনে ব্যয় ছিল ৪২ কোটি ৯০ লাখ ইউরো। জার্মানির ক্লাবগুলোর মধ্যে অনুমিতভাবেই সবচেয়ে বেশি বেতন দিয়েছে বায়ার্ন মিউনিখ;৪১ কোটি ৬০ লাখ। আর ইতালিতে সর্বোচ্চ ২৮ কোটি ৩০ লাখ ইউরো বেতন দিয়েছে জুভেন্টাস।

মজার বিষয় হচ্ছে, সবচেয়ে দামি (১৪২ কোটি ইউরো) স্কোয়াডের দল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বেতনে খরচ ৪০ কোটির নিচে;৩৮ কোটি ১০ লাখ ইউরো। বেশি বেতন দেওয়া শীর্ষ ২০টি ক্লাবের মধ্যে লেস্টার সিটি। ২০১৬ প্রিমিয়ার লিগের চ্যাম্পিয়নরা ২০২৩ অর্থবছরে সাড়ে ২১ কোটি ইউরো বেতন দিয়েও অবনমিত হয়ে চ্যাম্পিয়নশিপে নেমে গেছে।

৫০০ উইকেট নেওয়া অশ্বিনের স্পিনার হওয়ার নেপথ্যে তাঁর মা

নিজস্ব প্রতিনিধি: রবিচন্দ্রন অশ্বিনের ক্যারিয়ারের সবচেয়ে ঘটনাবহুল দিন কোনটি? বেশির ভাগ ক্রিকেটপ্রেমী হয়তো রাজকোট টেস্টে গতকালের কথাই বলবেন।

দিনের শুরুতে অশ্বিনের কারণেই ভারতকে ৫ রান জরিমানা দিতে হয়েছে। বিকেলে ছুঁয়েছেন মাইলফলক;বিশ্বের নবম আর ভারতের দ্বিতীয় বোলার হিসেবে টেস্টে ৫০০ উইকেটের কীর্তি। আর রাতে খবর এসেছে মমতাময়ী মা গুরুতর অসুস্থ। সব ফেলে রেখে ছুটেছেন মায়ের কাছে। রাজকোট টেস্ট ছেড়ে ফিরে গেছেন জন্মশহর চেন্নাইয়ে। একজন ক্রিকেটারের জীবনে এর চেয়ে ঘটনাবহুল দিন আর কী হতে পারে!

দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষেই নতুন অর্জন নিয়ে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করেছেন অশ্বিন। টেস্টে ৫০০ উইকেটের মাইলফলক উৎসর্গ করেছেন বাবাকে। ও হ্যাঁ, কাল সংবাদ সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধি হয়েও এসেছিলেন অশ্বিন। সেখানে সাংবাদিকদের বহু প্রশ্নের ভিড়ে এটাও জানিয়েছেন, তিনি ভাগ্যচক্রে স্পিনার হয়েছেন।

আসলে অশ্বিনের যে স্পিনার হওয়ার কথাই ছিল না! ৬ ফুট ২ ইঞ্চি উচ্চতার কেউ বোলার হতে চাইলে পেস বোলিংয়ের দিকেই ঝোঁকার কথা। অশ্বিনও মিডিয়াম পেসার হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন। পরে পেস ছেড়ে অফ স্পিনে ধাতস্থ হওয়া আর স্পিনার হিসেবেই ৫০০ টেস্ট উইকেটের ক্লাবে ঢুকে পড়া;সবই কার চাওয়াতে হয়েছে জানেন? মা, কাল রাতে যাঁর অসুস্থতার খবর শুনে সব ছেড়েছুড়ে ছুটে গিয়েছেন।

মায়ের চাওয়াতেই পেস বোলিং ছেড়ে স্পিনার হয়েছেন অশ্বিন। সংবাদমাধ্যমকে সে গল্পই শুনিয়েছেন অশ্বিনের বাবা রবিচন্দ্রন, 'অশ্বিনের ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় বাঁকবদল ছিল (পেস বোলিং ছেড়ে) অফ স্পিনার হওয়া। এই সিদ্ধান্তের জন্য আমার স্ত্রী চিত্রাকে (অশ্বিনের মায়ের নাম) ধন্যবাদ দিতেই হবে। একটা সময় অশ্বিনের শ্বাসকষ্ট ছিল এবং ওর হাঁটুতেও সমস্যা ছিল। দৌড়ে বল করা ওর জন্য চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তখন চিত্রাই বলল, তুতোমাকে এত দৌড়াতে হবে কেন? শুধু কয়েক কদম ফেলো এবং স্পিন বল করোদ।'

২০১১ সালে অভিষেক টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ড্যারেন ব্রাভোকে বোল্ড করার মধ্য দিয়ে অশ্বিনের উইকেট নেওয়া শুরু হয়েছিল। কাল ৫০০ উইকেটের মাইলফলকে পৌঁছেছেন ইংল্যান্ডের জ্যাক ক্রলিকে রজত পাতিদারের ক্যাচ বানিয়ে। ৫০০ উইকেট নিতে অশ্বিনকে করতে হয়েছে ২৫৭১৪ বল। তাঁর চেয়ে কম বল করে এই মাইলফলকের দেখা পেয়েছেন শুধু অস্ট্রেলিয়ান কিংবদন্তি গ্লেন ম্যাকগ্রা (২৫৫২৮ বল)।

ছেলের এই অর্জন নিয়ে বাবা রবিচন্দ্রন বলেছেন, 'ওর ৫০০ উইকেটের মাইলফলক আমার জন্য একটি অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। আমি

অনেক দিন ধরে এটার স্বপ্ন দেখেছি এবং আমার শেষনিশ্বাস পর্যন্ত এই উইকেটের কথা মনে থাকবে। আমার স্মৃতি এখন সেই দিনগুলোতে ফিরে যাচ্ছে, যখন আমি ওকে আমার স্কুটারে স্কুলে এবং কোচিংয়ের জন্য নিয়ে যেতাম। একজন বাবার ইচ্ছা বা স্বপ্ন থাকা এক জিনিস। কিন্তু ছেলের জন্য বলিদান দেওয়া ভিন্ন ব্যাপার। অশ্বিন আমাদের স্বপ্ন দেখে বাঁচতে শিখিয়েছে।'

ছেলের এই অর্জন নিয়ে বাবা রবিচন্দ্রন বলেছেন, 'ওর ৫০০ উইকেটের মাইলফলক আমার জন্য একটি অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। আমি অনেক দিন ধরে এটার স্বপ্ন দেখেছি এবং আমার শেষনিশ্বাস পর্যন্ত এই উইকেটের কথা মনে থাকবে। আমার স্মৃতি এখন সেই দিনগুলোতে ফিরে যাচ্ছে, যখন আমি ওকে আমার স্কুটারে স্কুলে এবং কোচিংয়ের জন্য নিয়ে যেতাম। একজন বাবার ইচ্ছা বা স্বপ্ন থাকা এক জিনিস। কিন্তু ছেলের জন্য বলিদান দেওয়া ভিন্ন ব্যাপার। অশ্বিন আমাদের স্বপ্ন দেখে বাঁচতে শিখিয়েছে।'

অশ্বিনের শিক্ষাগত যোগ্যতাও অনেকের জানা। চেন্নাইয়ের আন্না বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত শ্রী শিবাসুব্রামানিয়াম নাদার প্রকৌশল কলেজ থেকে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে স্নাতক সম্পন্ন করেছেন। অশ্বিনের ভেতর উচ্চশিক্ষার বীজটা বাবাই বপন করে দিয়েছিলেন। তবে ক্রিকেটই ছিল তাঁর সত্যিকারের ভালোবাসা।

বাসায় পড়ালেখা করার সময় বাবাকে একটা শর্তও দিতেন অশ্বিন। কী সেই শর্ত, শুনুন তাঁর বাবার মুখেই, 'একই সঙ্গে লেখাপড়া ও খেলাধুলায় মনোযোগ দেওয়া সহজ নয়। যখন সে ছোট ছিল, তখনই বুঝতে পেরেছিল যে আমি ওর জন্য কতটা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। অশ্বিন শুরু থেকেই কঠোর পরিশ্রমী আর ক্রিকেটপাগল ছিল। সে যখন নেটে (অনুশীলন নিয়ে) ব্যস্ত ছিল, আমি তখন ওর বন্ধুদের কাছ থেকে নোট ধার করতাম। তারপর ফটোকপি করে ওর হাতে তুলে দিতাম। ক্রিকেট আমাদের জীবনের অংশ হয়ে গেলেও শিক্ষাকে উপেক্ষা করিনি। ওকে পড়ালেখায় মনোযোগী হতেই হতো, কারণ গণিত ও বিজ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। তবে আমি যখন ওকে পড়াতে নিয়ে বসতাম, সে আমাকে একটা শর্ত দিত। ওকে টিভিতে খেলা দেখতে দিতে হবে। আমি কখনোই ওকে খেলা দেখতে নিষেধ করিনি। কারণ, যদি আমি সেটা করতাম, ওর মন বই থেকে সরে গিয়ে শুধু খেলা নিয়েই ভাবত।'

কাল ৫০০ টেস্ট উইকেটের মাইলফলক ছোঁয়ার পর ছেলের সঙ্গে কথাও হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাবা রবিচন্দ্রন। অশ্বিন বাবাকে বলেছেন, ৫০০ উইকেট তাঁর কাছে শুধুই একটা সংখ্যা। ৪৯৯ উইকেটে আটকে গেলেও তিনি খুশিই থাকতেন।

সংখ্যা তো বটেই। এই সংখ্যাই যে অশ্বিনকে কিংবদন্তিদের কাতারে নিয়ে গেছে। ভারতের হয়ে যত দিন খেলবেন, সংখ্যাটা শুধু বাড়তেই থাকবে। তবে আপাতত তাঁর গুরুদায়িত্ব মাকে সুস্থ করে তোলা, যাঁর কারণে আজ তিনি এত বড় মাপের স্পিনার।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**